কুরআনের জানা অজানা

[পবিত্র কুরআন বিষয়ক বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সমাহার]

মাওলানা নাঈম আবু বকর
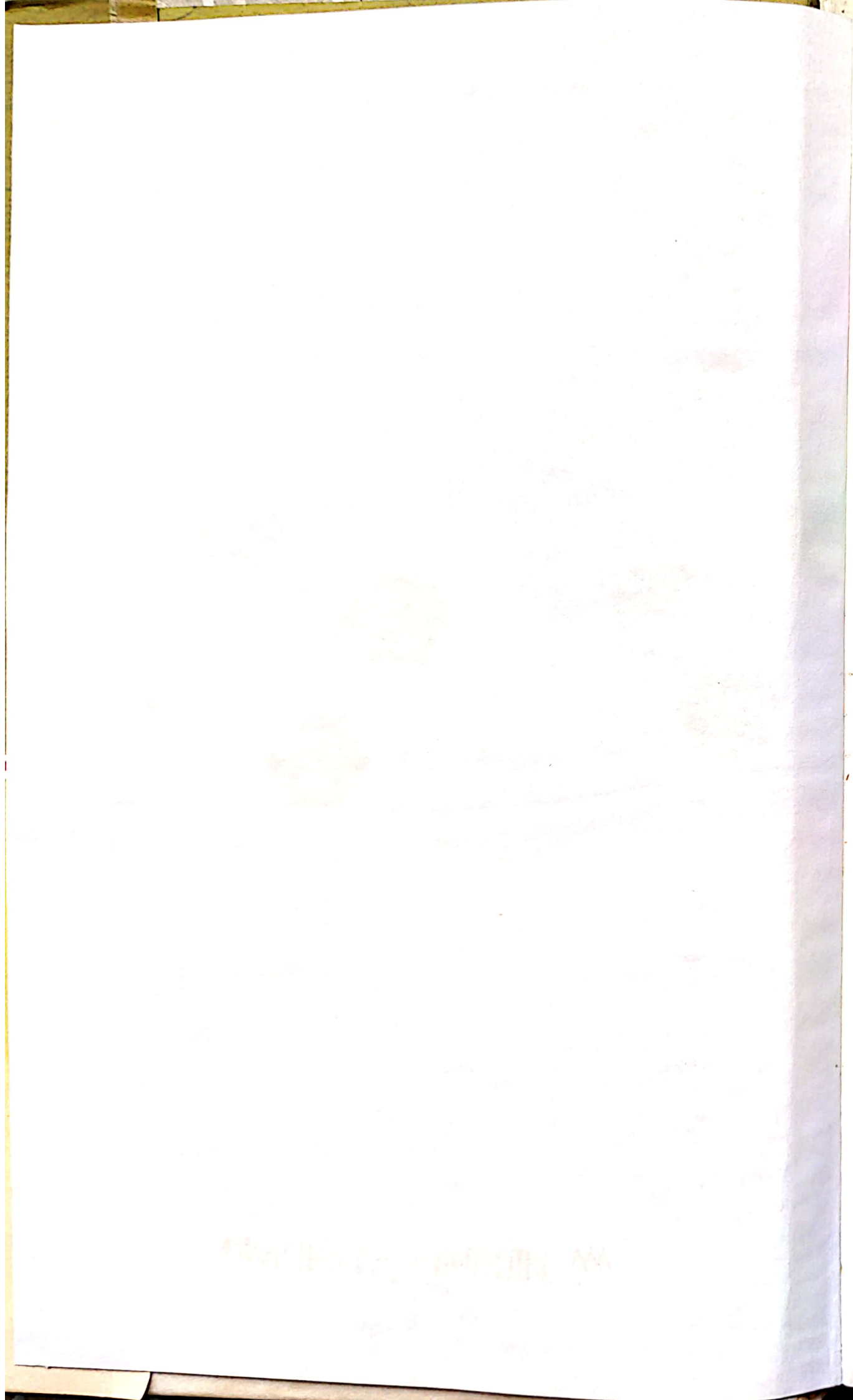
পবিত্র কুরআন বিষয়ক বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সমাহার

কুরআনের জানা-অজানা

মাওলানা নাঈম আবু বকর

শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার

প্রথম আযহার সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৫
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

মাকতাবাতুল আযহারের পক্ষে ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে প্রকাশক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

ইমেইল : maktabatulazhar@yahoo.com

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
: 02 988 15 32
: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা
017 15 02 31 18

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ. কাজীর কাজ
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, mdfaruque81@gmail.com

মূল্য :: ১০০ টাকা মাত্র

QURANER JANA-OJANA By **NAYEEM ABU BOKOR**
Published by **MAKTABATUL AZHAR**, Dhaka, Bangladesh

MRP : Taka. 100 US $ 10

অর্পণ

১. পবিত্র কুরআনের অবিনশ্বরতার পক্ষে অটল থেকে যিনি শাসকের অকথ্য নির্যাতন সয়েছেন, সে মহান সংগ্রামী হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. ও পবিত্র কুরআনের যুগ-যুগের খাদেমদের দারাজাত-বলন্দির প্রত্যাশায় ও

২. শ্রদ্ধেয় মা-বাবা, সারতাজ আসাতেযায়ে কেরাম ও প্রিয় জীবনসঙ্গিণীর দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ কামনায়...

৩. শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মা ও সকল আসাতেজায়ে কেরামের দীর্ঘ নেক হায়াত ও সুস্বাস্থ্য কামনায়....

- নাঈম

হযরত মাওলানা আনওয়ারুল হক দা. বা.

নায়েবে মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
খলিফা, মুহিউসসুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হারদুয়ী রহ.-এর

দোয়া ও অভিমত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم ، أما بعد:

কুরআন মাজিদের অসীম মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। পবিত্র কুরআনকে ভালোভাবে জানা ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী সম্পর্কে অবগত হওয়া খুবই ফজিলতের বিষয়।

আমাদের ছাত্র ও বর্তমানে যাত্রাবাড়ী জামিয়ার মুদাররিস মাওলানা নাঈম আবু বকর কুরআনে কারীম সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংকলন করার প্রয়াসে 'কুরআনের জানা-অজানা' নামে এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছে। আমি বইটির কিছু কিছু জায়গা পড়ে দেখেছি। মাশাআল্লাহ ভালো মনে হয়েছে। দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা লেখকের মেহনত কবুল করুন, কিতাবটিকে তালিবে ইলম ও সাধারণ মুসলমান ভাইদের জন্য উপকারী বানান। আমীন।

বিনীত

আনওয়ারুল হক
৩/১/৩৭হি

হযরত মাওলানা মুফতী আবূ সাঈদ দা. বা.

প্রধান মুফতী, জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ, ঢাকা
প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, দারুল ফিকরি ওয়াল ইরশাদ, আরসিন গেইট, ঢাকা খলিফা, কুতবুল আলম আল্লামা শাহ সুলতান আহমদ নানুপুরী রহ.-এর

দোয়া ও অভিমত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد:

কুরআনে পাক এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিরাট নেয়ামত। পবিত্র কুরআনের মর্যাদা হিসেবে এটুকুই যথেষ্ট যে, এই কিতাবের সম্বন্ধ সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সাথে, যে কারণে তাকে কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহর কিতাব বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার সত্তা যেমন মাখলুকের জ্ঞানসীমার বাইরে, তেমনি তার পবিত্র কালামও অপার রহস্যময়। তিরমিজী শরিফের হাদিসে আছে,

(القرآن) لا تنقضي عجائبه

অর্থাৎ 'পবিত্র কুরআনের রহস্য কখনও শেষ হওয়ার নয়।' (তিরমিজী: ২৯০৬)।
কুরআনে কারীমের একটি বৈশিষ্ট্য এ-ও যে, এই কিতাবের খুঁটিনাটি সব বিষয়ে যে পরিমান তাহকীক বা গবেষণা হয়েছে, এমনটি দ্বিতীয় কোনো কিতাবের ক্ষেত্রে হয়নি। উম্মতের ওলামায়ে কেরাম কুরআনের যাবতীয় বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। পবিত্র কুরআন সম্পর্কিত মালুমাতের কোনো শেষ নেই।

স্নেহভাজন মাওলানা নাঈম আবু বকর কুরআনে কারীমের মালুমাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়াদি নিয়ে 'কুরআনের জানা-অজানা' নামে এই রচনা তৈরি করেছে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমি পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশ পড়েছি। আশা করি কিতাবটি তালিবে ইলম ও অন্যান্য আগ্রহী ভাইদের উপকারে আসবে।

আল্লাহ তায়ালা নিজ ফজল ও করমে কিতাবটিকে মাকবুল ও মুফীদ বানান, লেখকের কলমে বরকত দিন ও তাকে আরও বেশি দ্বীনের খেদমত করার তাওফিক দিন। আমীন।

বিনীত

আবূ সাঈদ
২/১/১৪৩৭হি.

লেখকের আরয

نحمده ونصلي على رسوله الكريم ، أما بعد:

আল্লাহ তায়ালার পাক কিতাবের প্রতি মুমিনের মহব্বত সহজাত। কুরআনে কারীম সম্পর্কে তাদের অনেক কিছু জানা ও বোঝার পিপাসা থাকে। এই প্রয়োজন বিবেচনা করেই ওলামায়ে কেরাম কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো সংকলন করে বিভিন্ন কিতাব লিখেছেন।

আমি তখন জামাতে শরহে বেকায়ার ছাত্র, একদিন উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা আহমাদ ঈসা দা. বা. একটি কিতাব হাদিয়া দিলেন- মাওলানা আব্দুল মাবুদ কাসিমীর 'কুরআনী মালূমাত'। ভাষা উর্দু। কিতাবটির প্রায় পুরোটা তখনই মুতালায়া করেছিলাম। বেশ উপকৃত হয়েছিলাম। এরপর ফারেগ হয়ে খেদমত-জীবনে প্রবেশের পর হঠাৎ একদিন খেয়াল হল, কুরআনে কারীমের বিভিন্ন মালুমাত নিয়ে বাংলায় একটি কিতাব তৈরি করা যেতে পারে।

ভাবনামতো একদিন আল্লাহর নামে কাজ শুরু করে দিলাম। সে প্রায় তিন বছর আগে। ছাত্রজীবনে পড়া 'কুরআনী মালূমাত'-থেকে বিষয়বস্তুর রূপরেখাসহ বিভিন্নভ সহযোগিতা পেয়েছি। তবে কিতাবটির ছাপা বেশ দুর্বল এবং তাতে প্রচুর তথ্যবিভ্রাট ঘটেছে। এছাড়াও কুরআনের মালুমাত সম্পর্কিত প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্নভ কিতাব ও প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছি।

এই গ্রন্থে অনেক জটিল বিষয় নতুন করে সাজানোর প্রয়াস পেয়েছি। পুরনো প্রচলিত ধারণা নতুন করে যাচাই করে অধিকতর দলিলসমৃদ্ধ বিষয়টি উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। এমন অনেক নতুন তথ্য তুলে ধরতে চেয়েছি, যা সাধারণত পাঠকের নাগালে থাকে না। উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আহমাদ ঈসা সাহেব দা. বা. মূল্যবান সময় ব্যয় করে পুরো কিতাবটি নযরে সানি করে দিয়ে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। জাযাহুল্লাহু খাইরান।

দেশের ইসলামি প্রকাশনা জগতের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আযহারের শ্রদ্ধেয় ওবায়দুল্লাহ ভাই বইটির প্রকাশের ভার নিয়ে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তার যথোপযুক্ত জাযা দিন।

কিতাবটি দ্বারা পাঠকের কিছুমাত্র উপকার হলে আমাদের মেহনত সার্থক হবে। কোনো ভুল বা অসঙ্গতি চোখে পড়লে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ হব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল কাজ কবুল করুন। সবকাজ তার সন্তুষ্টির জন্যই করার তাওফিক দিন। আমীন।

বিনীত

নাঈম আবু বকর
মিজান ভিলা, ১০৮৩লি ১০৮৩, শেখদী
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সূ চি প ত্র

প্রাথমিক পরিচিতি

কুরআনে কারীমের বৈশিষ্ট্য ও নামকরণ

কুরআনে বর্ণিত নানা জিনিস

আয়াত ও সুরা বিষয়ক তথ্যাবলী

কুরআনের সংখ্যা বিষয়ক তথ্যাবলী

কুরআনের অলৌকিকতা

কুরআনের খেদমত যুগে যুগে

ইলমে তাফসিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কুরআন বিষয়ক ১০১ টি তথ্য [৯৭-১০৭]

باسمہ تعالی

কুরআনের জানা-অজানা

প্রাথমিক পরিচিতি

কয়েকটি মৌলিক পরিভাষা

* **আল্লাহঃ** চিরন্তন সত্তা। জগতের দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুর স্রষ্টা। তাঁর কোনো তুলনা নেই। মুহূর্তের জন্যও তাঁর অস্তিত্ব বিলীন হবার নয়। পরিভাষায় এ ধরনের অনিবার্য অস্তিত্বের অধিকারীকে বলা হয় 'ওয়াজিবুল উজুদ'। ইসলামী আকিদা অনুযায়ী আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ওয়াজিবুল উজুদ নেই।
* **নবীঃ** আরবরা 'নবী' বলতে অদৃশ্যের সংবাদ-দাতাকে বোঝাতো। শরীয়তের পরিভাষায় নবী হলেন এমন মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব যিনি আল্লাহ তায়ালার কাছ থকে জগদ্বাসীর কাছে হেদায়েতের পয়গাম আনেন। তিনি ওহীর মাধ্যমে দৃষ্টির অন্তরালের অনেক বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করেন, ভবিষ্যতের আগাম সংবাদ দেন। নিজ জাতির বর্তমান কর্মকাণ্ডের অসারতা ও পরিনাম সম্পর্কে অবহিত করেন।
* **ফেরেশতাঃ** আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সৃষ্টি। নুরের তৈরি এবং আমাদের দৃষ্টির আড়াল। না নারী না পুরুষ। তাঁরা সর্বপ্রকার নাফরমানী হতে মুক্ত থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ পালন করেন।
* **ওহীঃ** আভিধানিক অর্থ ইশারা, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, লেখনি ইত্যাদি। শরীয়তের ভাষায় ওহী হলো এমন কথা যা আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়। সরাসরি আসা বা কোনো মাধ্যম হয়ে আসা ইত্যাদি বিচারে ওহীর বিভিন্ন প্রকার থাকলেও সর্বপ্রকার ওহী আল্লাহ তায়ালার কালাম; এতে কোনো তফাৎ নেই।
* **কুরআনঃ** এ হল পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ কিতাব। যাতে

পরিষ্কারভাবে সর্বপ্রকার বিধি-বিধান বিবৃত হয়েছে, নেককারদেরকে সুসংবাদ আর বদকারদেরকে সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে।[১]

কুরআন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অল্প অল্প করে তেইশ বছর ধরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কিতাব তাঁর উম্মতকে শুনিয়েছেন এবং লিখিয়েও দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত তা আমাদের সামনে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহর কালামের পরিচয়

মনের ভাব প্রকাশ করতে আমরা শব্দ ও বর্ণের কাঠামো ব্যবহার করে থকি। ভাবটা হলো প্রাণ, আর শব্দগুলো দেহ। মূলত কালাম হচ্ছে মনের সে ভাব। ভাব সম্পূর্ণ নিরাকার, কাঠামোবিহীন। তাকে কানেও শোনা যায় না, মুখস্থও করে রাখা যায় না। ইলমে কালামের পরিভাষায় একে বলা হয় 'কালামে নফসী'। এই কালামে নফসী বা ভাব প্রকাশে যে শব্দকাঠামো দেহের ভূমিকায় কাজ করে, তাকে বলা হয় 'কালামে লফজী'। কালামে লফজী হলো একটা পোশাক, যার ভেতর দিয়ে কালামে নফসীর প্রকাশ ঘটে। মানুষের মতো আল্লাহ তায়ালাও 'কালাম' প্রকাশ করে থাকেন; কিন্তু পার্থক্য হলো, মানুষ ভাবপ্রকাশে ভাষার মুখাপেক্ষি হলেও আল্লাহ তায়ালার কোনো ভাষার প্রয়োজন নেই। কোনো কিছুতেই তিনি কোনো মাধ্যমের মুখাপেক্ষি নন।[২]

আসমানি কিতাব

যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তায়ালা নবীদের মাধ্যমে যেসব গ্রন্থিত পয়গাম পাঠিয়েছেন, সেগুলোকে আসমানি কিতাব বলা হয়। পবিত্র কুরআনে এমন পাঁচটি আসমানি কিতাবের কথা উল্লেখ আছে। নাযিল হওয়ার ক্রমানুসারে সেগুলো এই,

১. সুহুফে ইবরাহীম বা ইবরাহীম আ. এর সহিফাসমূহ। এগুলো ইবরাহীম আ. এর উপর নাযিল হয়েছিল।
২. তাওরাত, যা হযরত মুসা আ. এর উপর নাযিল হয়েছিল।

---

[১] সুরা হা মীম সেজদা, ১-৪।
[২] সাওয়াতেউল কুরআন, পৃঃ ৩৮ (কুরআনী মালূমাত, আব্দুল মাবুদ কাসেমী)।

৩. যাবুর, যা হযরত দাউদ আ. এর উপর নাযিল হয়েছিল।
৪. ইঞ্জিল, যা হযরত ঈসা আ. এর উপর নাযিল হয়েছিল।
৫. কুরআন, যা শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে।

ইসলামি আকিদা অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য পূর্ববর্তী সব আসমানি কিতাবের উপর ঈমান আনা জরুরি। তবে এই বিশ্বাস শুধু আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত অবিকৃত আসমানি কিতাবের প্রতি; বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদিতে যেসব বিকৃতি রয়েছে, তার উপর ঈমান আনা আবশ্যক নয়, বরং তা অবিশ্বাস করাই কাম্য।

পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোর বর্তমান রূপ

সুহুফে ইবরাহীম বা হযরত ইবরাহীম আ. এর উপর অবতীর্ণ আসমানি কিতাবের বর্তমানে কোনো হদিস পাওয়া যায় না। তবে ২ ৬ সালে সৌদি আরবের কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফালেহ শাবিব আল-আজমী-র একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে, যার নাম 'সুহুফু ইবরাহীমঃ জুযুরুল বারাহিমিয়্যাতি মিন খিলালি নুসুসি ফিদা'। বইটিতে ড. আজমী দেখাতে চেয়েছেন, হিন্দুদের বেদের সাথে ইবরাহীম আ. এর সহিফাসমূহের যোগসূত্র রয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, হিন্দুদের দেবতা 'ব্রহ্মা (যার আরবি রূপ 'براهما') আর সরস্বতীর নাম মূলত ইবরাহীম আ. ও তার স্ত্রী সারার নাম থেকে এসেছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

তবে বর্তমানে তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিলের নামে প্রচলিত আসমানি কিতাব রয়েছে। এখনকার বাইবেল শরিফ বনি ইসরাইলিদের সকল ধর্মীয় কিতাবের সমষ্টিগত রূপ। তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিল- এই তিনটি কিতাব তাই বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাইবেলকে আরবিতে 'আল-কিতাবুল মুকাদ্দাস' বলা হয়।

বাইবেল প্রধান দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগকে ইংরেজিতে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' (Old Testament), বাংলায় 'পুরাতন নিয়ম' ও আরবিতে 'العهد القديم'[৩] বলা হয়। আর দ্বিতীয় ভাগকে ইংরেজিতে বলা হয় 'নিউ টেস্টামেন্ট' (New Testament), বাংলায় 'নতুন নিয়ম' ও আরবিতে 'العهد الجديد'। দ্য

---

[৩] কেউ কেউ আরবি নাম 'العهد العتيق' বলেছেন, তবে 'العهد القديم' নামই বেশি প্রচলিত।

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি পবিত্র বাইবেল এবং কিতাবুল মোকাদ্দস নামে পূর্ণ বাইবেলের ও ইঞ্জীল শরিফ নামে শুধু নতুন নিয়মের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে মোট ৩৯ টি পুস্তক রয়েছে, যার মধ্যে প্রথম পাঁচটি পুস্তককে তওরাত বলে দাবি করা হয়। সে পাঁচ পুস্তকের নাম এই:

১. আদি পুস্তক, ইংরেজি: Genesis, আরবি: سفر التكوين।

২. যাত্রা পুস্তক, ইংরেজি: Exodus, আরবি: سفر الخروج।

৩. লেবিয় পুস্তক, ইংরেজি: Leviticus, আরবি: سفر الأحبار।

৪. গণনা পুস্তক, ইংরেজি: Numbers, আরবি: سفر العدد।

৫. দ্বিতীয় বিবরণ, ইংরেজি: Deuteronomy, আরবি: سفر الاستثناء।

বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে, এই পাঁচ পুস্তক হযরত মুসা আ.-কর্তৃক রচিত।[৪] সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, এটি সরাসরি আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত তাওরাত নয়। হ্যাঁ, মূল তাওরাতের বিভিন্ন বিষয় তাতে থাকা অসম্ভব নয়। ওদিকে এ পুস্তকগুলোর লেখক হযরত মুসা আ. হওয়াটাও প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ, পঞ্চম পুস্তক 'দ্বিতীয় বিবরণ'-এ হযরত মুসা আ. এর ইন্তেকাল ও কবরের কথাও রয়েছে, যা হযরত মুসা আ. এর নিজের লেখা সম্ভব নয়।

পুরাতন নিয়মের ১৯ নম্বর পুস্তককে যবুর বলা হয়ে থাকে। তার নাম বাংলায় 'গীত সংহিতা বা জবুর শরিফ', ইংরেজিতে 'Psalms' ও আরবিতে 'سفر الزبور/سفر المزامير'। 'জবুর শরিফে' ১৫০ টি কাওয়ালী রয়েছে, যার মধ্যে ৭০ টির মতো কাওয়ালীর লেখক হযরত দাউদ আ. বলে দাবি করা হয়। এছাড়া হযরত আসাফ, হযরত সোলায়মান ও অন্যান্য দুয়েকজনের অল্পকিছু কাওয়ালী রয়েছে। তবে ৪৯ টি কাওয়ালীর লেখকের নাম অজানা।[৫]

তাওরাত ও যবুর ছাড়া পুরাতন নিয়মে আরও যেসব পুস্তক রয়েছে, সেগুলোর কয়েকটিকে বিভিন্ন নবীর লেখা বলে দাবি করা হয়, এছাড়া বাকিগুলোর লেখক অজ্ঞাত। পুরাতন নিয়ম ইহুদি ও খৃষ্টান সবার কাছেই স্বীকৃত। ইহুদিরা পুরাতন নিয়মকে 'তানাখ' বলে থাকে। তানাখ তাদের অন্যতম পবিত্রগ্রন্থ।[৬]

---

[৪] বাইবেল বিকৃতি: তথ্য ও প্রমাণ: মাওলানা আব্দুল মতিন, পৃ: ২১।

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ:২১-২২।

[৬] উইকিপিডিয়া: আল-কিতাবুল মুকাদ্দাস (আরবি)।

বাইবেলের নতুন নিয়মে ২৭ টি গ্রন্থ পুস্তক রয়েছে, যার প্রথম চারটি ঈসা আ. এর চার শিষ্যের লেখা পৃথক চারটি ইঞ্জিল বলে পরিচিত। এগুলো সেই শিষ্যদের নামে অভিহিত হয়। যথাঃ ১। মথি ২। মার্ক ৩। লুক ৪। যোহন/ইউহোন্না। এই চার গ্রন্থকে বাংলায় সুসমাচার, ইংরেজিতে Gospel ও আরবিতে 'ইঞ্জীল' বলা হয়। উল্লেখ্য, এই ইঞ্জিলগুলো মূলত ঈসা আ. এর জীবনী ও বাণীসংকলন, যা অনেকটা মুসলমানদের হাদিসগ্রন্থের মতো। তাই এগুলো যে আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত আসমানি কিতাব নয়, তা স্পষ্ট। প্রকৃত ইঞ্জিলের এখন আর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি এই চারটি ইঞ্জিলের লেখক কে- তা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে।

উক্ত চার ইঞ্জিল ছাড়াও আরও কিছু ইঞ্জিল রয়েছে, যেগুলোকে খৃষ্টানসমাজ স্বীকৃতি দেয় না। তার মধ্যে বার্নাবাসের ইঞ্জিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ইঞ্জিলের অনেক বিষয়ের সঙ্গে কুরআনে কারীমের বক্তব্যের মিল রয়েছে। যেমন, এই বাইবেলে ঈসা আ. এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়া তাতে স্পষ্টভাবে নাম নিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এসব কারণে খৃষ্টানরা এই বাইবেলকে স্বীকার তো দুরের কথা, তার প্রচারও হতে দেয় না। অথচ এই ইঞ্জিলের নির্ভরযোগ্যতা অন্যান্য ইঞ্জিলের চেয়ে কম নয়। এটির গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে খৃষ্টানরা যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করে, সেগুলো অন্যান্য ইঞ্জিলের ক্ষেত্রেও করা যায়। সুতরাং অন্যান্য ইঞ্জিলকে মেনে নেয়ার পর এই ইঞ্জিলকে অস্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়।[৭]

বাইবেলের বিকৃতিঃ পুরাতন নিয়ম বা নতুন নিয়ম- পুরো বাইবেলেই যে অসংখ্য বিকৃতি, হেরফের বা ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে, তা এখন প্রমাণিত সত্য। নিরপেক্ষ বিচারে কেউই তা অস্বীকার করতে পারে না। অনেক ইহুদি-খৃষ্টান লেখকও বাইবেলের বিকৃতির কথা স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুফতি তাকি উসমানী দা. বা.-রচিত 'বাইবেল সে কুরআন তক'[৮] ও মাওলানা আব্দুল মতিন-রচিত 'বাইবেল বিকৃতিঃ তথ্য ও প্রমাণ'।

---

[৭] বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ ঈসাইয়্যত কেয়া হ্যায়, মুফতি তাকি উসমানী (অনুবাদ, খৃষ্টধর্মের স্বরূপ, মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম)।

[৮] বাইবেল সে কুরআন তক, ১/৩৭৩-৬১০ (সংস্করণঃ মাকতাবা দারুল উলুম করাচি, ২০১০ ইং)। উল্লেখ্য, 'বাইবেল সে কুরআন তক' কিতাবটি মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানবী রহ. রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইজহারুল হক'-এর শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

কুরআনে কারীমের বৈশিষ্ট্য ও নামকরণ

কুরআন আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব। কুরআনই এখন একমাত্র আসমানি কিতাব, যাতে কোনো রকম বিকৃতি হয়নি। এছাড়া পবিত্র কুরআনে যেভাবে মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধি-বিধান বিবৃত রয়েছে, তেমনটি অন্য কোনো আসমানি কিতাবে পাওয়া যায় না। এখন মানবজাতির জন্য কুরআনই একমাত্র অনুসরণীয় ঐশীগ্রন্থ। কুরআনে কারীম দুনিয়াতে আসামাত্র পূর্বের সকল আসমানি কিতাব রহিত হয়ে গেছে।

قرآن শব্দটি فعلان এর ওজনে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ 'পড়া'। তবে এখানে মাসদার (ক্রিয়ামূল) ইসমে মাফউল বা কর্মবাচক বিশেষ্যের অর্থ দিচ্ছে। তাই 'কুরআন' অর্থ পঠিত। গ্রন্থমাত্রই তা পঠিত ঠিক; কিন্তু কুরআনে কারীমের মত পঠিত দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ নেই। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আরব-অনারব, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ যেভাবে এই গ্রন্থ তেলাওয়াত করে তার কোনো তুলনা নেই। নিজে পড়তে না পারলেও মানুষ অন্যকে পড়িয়ে তেলাওয়াত শুনে থাকে। চৌদ্দশত বছর যাবত কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত এভাবে চলে আসছে; ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্তই চলতে থাকবে। কুরআনে কারীমের এই দূর্লভ বৈশিষ্টের প্রতি লক্ষ্য করেই তাকে 'কুরআন' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

কুরআন সম্পর্কিত আকিদা

একজন মুসলমানের জন্য কুরআনে কারীম সম্পর্কে যেসব বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য, সেগুলো এই:

১. পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী, মানবরচিত নয়।

২. আল্লাহ তায়ালা অবিনশ্বর ও চিরন্তন, তাঁর বাণীও তেমন অবিনশ্বর ও চিরন্তন। কুরআন নশ্বর বা মাখলুক নয়।

৩. আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ।

৪. কুরআন সর্বশেষ কিতাব, এর পর আর কোনো কিতাব নাযিল হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত কুরআনের বিধানই চলবে। কুরআনের মাধ্যমে অন্যান্য আসমানি কিতাবের বিধান রহিত হয়ে গেছে।

৫. কুরআন হেফাজতের জন্য আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, কাজেই এর পরিবর্তন কেউ করতে পারবে না। কুরআনকে সর্বদা অবিকৃত বলে বিশ্বাস করতে হবে।[৯]

ওহীর সূচনা

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, প্রথমদিকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী আসতো, তা হলো সত্য স্বপ্ন। তিনি ঘুমে যা দেখতেন পরে সুবহে সাদিকের মতো স্পষ্টভাবে তা বাস্তবে রূপ নিতো। তারপর একসময় তিনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে ওঠলেন। খাবার-পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামানা নিয়ে হেরাগুহায় চলে যেতেন। সে গুহায় নির্জনে সময় কাটাতেন। যখন বাড়িতে আসার ইচ্ছে হতো হযরত খাদিজার কাছে এসে আবার প্রয়োজনীয় সামানা নিয়ে যেতেন।

অবশেষে একদিন তাঁর কাছে মহাসত্যের আগমন ঘটলো। আসমানী ফেরেশতা এসে তাঁকে বলতে লাগলো, 'পড়ুন'। তিনি বললেন, 'আমি তো পড়তে পারি না'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তারপর তিনি (সে ফেরেশতা) আমাকে জাপটে ধরলেন। এভাবে তিনবার জাপটে ধরার পর আমাকে ছেড়ে দিলেন। বলতে লাগলেন, 'পড়ুন আপনার প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন...'[১০]

প্রথম ওহী

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٥
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (سورة العلق)

প্রথম ওহী নাযিল হয়েছিলো ১৭ রমজান ৬১০ খৃস্টাব্দে। সৌর হিসেবে সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিলো প্রায় উনচল্লিশ বছর সাড়ে তিন মাস। ওহীর এই ধারা চলে সুদীর্ঘ তেইশ বছর।

---

[৯] আহকামে যিন্দেগী, মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, পৃ: ৪৪।
[১০] জাওয়াহেরুল কুরআন (কুরআনী মালুমাত, আব্দুল মাবুদ কাসেমী)।

দ্বিতীয় ওহী

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 0 قُمْ فَأَنْذِرْ 0 وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ 0 وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 0 وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (سورة المدثر)

এই দ্বিতীয় ওহীর পর ক্রমাগত ওহী নাযিল হতে থাকে। সর্বশেষ ওহী হলো, সুরা তওবার শেষ দুই আয়াত। এই ওহী অবতীর্ণ হয়েছিলো ওফাতের নয় দিন আগে, ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে।

ওহী নাজিলের বিভিন্ন পদ্ধতি

১. মানুষের আকার গ্রহণ না করে স্বরূপে ফেরেশতা উপস্থিত হন। তারপর ধ্বনি ব্যবহার করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বলবের উপর ওহী করা হয়।

২. ফেরেশতা মানুষের আকার ধরে উপস্থিত হন।

৩. ফেরেশতা অন্তরে কোনো কথা ঢেলে দেন।

৪. ফেরেশতা স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে কথা বলেন।

৫. আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং কথা বলেন; জাগ্রত অবস্থায় বা স্বপ্নে।[১১]

হযরত আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত হারেস বিন হিশাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার কাছে কীভাবে ওহী আসে?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কখনও তা আমার কাছে আসে ঘণ্টাধ্বনির মতো- আর এটাই সবচেয়ে কঠিন- অতঃপর ধ্বনি কেটে যায়, তার আগেই আমি সে ওহী আয়ত্ত করে ফেলি। আবার কখনও ফেরেশতা আমার কাছে আসে মানুষের রূপ ধরে। সে আমার সাথে কথা বলে আর আমি তার কথা আয়ত্ত করি।[১২]

এখানে ওহির দুটি পদ্ধতির বিবরণ পাওয়া গেছে। মূলত এই দুই পদ্ধতির ওহীই পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এক হাদিসে 'নাফাস ফির রাও' বা ফেরেশতা-কর্তৃক অন্তরে কথা ঢেলে দেয়ার যে বর্ণনা[১৩] রয়েছে, তা মূলত ভিন্ন কোনো পদ্ধতি নয়, ঘণ্টাধ্বনি-পদ্ধতিরই অংশ।[১৪]

---

[১১] আল-ইতকান, পৃষ্ঠা: ১২৭-১২৮।

[১২] সহিহ বুখারি, হাদিস: ২।

[13] عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة أحمد بن أبي الحواري.

[১৪] তালাক্কিন্নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলফাযাল কুরআনিল কারিম, আব্দুস সালাম মাজিদী, পৃষ্ঠা: ৬৬।

এমনিভাবে স্বপ্নেও কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। অবশ্য হযরত আনাস রাযি. এর একটি বর্ণনায় এমন ধারণা হতে পারে। বর্ণনাটি হল, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লেন; তারপর মুচকি হাসতে হাসতে মাথা তুললেন। সাহাবায়ে কেরাম হাসির কারণ জানতে চাইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এইমাত্র আমার উপর একটি সুরা নাযিল হয়েছে...। এরপর তিনি সুরা কাউসার পড়ে শোনান।[১৫] এই বর্ণনার ব্যাখ্যা হল, এখানে যে নিদ্রার কথা বলা হয়েছে, তা মূলত নিদ্রা নয়, বরং ওহী নাযিলের সময় কখনও কখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে অবচেতন অবস্থা হতো, তা-ই বোঝানো হয়েছে। এছাড়া সুরা কাওসার মক্কী সুরা, অথচ হযরত আনাস রাযি. আনসারী সাহাবী। তাই এমনও হতে পারে- এটি সুরা কাওসারের মূল নাযিল হওয়ার ঘটনা নয়, বরং পূর্বে নাযিলকৃত সুরার পুনরাবৃত্তি। অনেক ওহী-ই একাধিকবার নাযিল হয়েছে।[১৬]

পবিত্র কুরআনের সুরা শুরার ৫১ নং আয়াতে ওহীর বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

'কোনো মানুষের এ ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন (সামনা সামনি), তবে ওহীর মাধ্যমে (বলতে পারেন) অথবা কোনো পর্দার আড়াল থেকে কিংবা তিনি কোনো বার্তাবাহী (ফেরেশতা) পাঠিয়ে দেবেন, যে তাঁর নির্দেশে তিনি যা চান সেই ওহীর বার্তা পৌঁছে দেবে। নিশ্চয়ই তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হেকমতেরও মালিক।'[১৭]

পবিত্র কুরআনে ওহীর যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো এই আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় পদ্ধতি বা ফেরেশতা প্রেরণ- এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। কারণ, ঘণ্টাধ্বনি বা ফেরেশতার মানুষরূপে আসা- উভয় প্রকারের ওহী-ই ফেরেশতার মাধ্যমে হতো।[১৮]

---

[১৫] সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৪০০।

[১৬] তালাক্কিন্নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলফাযাল কুরআনিল কারিম, আব্দুস সালাম মাজিদী, পৃষ্ঠা: ১০৬।

[১৭] সুরা শূরা ৫১ (অনুবাদ: মাওলানা আবুল বাশার সাইফুল ইসলাম)।

[১৮] মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন, মান্না আল কাত্তান, পৃষ্ঠা: ৩৭।

ওহীর ভাষা

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (سورة إبراهيم)

'আমি যখনই কোনো রাসুল পাঠিয়েছি, তাকে তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের সামনে সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে।' (সুরা ইবরাহীম: ৪)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (سورة طه)

'এভাবেই আমি এ ওহীকে এক আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি।' (সুরা তোয়াহা: ১১৩)

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (سورة مريم)

'সুতরাং (হে নবী!) আমি এ কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি এর মাধ্যমে মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দাও এবং এর মাধ্যমেই সেইসব লোককে সতর্ক কর, যারা জেদের বশবর্তীতে বিতণ্ডায় লেগে থাকে।' (সুরা মারইয়াম: ৯৭)

কুরআন কি আসলেই 'কুরআন'?

'Knowledge Quiz Of Islam' এর তথ্যমতে দুনিয়াজুড়ে প্রতিদিন চারশত কোটিরও বেশি বার পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা হয়। পুরো চব্বিশ ঘণ্টায় এমন কোনো মুহূর্ত পার হয় না যখন কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করা হয় না। কুরআনের নাম 'কুরআন' রাখার যৌক্তিকতা এখানেই বুঝে আসে।[১৯]

এক নজরে কুরআনে কারীম

সংক্ষেপে বলতে গেলে, কুরআনে কারীম আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ বাণী, যা শেষ নবীর উপর ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ তেইশ বছরকাল সময় নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এই কিতাব হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজের হাতে রেখেছেন। কুরআনের প্রতিটি কথা অকাট্য সত্য, অত্যন্ত মূল্যবান তার প্রতিটি শিক্ষা। এই কিতাব সম্পূর্ণরূপে বাতিলের প্রভাবমুক্ত, যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় হতে পবিত্র।

---

[১৯] কুরআনী মালুমাত, আব্দুল মাবুদ কাসেমী, পৃষ্ঠা: ১৬।

পবিত্র কুরআনকে তারতীলের সাথে তেলাওয়াত করলে জগতের সকল সুর-ছন্দ লজ্জায় মুখ লুকোয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস এই কুরআনেরই ভাষ্যকার। কুরআন এবং হাদিস দুটোই সাহাবায়ে কেরামের মতো পূণ্যাত্মা ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। মানবজাতির যাবতীয় কল্যাণ, সফলতা ও সৌভাগ্য হেদায়েতের এই দুই ঝরনাধারার উপরই নির্ভরশীল।

আরবি বর্ণমালা ও সেগুলোর মান

ذ	د	خ	ح	ج	ث	ت	ب	ا
৭	০৪	৬	০৮	০৩	৫	৪	০২	০১
ع	ظ	ط	ض	ص	ش	س	ز	ر
৭০	৯	০৯	৮	৯০	৩	৬০	০৭	২
ه	و	ن	م	ل	ك	ق	ف	غ
০৫	০৬	৫০	৪০	৩০	২০	১	৮০	১০
				ي				
				১০				

কুরআনে কারীমের বিভিন্ন নাম

১	القرآن الكريم	৪	الذكر	৬	المبين	৯	البُشرَى
২	الفرقان	৫	النور	৭	المصدّق	১০	الميزان
৩	الكتاب	৬	الهُدى	৮	البرهان	১২	الإمام
		১৩	أم الكتاب				

পবিত্র কুরআনের কয়েকটি গুণবাচক নাম

١	كتاب مفصل	١٦	هُدًى	٣١	بشير	٤٦	نذير

٢	كتاب مبين	١٧	مبارك	٣٢	أمر الله	٤٧	عزيز
٣	كتاب حكيم	١٨	حكمة بالغة	٣٣	هادي	٤٨	مجيد
٤	ذكر الرحمن	١٩	حبل الله	٣٤	عجبا	٤٩	شفاء
٥	ذكر مبارك	٢٠	الصراط المستقيم	٣٥	تذكرة	٥٠	مصدق
٦	ذي الذكر	٢١	قيم	٣٦	العروة الوثقى	٥١	رحمة
٧	الذكر الحكيم	٢٢	نبأ عظيم	٣٧	كلام الله	٥٢	صِدْق
٨	القصص الحق	٢٣	متشابه	٣٨	موعظة	٥٣	عدل
٩	أحسن القصص	٢٤	تنزيل	٣٩	نعمة الله	٥٤	أمْر
١٠	القول الثابت	٢٥	روح	٤٠	تنزيل	٥٥	منادي
١١	قول فصل	٢٦	بيان	٤١	أحسن تفسيرًا	٥٦	آيات بينات
١٢	قول ثقيل	٢٧	تبيان	٤٢	إمام مبين		
١٣	رسالة	٢٨	بلاغ	٤٣	غير ذي عوج		
١٤	بصائر	٢٩	حكم عربي	٤٤	داعي الله		
١٥	كلمة الله	٣٠	ذكرى	٤٥	العظيم		

সূত্র: মালূমাতুল কুরআন, সাওয়াতেউল কুরআন পৃ: ৩৩ (কুরআনী মালুমাত) ও আল-ইতক্বান, পৃ: ৫৮।

সুরা ফাতেহার বিভিন্ন নাম[২০]

١	سورة الفاتحة	٩	أم الكتاب	١٧	الكافية
٢	فاتحة الكتاب	١٠	أم القرآن	١٨	سورة الدعاء
٣	فاتحة القرآن	١١	سورة الكنز	١٩	سورة السؤال

[২০] আল-ইতক্বান, পৃ: ৬২।

٤	سورة المناجاة	١٢	سورة النور	٢٠	الأساس
٥	سورة الحمد	١٣	الراقية	٢١	سورة الصلاة
٦	سورة الشكر	١٤	سورة الشفاء	٢٢	سورة التفويض
٧	سورة الثناء	١٥	الشافية	٢٣	السبع المثاني
٨	سورة تعليم المسألة	١٦	الوافية		

সুরা তাওবার বিভিন্ন নাম[২১]

١	سورة التوبة	٧	المثيرة	١٣	المتكلة
٢	الفاضحة	٨	المدمدمة	١٤	المشردة
٣	سورة العذاب	٩	سورة الحشر	١٥	سورة القشقشة
٤	سورة البراءة	١٠	سورة النضير	١٦	سورة البَحوث
٥	المقشقشة	١١	الحافرة	١٧	المنقرة
٦	المبعثرة	١٢	المخزية		

আরও কিছু সুরার একাধিক নাম[২২]

প্রসিদ্ধ নাম	ভিন্ন নাম	প্রসিদ্ধ নাম	ভিন্ন নাম
سورة البقرة	الزهراء/الطيبة	سورة المجادلة	سورة الظهار
سورة النحل	سورة النِّعم	سورة الحشر	سورة بني النضير
سورة الإسراء	سورة بني إسرائيل/سبحان	سورة الممتحنة	سورة المودة
سورة طه	سورة الكليم	سورة الصف	سورة الحواريين
سورة الشعراء	الجامعة	سورة الملك	المانعة/المنجية

---

[২১] প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩।

[২২] প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩-৬৪।

প্রসিদ্ধ নাম	ভিন্ন নাম	প্রসিদ্ধ নাম	ভিন্ন নাম
سورة النمل	سورة سليمان	سورة المعارج	سورة الواقع
سورة السجدة	سورة المضاجع	سورة الدهر	سورة الإنسان
سورة فاطر	سورة الملائكة	سورة النبأ	سورة المعصرات
يس	قلب القرآن	سورة لم يكن	سورة البينة/القيامة
سورة الزمر	سورة الغُرَف	سورة ماعون	سورة الدين
سورة المؤمن	سورة غافر	الكافرون	سورة الدين
حم سجده	فصلت/المصابيح	سورة النصر	سورة التوديع
سورة الجاثية	سورة الشريعة/الدهر	سورة تبت	سورة المسد
سورة محمد	سورة القتال	سورة الإخلاص	سورة الصمد/الأساس
سورة ق	سورة الباسقات	سورة الفلق والناس	المعوذتان
سورة الرحمن	عروس القرآن		

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামসমূহ

ক্র:		অর্থ[২৩]
১		আল্লাহ
২		অত্যন্ত দয়াময়
৩		পরম দয়ালু
৪		অধিপতি
৫		পবিত্র
৬	السلام	শান্তিময়
৭	bvg	নিরাপত্তা বিধায়ক
৮	الله[٢٤]	রক্ষক

[২৩] অর্থগুলো মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন প্রণীত আহকামে যিন্দেগী অনুসরণে লিখিত।

ক্র:		অর্থ[২৩]
৯	الرحمن	পরাক্রমশালী
১০	الرحيم	প্রবল
১১	الملك	মহিমান্বিত
১২	القدوس	স্রষ্টা
১৩	البارئ	উদ্ভাবনকর্তা
১৪	المصور	আকৃতিদাতা
১৫	الغفار	পরম ক্ষমাশীল
১৬	القهار	মহাপরাক্রান্ত
১৭	الوهاب	মহাদাতা
১৮	الرزاق	রিযকদাতা
১৯	الفتاح	মহাবিজয়ী
২০	العليم	মহাজ্ঞানী
২১	القابض	সংকোচনকারী
২২	الباسط	সম্প্রসারণকারী
২৩	الخافض	অবনমনকারী
২৪	الرافع	উন্নয়নকারী
২৫	المعز	সম্মানদাতা
২৬	المذل	অপমানকারী
২৭	السميع	সর্বশ্রোতা
২৮	البصير	সম্যক দ্রষ্টা
২৯	الحكم	মীমাংসাকারী
৩০	العدل	ন্যায়নিষ্ঠ
৩১	اللطيف	সূক্ষ্ম

[২৪] এটি সত্তাগত নাম। অবশিষ্ট ৯৯ টি গুণবাচক নাম।

ক্র:		অর্থ[২৩]
৩২	الخبير	সর্বজ্ঞ
৩৩	الحليم	সহিষ্ণু
৩৪	العظيم	মহিমাময়
৩৫	الغفور	পরম ক্ষমাকারী
৩৬	الشكور	গুণগ্রাহী
৩৭	العلي	অত্যুচ্চ
৩৮	الكبير	সুমহান
৩৯	الحفيظ	মহারক্ষক
৪০	المقيت	আহার্যদাতা
৪১	الحسيب	হিসাব গ্রহণকারী
৪২	الجليل	মহিমান্বিত
৪৩	الكريم	অনুগ্রহকারী
৪৪	الرقيب	পর্যবেক্ষণকারী
৪৫	المجيب	কবুলকারী
৪৬	الواسع	সর্বব্যাপী
৪৭	الحكيم	প্রজ্ঞাময়
৪৮	الودود	প্রেমময়
৪৯	المجيد	গৌরবময়
৫০	الباعث	পুনরুত্থানকারী
৫১	الشهيد	প্রত্যক্ষকারী
৫২	الحق	সত্য
৫৩	الوكيل	কর্মবিধায়ক
৫৪	القوي	শক্তিশালী
৫৫	المتين	দৃঢ়তাসম্পন্ন

ক্র:		অর্থ[২৩]
৫৬	الولي	অভিভাবক
৫৭	الحميد	প্রশংসিত
৫৮	المحصي	হিসাবগ্রহণকারী
৫৯	المبدئ	আদি স্রষ্টা
৬০	المعيد	পুনঃসৃষ্টিকারী
৬১	المحيي	জীবনদাতা
৬২	المميت	মৃত্যুদাতা
৬৩	الحي	চিরঞ্জীব
৬৪	القيوم	স্বপ্রতিষ্ঠিত সংরক্ষণকারী
৬৫	الواجد	প্রাপক
৬৬	الماجد	মহান
৬৭	الواحد	একক
৬৮	الأحد	এক, অদ্বিতীয়
৬৯	الصمد	অনপেক্ষ
৭০	القادر	শক্তিশালী
৭১	المقتدر	ক্ষমতাশালী
৭২	المقدم	অগ্রবর্তীকারী
৭৩	المؤخر	প্রশ্চাদবর্তীকারী
৭৪	الأول	প্রথম অর্থাৎ অনাদি
৭৫	الأخر	শেষ অর্থাৎ অনন্ত
৭৬	الظاهر	প্রকাশ্য
৭৭	الباطن	গুপ্ত
৭৮	الوالي	অধিপতি
৭৯	المتعالي	সর্বোচ্চ মর্যাদাবান

ক্র:		অর্থ[২৩]
৮০	البر	কৃপাময়
৮১	التواب	তওবা কবুলকারী
৮২	المنتقم	শাস্তিদাতা
৮৩	العفو	ক্ষমাকারী
৮৪	الرؤوف	দয়ার্দ্র
৮৫	مالك الملك	সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক
৮৬	ذو الجلال والإكرام	মহিমাময় মহানুভব
৮৭	المقسط	ন্যায়পরায়ণ
৮৮	الجامع	একত্রকরণকারী
৮৯	الغني	অভাবমুক্ত
৯০	المغني	অভাব মোচনকারী
৯১	المانع	প্রতিরোধকারী
৯২	الضار	অকল্যাণের মালিক
৯৩	النافع	কল্যাণকারী
৯৪	النور	জ্যোতির্ময়
৯৫	الهادي	পথ প্রদর্শক
৯৬	البديع	নমুনা বিহীন সৃষ্টিকারী
৯৭	الباقي	চিরস্থায়ী
৯৮	الوارث	স্বত্বাধিকারী
৯৯	الرشيد	সত্যদর্শী
১	الصبور	ধৈর্যশীল

আল্লাহ তায়ালার জামালী (দয়াজ্ঞাপক) নামসমূহ

المهيمن	المؤمن	السلام	الرحيم	الرحمن

الفتاح	الوهاب	الرزاق	البارئ	الغفار
الباسط	المعز	اللطيف	الغفور	الشكور
الودود	الكفيل	الربّ	المغني	المعطي
النافع	الرشيد	المحيي	الحي	القيوم
الماجد	الصمد	البر	التواب	العفو
الرؤوف	النور	الهادي	الباقي	الصبور
الواجد	الوكيل	الأحد	الضار	

আল্লাহ তায়ালার জালালী (ক্রোধজ্ঞাপক) নামসমূহ

العزيز	الجبار	المتكبر	القهار	القابض
العلي	الجليل	القوي	المتين	المبدئ
المعيد	القادر	المقتدر	المنتقم	ذو الجلال
المقسط	المانع	الوارث	مالك الملك	المميت

দ্ব্যর্থবোধক (দয়া ও ক্রোধ উভয় অর্থজ্ঞাপক) নামসমূহ

المالك	الواحد	الخالق	القدوس	المصور
العليم	السميع	البصير	الحليم	العدل
الخبير	العظيم	المقيت	الحسيب	المنعم
المجيب	الباعث	الشهيد	الحق	المقدم
المؤخر	الأول	الآخر	الظاهر	الباطن
المتعالي	ذو الإكرام	الجامع	الغني	البديع
الرشيد	الوالي			

সূত্র: কানযুল হুসাইন, মাকতাবা আরাবিয়া, পৃ: ২৩ (ঈষৎ সংশোধিত)।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামসমূহ

ক্র:	নাম	অর্থ	ক্র:	নাম	অর্থ
১	محمد	প্রশংসিত	৫১	حافظ	রক্ষক
২	أحمد	সর্বাধিক প্রশংসাকারী	৫২	أولى	উত্তম
৩	حامد	প্রশংসাকারী	৫৩	مزمل	বস্ত্রাবৃত
৪	محمود	প্রশংসিত	৫৪	كامل	পরিপূর্ণ
৫	قاسم	বণ্টনকারী	৫৫	صادق	সত্যবাদী
৬	عاقب	অন্যের পরে আগমনকারী	৫৬	أمين	আমানতদার
৭	فاتح	উন্মোচনকারী	৫৭	عبد الله	আল্লাহর বান্দা
৮	شاهد	সাক্ষ্যদাতা	৫৮	كليم الله	আল্লাহর বাকসঙ্গী
৯	حاشر	একত্রিতকারী	৫৯	حبيب الله	আল্লাহর বন্ধু
১০	رشيد	পথপ্রাপ্ত	৬০	نجي الله	আল্লাহর একান্ত বাকসঙ্গী
১১	مشهود	সাক্ষ্যপ্রাপ্ত	৬১	صفي الله	আল্লাহর একান্ত বন্ধু
১২	بشير	সুসংবাদদাতা	৬২	خاتم النبيين	সর্বশেষ নবী
১৩	نذير	ভীতিপ্রদর্শনকারী	৬৩	حسيب	অভিজাত
১৪	داع	আহবানকারী	৬৪	مجيب	গ্রহণকারী
১৫	شافٍ	আরোগ্যদাতা	৬৫	شكور	কৃতজ্ঞ
১৬	هادٍ	পথপ্রদর্শক	৬৬	مقتصد	মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী
১৭	مهدي	হেদায়েতপ্রাপ্ত	৬৭	رسول الرحمة	দয়ার রাসূল
১৮	ماح	নিশ্চিহ্নকারী	৬৮	قوي	শক্তিশালী
১৯	منج	মুক্তিদাতা	৬৯	حفيّ	যত্নবান
২০	ناهٍ	বারণকারী	৭০	مامون	নিরাপদ
২১	رسول	রাসূল	৭১	معلوم	জ্ঞাত
২২	نبي	নবী	৭২	حق	সত্য
২৩	أمي	অশিক্ষিত	৭৩	مبين	প্রকাশ্য
২৪	تهامي	তিহামাগোত্রীয়	৭৪	مطيع	অনুগত
২৫	هاشمي	হাশিমী	৭৫	رسول الراحة	শান্তির রাসূল

ক্র:	নাম	অর্থ	ক্র:	নাম	অর্থ
২৬	أبطحي	আবতাহ-বাসী	৭৬	أول	প্রথম
২৭	عزيز	প্রবল	৭৭	آخر	শেষ
২৮	حريص عليكم	মানুষের ঈমানের প্রতি আগ্রহী	৭৮	ظاهر	প্রকাশ্য
২৯	رؤوف	স্নেহশীল	৭৯	باطن	গুপ্ত
৩০	رحيم	দয়ালু	৮০	يتيم	এতিম
৩১	طه	ত্বা-হা	৮১	كريم	উদার
৩২	مجتبَى	মনোনীত	৮২	حكيم	প্রজ্ঞাবান
৩৩	طس	ত্বা-সীন	৮৩	خاتم الرسل	শেষ রাসূল
৩৪	مرتضَى	সন্তোষভাজন	৮৪	سيد	সর্দার
৩৫	حم	হা-মীম	৮৫	سراج	উজ্জ্বল প্রদীপ
৩৬	مصطفى	মনোনীত	৮৬	منير	আলোকময়
৩৭	يس	ইয়া-সীন	৮৭	محرَّم	সম্মানী
৩৮	وليّ	বন্ধু	৮৮	مكرَّم	মর্যাদাবান
৩৯	مدثر	চাদরপরিহিত	৮৯	مبشّر	সুসংবাদদাতা
৪০	متين	দৃঢ়	৯০	مطهَّر	পবিত্র
৪১	مصدّق	সত্যায়নকারী	৯১	قريب	নিকটবর্তী
৪২	طيب	পবিত্র	৯২	خليل	একান্ত বন্ধু
৪৩	ناصر	সাহায্যকারী	৯৩	مدعوّ	আহূত
৪৪	منصور	সাহায্যপ্রাপ্ত	৯৪	جواد	দানশীল
৪৫	مصباح	প্রদীপ	৯৫	خاتِم	সমাপ্তকারী
৪৬	آمر	হুকুমদাতা	৯৬	عادل	ন্যায়পরায়ণ
৪৭	حجازيّ	হিজাযী	৯৭	شهير	প্রসিদ্ধ
৪৮	قرشيّ	কুরায়শী	৯৮	رسول الملاحم	যুদ্ধসমূহের রাসূল
৪৯	مضريّ	মুজারগোত্রীয়	৯৯	نزَاري	নিযারগোত্রীয়
৫০	نبي التوبة	আল্লাহভিমুখী নবী	১	مذكر	উপদেশদাতা

(দেখুন: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ পৃ: ৪ ও অন্যান্য বৃহৎ সীরাত-গ্রন্থ)

কুরআনে বর্ণিত নানা জিনিস

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে নামগুলো কুরআন শরিফে উল্লেখ আছে

بشير	شاهد	عبد الله	أحمد	محمد
رؤوف	عزيز	مذكِّر	مبشِّر	نذير
منذر	مدثّر	مزمّل	أمين	رحيم
طه	نعمة	رحمة	يس	هادٍ
داعي الله	شهيد	سراج منير	حق	نور
	عبده	رسول	نبي	خاتم النبيين

কুরআনে উল্লিখিত নবীগণ

ক্রমিক	নাম	আগমনের ক্রম	আনুমানিক বয়স	আগমনের সময়কাল (প্রায়)	যতবার উল্লেখ হয়েছে
১	হযরত আদম আ.	১	১০	--	২৫
২	হযরত ইদরীস আ.	২	৩৬৫	--	২
৩	হযরত নূহ আ.	৩	১০	৩৯ -২৯ খ্রি.পূ.	৪৩
৪	হযরত হুদ আ.	৪	৪৬৫	২৫ -২২ খ্রি.পূ.	৭
৫	হযরত সালেহ আ.	৫	২৮০	২০-১৮ খ্রি.পূ.	৮
৬	হযরত ইবরাহীম আ.	৬	১২০	১৮৬১-১৬৮৬ খ্রি.পূ.	৬৭
৭	হযরত ইসহাক আ.	৯	১৮০	১৭৬১-১৫৮১ খ্রি.পূ.	১৭
৮	হযরত ইসমাঈল আ.	৮	১৩০	১৭১৮-১৬৩৮ খ্রি.পূ.	১৯
৯	হযরত লূত আ.	৭	১২৫	১৮৬১-১৬৮৬ খ্রি.পূ.	২৭
১০	হযরত ইয়াকুব আ.	১০	১৬০	১৮ -১৬৫৩ খ্রি.পূ.	১৬

ক্রমিক	নাম	আগমনের ক্রম	আনুমানিক বয়স	আগমনের সময়কাল (প্রায়)	যতবার উল্লেখ হয়েছে
১১	হযরত ইউসুফ আ.	১১	১১০	১৬১০-১৫ খ্রি.পূ.	৩৪
১২	হযরত শোয়াইব আ.	১২	২২৫	১৬-১৫ শতক খ্রি.পূ.	১১
১৩	হযরত আইয়ুব আ.	১৩	৮৮	১৬-১৫ শতক খ্রি.পূ.	৪
১৪	হযরত মূসা আ.	১৫	১২০	১৪৩৬-১৩১৬ খ্রি.পূ.	১৩৫
১৫	হযরত হারূন আ.	১৬	১৩০	১৪৩৯-১৩১৭ খ্রি.পূ.	১৩৫
১৬	হযরত যুল কিফল আ.[২৫]	১৪	৭৫	১৬-১৫ শতক খ্রি.পূ.	৪
১৭	হযরত দাউদ আ.	১৭	১	১০৪৩-৯৬৩ খ্রি.পূ.	১৬
১৮	হযরত সুলায়মান আ.	১৮	৫২	৯৮৫-৯২৩ খ্রি.পূ.	১৭
১৯	হযরত ইলয়াস আ.	১৯	--	৯ শতক খ্রি.পূ.	৬
২০	হযরত আল-ইয়াসা আ.	২০	--	৯ শতক খ্রি.পূ.	২
২১	হযরত ইউনুস আ.	২১	--	৮ শতক খ্রি.পূ.	৪
২২	হযরত যাকারিয়া আ.	২২	২০৭	১ -২০ খ্রি.পূ.	৭
২৩	হযরত ইয়াহইয়া আ.	২৩	১৯৫	৩০-১ খ্রি.পূ.	৫
২৪	হযরত ঈসা আ.	২৪	৩০	৩০ খ্রি.	৩৩
২৫	হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	২৫	৬৩	৫৭০ খ্রি.	৪১

এছাড়াও কুরআনে কারীমে হযরত উযাইর আ. এর কথা উল্লেখ রয়েছে (এরশাদ হয়েছে, 'ইহুদিরা বলে, 'উযাইর আল্লাহর পুত্র'।-সুরা তওবা: ৩০), তবে অধিকাংশের মতে তিনি নবী ছিলেন না।[২৬]

পবিত্র কুরআনে কয়েকজন নবীর নাম সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও তাদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন, (ক) হযরত ইউশা বিন নুন আ.। এরশাদ হয়েছে,

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين (الكهف: ٦٠)

---

[২৫] হযরত যুল কিফলের নবী হওয়া নিয়ে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে তিনি শুধু একজন নেককার বান্দা ছিলেন।

[২৬] রুহুল মাআনী, সুরা তওবা-৩০।

'আর যখন মুসা তার যুবক (সঙ্গী)-কে বললেন, 'আমি বিরত হব না যতক্ষণ না দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে পৌছি।' এখানে হযরত মুসা আ. এর সঙ্গী যুবক দ্বারা হযরত ইউশা আ. কে বোঝানো হয়েছে।

(খ) হযরত শামুয়েল আ.। এরশাদ হয়েছে,

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا (آل عمران:٢٤٧)

'আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন'। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এই নবী হলেন হযরত শামুয়েল আ.।[২৭]

কুরআনে বর্ণিত ফেরেশতাগণ

১. জিবরাইল আ.: নবীদের কাছে ওহী আনা এবং কাফেরদের উপর আজাব অবতীর্ণ করা তাঁর দায়িত্বে ন্যাস্ত।

২. মিকাঈল আ.: তাঁর দায়িত্ব হলো, মাখলুকের রিযিকের ব্যবস্থা করা এবং বৃষ্টি বর্ষণ করা।

৩. মালেক আ.: তিনি জাহান্নামের দ্বাররক্ষী।

৪. হারূত ও মারূত আ.: তাঁরা দু'জন মানুষের রূপ ধরে দুনিয়ায় আসতেন। মানুষের ঈমান-আমল পরিক্ষা করার জন্য তাদেরকে যাদুটোনা ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন।

৫. রা'দ (رعد) আ.: এক মত অনুযায়ী তিনি মেঘমালা সঞ্চালনের কাজে নিয়োজিত ফেরেশতা।

৬. সিজিল (سجل) আ.: এক মত অনুযায়ী তিনি আমলনামা ও বিভিন্ন সহীফার দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা।

৭. ক্বাঈদ (قعيد) আ.: মানুষের মন্দকাজ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত।

[২৭]প্রাগুক্ত, সুরা বাকারা-২৪৬।

কুরআনে উল্লিখিত দুই সাহাবী

কুরআনে কারীমে শুধু দুইজন সাহাবীর নাম উল্লেখ আছে। ১. হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাযি. ও ২. হযরত সিজিল রাযি. (এক কওল অনুযায়ী এটি একজন সাহাবীর নাম)[২৮]

কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী উম্মতের মুমিনগণ

১. হযরত ইমরান (সুরা আলা ইমরান)

২. হযরত তুব্বা (সুরা দুখান ও ক্বাফ)

৩. হযরত লোক্বমান (সুরা লোক্বমান)

৪. হযরত তক্বী (এক কওল অনুযায়ী সুরা মারইয়ামের আয়াতঃ

إِنِّي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا

এখানে 'তক্বী' একজন মানুষের নাম।

৫. হযরত মারইয়াম আ. (সুরা মারইয়াম ও অন্যান্য)

কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ব্যক্তির উপাধি

১. **ইসরাঈলঃ** হযরত ইয়াকুব আ. এর উপাধি।

২. **মাসীহঃ** হযরত ঈসা আ. এর উপাধি।

৩. **ইলয়াসঃ** এক মত অনুযায়ী হযরত ইদরীস আ. এর উপাধি।

৪. **যুল কিফলঃ** এক মত অনুযায়ী হযরত ইয়াসা বা ইউশা আ. এর উপাধি।

৫. **যুল কারনাইনঃ** বাদশাহ সেকান্দারের উপাধি।

৬. **ফেরাউনঃ** ওয়ালিদ বিন মুসআবের উপাধি।

৭. **তুব্বাঃ** আবু কার্‌ব আসআদের উপাধি।

কুরআনে উল্লিখিত উপনাম

কুরআনে কারীমে শুধু এক ব্যক্তির উপনাম (কুনিয়ত) উল্লেখ করা হয়েছে। সে

[২৮] আল-ইতক্বান ১/৪৮৭

হলো, আবু লাহাব। আবু লাহাবের প্রকৃত নাম ছিলো আব্দুল উজ্জা। তার এই কুফরি নাম উল্লেখ না করে কুরআন শরিফে তার উপনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

কুরআনে উল্লিখিত গ্রহ-নক্ষত্র

১. শামস অর্থাৎ সূর্য; ২. কামার অর্থাৎ চাঁদ; ৩. তারেক (طارق) অর্থাৎ প্রভাতের নক্ষত্র ও ৪. শি'রা (الشعرى) অর্থাৎ গ্রীষ্মকালের নক্ষত্র।

কুরআনে বর্ণিত মূর্তি-প্রতিমা

১. ওয়াদ্দ (ودّ); ২. সুওয়া' (سواع); ৩. ইয়াগুস (يغوث); ৪. ইয়াউক্ব (يعوق); ৫. নাসর (نسر); এগুলো নূহ আ. এর কওমের মূর্তি ছিলো। ৬. লাত; ৭. উজ্জা; ৮. মানাত; ৯. রুজ্য (رجز); এগুলো আরবের মুশরিকদের মূর্তি ছিলো। ১০. জিবত (جبت); ১১. তাগুত; এগুলোও বিভিন্ন মূর্তির নাম। ১২. রাশাদ (رشاد); কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে এটি ফেরাউনের মূর্তির নাম। ১৩. বা'ল (بعل); এটা ছিলো ইলয়াস আ. এর কওমের মূর্তি। ১৪. আযর (آزر); এক মত অনুযায়ী এটা একটি মূর্তির নাম।

কুরআনে বর্ণিত জাতি-গোষ্ঠী[২৯]

১	عاد (আদ)	১২	الصابئون (সাবি'; নক্ষত্রের পূজারী, তারা যাবুর পড়তো)	২৩	أصحاب الفيل
২	ثمود (সামূদ)	১৩	أهل الكتاب (আহলে কিতাব)	২৪	أصحاب القبور
৩	إرم (ইরাম)[৩০]	১৪	قوم سبأ (সাবার অধিবাসী; রাণী বিলকিসের জাতি)	২৫	أصحاب القرية (আহলুল কারইয়া; আন্তাকিয়াবাসী)

[২৯] জাতি বলতে এখানে দুনিয়াবি জাতির পাশাপাশি পরকালীন বিভিন্ন জাতিও বোঝানো হয়েছে।

[৩০] ইয়ামানের একটি জাতি

৪	آل فرعون	১৫	أصحاب الأخدود[৩১]	২৬	أصحاب الكهف (আসহাবে কাহ্ফ)
৫	بنو إسرائيل	১৬	الأعراب (বেদুইন)	২৭	أصحاب مدين
৬	قوم تبع	১৭	أصحاب الأيكة (শোয়াইব আ. এর জাতি)	২৮	الملأ الأعلى
৭	ياجوج وماجوج (ইয়াজুজ-মাজুজ)	১৮	أصحاب الجحيم	২৯	أصحاب الجنة
৮	قريش (কুরাইশ)	১৯	أصحاب الرس	৩০	أصحاب اليمين
৯	اليهود (ইয়াহুদী)	২০	أصحاب السبت	৩১	أصحاب الشمال
১০	النصارى (খ্রিস্টান)	২১	أصحاب السعير	৩২	أصحاب الميمنة
১১	المجوس (মজুস; অগ্নিপূজারী)	২২	أصحاب السفينة (নূহ আ. এর মুমিন উম্মত)	৩৩	أصحاب المشئمة

কুরআনে বর্ণিত পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন দল

ولي الله <> ولي الشيطان	আল্লাহর বন্ধু বনাম শয়তানের বন্ধু
حزب الله <> حزب الشيطان	আল্লাহর দল বনাম শয়তানের দল
أصحاب الجنة <> أصحاب النار	জান্নাতী বনাম জাহান্নামী
أصحاب اليمين <> أصحاب الشمال	ডানহাত বিশিষ্ট বনাম বামহাত বিশিষ্ট[৩২]
أصحاب الميمنة <> أصحاب المشئمة	ঐ
المؤمن <> الكافر والمنافق	মুমিন বনাম কাফের ও মুনাফিক

[৩১] সুরা বুরূজে বর্ণিত ঘটনার সংশ্লিষ্ট জাতি।

[৩২] অর্থাৎ যারা আমলনামা ডানহাতে লাভ করবে আর যারা বামহাতে লাভ করবে -তাওযীহুল কুরআন: সুরা ওয়াক্বেয়া, ৮-৯।

কুরআনে উল্লিখিত কাফেরদের নাম

১. কারূন বিন ইয়াসহুরঃ মূসা আ. চাচাতো এর ভাই।

২. জালুতঃ আমালিকাদের বাদশা; দাউদ আ. তাকে হত্যা করেছিলেন।

৩. ফেরাউনঃ মূসা আ. এর সময়কার মিসরের বাদশাহ।

৪. হামানঃ ফেরাউনের মন্ত্রী।

৫. আযরঃ ইবরাহীম আ. এর পিতা।[৩৩]

৬. আবু লাহাবঃ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা; প্রকৃত নাম আব্দুল উজ্জা।

৭. ইনসী (إنسي): কারো কারো মতে কেনানা ও আওসের সর্দারের নাম।

৮. বুশরা[৩৪] (بشرى): কারো কারো মতে এটি একজন কাফেরের নাম।

৯. শয়তানঃ তার মূল নাম আজাজীল (عزازيل)।

কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ ও ফলমূল

ক্রঃ	নাম	অর্থ	ক্রঃ	নাম	অর্থ
১	التين	ডুমুর	৬	عنب	আঙ্গুর
২	الزيتون	জলপাই	৭	يقطين	কদু, লাউ
৩	عدس	মশুরের ডাল	৮	بقل	সবজি
৪	زقوم	এক প্রকার কাঁটাদার উদ্ভিদ	৯	قثاء	কাকড়ি (শসা জাতীয়)
৫	بصل	পেঁয়াজ	১০	فوم	রসূন/গম

[৩৩] আযর কে ছিলেন- তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। বাহ্যত পবিত্র কুরআনের দাবি হল, তিনি ইবরাহিম আ. এর পিতা। কিন্তু তৎকালীন বংশ-বিশারদরা ইবরাহিম আ. এর পিতার নাম 'তারাহ' দাবি করতেন। এই প্রেক্ষাপটে মুফাসিরীনে কেরাম বলেছেন, 'হয়তো ওইসব বংশ-বিশারদের কথা ভুল অথবা ইবরাহিম আ. এর পিতার একটি মূলনাম আর অপরটি উপাধি। আরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। (দেখুন- রুহুল মাআনী, সুরা আনআম-৭৪)

[৩৪] সুরা ইউসুফের আয়াত: قال يبشرى هذا غلام এ উল্লেখিত 'বুশরা'।

কুরআনে বর্ণিত পশুপাখি

ক্র:	নাম	অর্থ	ক্র:	নাম	অর্থ
১	البقر	গাভী	৮	الحمار	গাধা
২	الفيل	হাতি	৯	البغل	খচ্চর
৩	الناقة	উষ্ট্রী	১০	العجل	বাছুর
৪	الكلب	কুকুর	১১	الغراب	কাক
৫	النعجة	ভেড়ী	১২	سلوى	তিতিরজাতীয় পাখি
৬	الخنزير	শূকর	১৩	هدهد	হুদহুদ
৭	الخيل	ঘোড়া	১৪	الحوت	মাছ

কুরআনে বর্ণিত কীটপতঙ্গ

ক্র:	নাম	অর্থ	ক্র:	নাম	অর্থ
১	بعوضة	মশা	৪	عنكبوت	মাকড়শা
২	ذباب	মাছি	৫	جراد	পঙ্গপাল, ফড়িং
৩	نحل	মৌমাছি	৬	نمل	পিঁপড়া

কুরআনে বর্ণিত দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান

১. বাক্কা (بكة): মক্কা মুকাররামার অপর নাম।

২. ইয়াসরিব (يثرب): মদিনা মুনাওয়ারার প্রাচীন নাম।

৩. বদর (بدر): মদিনার নিকটবর্তী একটি এলাকা।

৪. উহুদ (أحُد): মদিনার উত্তরদিকে একটি জায়গা।

৫. হুনাইন (حنين): তায়েফের নিকটবর্তী একটি স্থান।

৬. জাম' (جمع): মুযদালিফার অপর নাম।

৭. মাশআরুল হারাম (المشعر الحرام): মুযদালিফার এক পাহাড়ের নাম।

৮. আইকা (أَيكة): শোয়াইব আ. এর কওমের এলাকার পার্শ্ববর্তী বনভূমি।

৯. হিজর (حِجر): সামূদ গোত্রের এলাকা; সৌদি আরবে অবস্থিত।

১০. আহক্বাফ (أحقاف): ওমান ও হাজারামাওতের মধ্যবর্তী একটি বালুময় অঞ্চল; সৌদি আরবের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত।

১১. তুর-সিনাই (طور سيناء): যেখানে মূসা আ. এর আল্লাহর সাথে কথা হয়েছে।

১২. জুদী (جودي): যে পাহাড়ে নূহ আ. এর কিশতি স্থির হয়েছিলো।

১৩. তুওয়া (طوى): ফিলিস্তিনের একটি প্রান্তর।

১৪. কাহ্ফ (كهف): একটি গুহা; আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী জর্ডানের পেট্রায় অবস্থিত।

১৫. রাক্বীম (رقيم): আসহাবে কাহ্ফের গুহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।

১৬. আরিম (عرِم): ইয়ামানের একটি উপত্যকা।

১৭. হার্দ (حرد): এক মতে একটি স্থানের নাম। সুরা ক্বলমে বর্ণিত ঘটনায় এর উল্লেখ আছে।

১৮. তাগিয়া (طاغية): কারো কারো মতে এটি সামূদ গোত্রের উপর আযাব আসার স্থানের নাম।

১৯. মিসর (مصر): নীলনদের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্তজুড়ে অবস্থিত দেশ।

২০. নাক্ব’ (نقع): কেউ কেউ বলেন, এটি আরাফাত ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী একটি জায়গা।

২১. ক্বাফ (ق): কারো কারো মতে এটি ভূপৃষ্ঠকে ঘিরে থাকা এক মহাপর্বত।

২২. সাবা (سبا): রাণী বিলক্বিসের রাজ্য; ইয়ামানে অবস্থিত।

২৩. সারীম (صريم): সাঈদ বিন জুবাইরের মতে এটি ইয়ামানের একটি জায়গা।

২৪. মাদয়ান (مدين): শোয়াইব আ. এর এলাকা; ইরাকে অবস্থিত।

২৫. বাবেল (بابل): হারূত-মারূত যে শহরে এসেছিলেন; ইরাকে অবস্থিত।

২৬. সাফা-মারওয়া (الصفا والمروة): মক্কা মুকাররামার দু'টি প্রসিদ্ধ পাহাড়।

২৭. আরাফা (عرفات): মক্কার একটি ময়দান, যেখানে হজ্ব পালনকারীরা ৯ জিলহজ্ব অবস্থান করেন।

কুরআনে উল্লিখিত পরকালীন স্থানসমূহ

ক্র:	স্থান	পরিচিতি
১	فردوس (ফেরদাউস)	জান্নাতের সর্বোচ্চ মহল।
২	عليّون (ইল্লিয়্যুন)	নেককারদের রূহ যেখানে রাখা হয়। এটি সাত আসমানের উপর অবস্থিত।[৩৫]
৩	سجّين (সিজ্জীন)	যেখানে বদকারদের রূহ রাখা হয়। বলা হয়ে থাকে, এটি সাত জমিনের নীচে অবস্থিত।[৩৬]
৪	كوثر (কাউসার)	একটি নহর; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া আল্লাহ তায়ালার বিশেষ উপহার।
৫	سلسبيل (সালসাবীল)	জান্নাতের একটি ঝর্ণা।
৬	تسنيم (তাসনীম)	ঐ
৭	صَعود (সাঊদ)	জাহান্নামের একটি পাহাড়।
৮	غيّ (গাই)	জাহান্নামের একটি প্রান্তর।
৯	أثام (আসাম)	ঐ
১০	موبق (মাওবিক্ব)	ঐ

[৩৫] রুহুল মাআনী, সুরা মুতাফফিফীন-৮।
[৩৬] প্রাগুক্ত, সুরা মুতাফফিফীন-১৯।

১১	ويل (ওয়াইল)	ঐ
১২	سعير (সাঈর)	ঐ
১৩	سائل (সাইল)	এক মতে জাহান্নামের একটি প্রান্তর। সুরা মাআরিজের প্রথম আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে।
১৪	سحيق (সাহীক্ব)	জাহান্নামের একটি প্রান্তর।
১৫	فلق (ফালাক্ব)	এক মতে জাহান্নামে অবস্থিত একটি উপত্যকা অথবা বন্দীশালা।
১৬	يحموم (ইয়াহমূম)	জাহান্নামে অবস্থিত ধোঁয়াচ্ছন্ন একটি গর্ত।

কুরআনে উল্লিখিত মসজিদ

১. মসজিদে হারাম (মক্কা মুকাররামা); ২. মসজিদে আক্বসা (ফিলিস্তিন); ৩. মসজিদে কুবা অথবা মসজিদে নববী। সুরা তওবার আয়াত "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم" দ্বারা এই দুই মসজিদের যে কোনোটিই মুরাদ হতে পারে। ৪. মসজিদে জিরার (মদিনার মুনাফিকদের বানানো ভুয়া মসজিদ)।

কুরআনে উল্লিখিত জান্নাতের আট নাম

১. فردوس (ফেরদাউস) ২. عليّون (ইল্লিয়্যুন) ৩. دار القرار (দারুল ক্বারার) ৪. دار الخُلد (আল-খুলদ) ৫. المأوى (আল-মাওয়া) ৬. النعيم (আন-নাঈম) ৭. دار السلام (দারুস সালাম) ৮. جنّت عدن(জান্না-তু আদ্ন)

কুরআনে ব্যবহৃত জাহান্নামের সাত নাম

১. جهنم (জাহান্নাম) ২. لظى (লাজা) ৩. الحُطمة (আল-হুতামা) ৪. سعير (সাঈর) ৫. سَقَر (সাক্বার) ৬. الجحيم (আল-জাহীম) ৭. هاوية (হাবিয়া)

আয়াত ও সুরা বিষয়ক তথ্যাবলী

মুহকাম ও মুতাশাবিহ

সুরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

অর্থাৎ 'তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত মুহকাম, যার উপর কিতাবের মূল ভিত্তি এবং অপর কিছু আয়াত মুতাশাবিহ।...'

এ আয়াত থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পবিত্র কুরআনে দুই ধরনের আয়াত রয়েছে। এক প্রকারের নাম মুহকাম ও অপরটির নাম মুতাশাবিহ।

মুফতি তাকি উসমানী দা. বা. তাফসিরে তাওযীহুল কুরআনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'জগতে এমন বহু বিষয় আছে যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও তার একত্ব তো এমন এক সত্য, যা প্রতিটি মানুষ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু তার সত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান মানুষের সীমিত বুদ্ধি দ্বারা আহরণ করা সম্ভব নয়। কেননা তা এর বহু উর্ধ্বের বিষয়। কুরআন মাজিদ যেখানে আল্লাহ তায়ালার সে সকল গুণের উল্লেখ করেছে, সেখানে তা দ্বারা তার অপার শক্তি ও মহাপ্রজ্ঞাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোনও লোক যদি সে সকল গুণের হাকিকত ও সত্ত্বাসারের দার্শনিক অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়, তবে তার হয়রানি ও গোমরাহি ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না। কেননা সে তার সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অসীম গুণাবলীর রহস্য আয়ত্ত করতে চাচ্ছে, যা তার উপলব্ধির বহু উর্ধ্বের।

উদাহরণত, কোরআন মাজিদ কয়েক জায়গায় ইরশাদ করেছে- আল্লাহ তায়ালার একটি আরশ আছে এবং তিনি সেই আরশে 'মুসতাওয়ী' (সমাসীন) হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আরশ কেমন? আর তাতে তার সমাসীন হওয়ার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এসব এমন প্রশ্ন যার উত্তর মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরের জিনিস। তাছাড়া মানবজীবনের কোনও কর্মগত মাসআলা এর উপর নির্ভরশীলও নয়। এ জাতীয় বিষয় যেসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তাকে 'মুতাশাবিহ' আয়াত

বলে। এমনিভাবে বিভিন্ন সুরার শুরুতে যে পৃথক পৃথক হরফ নাযিল করা হয়েছে (যেমন এ সুরারই শুরুতে আছে 'আলিফ-লাম-মীম') যাকে 'আল-হুরুফুল মুকাত্তায়াত' বলা হয়, তাও 'মুতাশাবিহাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। মুতাশাবিহাত সম্পর্কে কুরআন মাজিদ এই আয়াতে নির্দেশনা দিয়েছে যে, এর তত্ত্ব-তালাশের পেছনে না পড়ে বরং মোটামুটি ভাবে এর প্রতি ঈমান আনতে হবে আর এর প্রকৃত মর্ম কী, তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে।

এর বিপরীতে কুরআন মাজিদের অন্যান্য যে আয়াতসমূহ আছে, তার মর্ম সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সে সকল আয়াতই মানুষের সামনে কর্মগত পথ-নির্দেশ করে। এ রকম আয়াতকে 'মুহকাম' আয়াত বলে।[৩৭] একজন মুমিনের কর্তব্য বিশেষভাবে এ জাতীয় আয়াতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।'[৩৮]

কয়েকটি মুতাশাবিহ এই, 'الرحمن على العرش استوى' (আল্লাহ আরশে সমাসীন হয়েছেন)[৩৯], 'يد الله فوق أيديهم' (আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর)[৪০], 'وجاء ربك' (আর আপনার রব এসেছেন)[৪১]।

মুতাশাবিহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পছন্দনীয় পদ্ধতি হল, মুতাশাবিহকে তার মতোই রেখে দেয়া, নিজ থেকে কোনো ব্যাখ্যা করতে না যাওয়া। যেমন, যেসব আয়াতে আল্লাহ তায়ালার 'য়াদ' (হাত)-এর কথা বলা হয়েছে, সেখানে আমরা বলব- আয়াতে যেহেতু তাঁর হাতের কথা আছে, আমরা তা বিশ্বাস করি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার হাত কেমন, তা আমরা জানি না। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার হাতকে মাখলুকের হাতের সাথে তুলনা করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি হাতকে আল্লাহ তায়ালার কুদরত বা শক্তির অর্থে নেয়ারও প্রয়োজন নেই।[৪২]

---

[৩৭] উল্লেখ্য, কখনও কখনও 'মুহকাম' দ্বারা মানসুখ হয়নি- এমন আয়াতকেও বোঝানো হয়।

[৩৮] তাফসিরে তাওযিহুল কুরআন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৭ (অনুবাদ: মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম)।

[৩৯] সুরা তোয়াহা, ৫।

[৪০] সুরা ফাতহ, ৬।

[৪১] সুরা ফজর, ২২।

[৪২] বিস্তারিত জানতে দেখুন: তাফসিরে বয়ানুল কুরআনে সুরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতের তাফসিরের সাথে সংযুক্ত হযরত থানভী রহ. এর রিসালা: 'রিসালাতুত তাওয়াজুহ বিমা তাআল্লাকা বিত-তাশাবুহ'।

নাসেখ-মানসুখ

'নসখ'-এর আভিধানিক অর্থ অপসারণ করা। পরিভাষায় নসখ হচ্ছে, কোনো শরয়ী হুকুমকে অপর শরয়ী হুকুম দ্বারা বিলুপ্ত করা।

অনেক সময় আল্লাহ তায়ালা এক সময়ের অবস্থা বিবেচনায় কোনো শরয়ী হুকুম দেন, পরে আরেক সময় নিজ প্রজ্ঞা অনুযায়ী ওই হুকুমটিকে রহিত করে নতুন হুকুম দেন। এই কাজটিকেই নসখ বলে। যে পুরনো হুকুমটিকে রহিত করা হয়, তাকে মানসুখ বলে আর নতুন হুকুমটিকে নাসেখ বলে।[৪৩]

মুতাকাদ্দিমীন বা প্রথমদিকের মুফাসসিরগণ নসখকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতেন। তারা কোনো ব্যাপক হুকুমকে সীমিত করা (تخصيص العام) বা উন্মুক্ত হুকুমকে শর্তযুক্ত করা (تقييد المطلق)-কেও নসখ বলতেন। নসখের অর্থের এই ব্যাপকতার কারণে তাদের মতে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু মুতাআখখিরীন বা পরবর্তী মুফাসসিরদের মতে নসখ বলা হয় কোনো হুকুমকে সম্পূর্ণরূপে রহিত করাকে। তাদের সংজ্ঞানুযায়ী মানসুখ আয়াতের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকটি।

আল্লামা সুয়ুতী রহ. আল-ইতকানে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা মাত্র উনিশটি[৪৪] গণ্য করেছেন। এরপর শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. আল-ফাওযুল কাবিরে আলোচনা করে দেখিয়েছেন, সে উনিশটির মধ্যে মাত্র পাঁচটি আয়াত ছাড়া বাকিগুলোতে নসখ ছাড়া অন্য ব্যাখ্যাও সম্ভব। অর্থাৎ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মানসুখ আয়াতের সংখ্যা মাত্র পাঁচে নামিয়ে আনলেন।

এ বিষয়ে আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য হল, দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শুরার সাবেক রোকন মাওলানা আব্দুস সামাদ রাহমানী একটি কিতাব লিখেছেন, যার নাম দিয়েছেন 'কুরআনে মুহকাম'। কিতাবটিতে তিনি দাবি করেছেন, কুরআনে কারীমের সব আয়াতই মুহকাম তথা মানসুখ নয়। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. এর স্থিরিকৃত পাঁচ আয়াতেও নসখ ছাড়া ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রয়োগ করেছেন। 'কুরআনে মুহকাম' কিতাবটি ১৯৬৬ সালে দেওবন্দের মজলিসে মাআরিফুল

---

[৪৩] উলুমমুল কুরআন, মুফতি তাকি উসমানী, পৃ: ১৫৯।

[৪৪] তবে সুয়ুতী রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর মত অনুযায়ী আরেকটি নসখের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা সহ হিসেব করলে সংখ্যা হয় বিশ।

কুরআন থেকে ছাপা হয়েছে। তার শুরুতে হযরত মাওলানা কারী তাইয়িব রহ. এর অভিমতও রয়েছে।

উল্লেখ্য, মানসুখ আয়াতের সংখ্যা কমানোর এইসব প্রচেষ্টার অর্থ এই নয় যে, নসখ কোনো দূষণীয় বিষয়। বরং এগুলো কুরআনে কারীমকে নিয়ে ওলামায়ে কেরামের অব্যাহত গবেষণার অংশ। তারা শুধু দেখাতে চেয়েছেন, মানসুখ আয়াতগুলোতে এমন ব্যাখ্যাও সম্ভব, যার ফলে নসখের প্রয়োজন পড়ে না।

কুরআনে কারীমের সুরার প্রকারভেদ

আয়াত-সংখ্যার দিক থেকে পবিত্র কুরআনের সুরাগুলো চার প্রকারে বিভক্ত:

১. আস-সাবউত তিওয়াল অর্থাৎ দীর্ঘতম সাতটি সুরা। এই সাত সুরা দৈর্ঘের দিক থেকে সবচেয়ে বড়। সুরাগুলো এই, ১। বাকারা ২। আলে ইমরান ৩। নিসা ৪। মায়েদা ৫। আনআম ৬। আরাফ ৭। আনফাল ও তওবা[৪৫]।

২. মিউন বা শতকসমূহ। এই সুরাগুলো দৈর্ঘের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তরের। এগুলোর আয়াত-সংখ্যা ১ এর বেশি বা তার কাছাকাছি।

৩. মাসানী বা অধিক পঠিত সুরাসমূহ। আয়াতসংখ্যার দিক থেকে এগুলো 'মিউন'-এর পরবর্তী স্তরে। এই সুরাগুলোর নাম মাসানী (অধিক পঠিত) হওয়ার কারণ, আস-সাবউত তিওয়াল ও মিউনের তুলনায় এগুলো বেশি পড়া হয়ে থাকে।

৪. মুফাসসাল বা অধিক বিভক্ত সুরাসমূহের অংশ। এ অংশ সুরা হুজুরাত থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত। মুফাসসালের সুরাগুলো তিন ভাগে বিভক্ত:

- তিওয়ালে মুফাসসাল বা মুফাসসালের বড় সুরাসমূহ। এই প্রকার সুরা হুজুরাত থেকে সুরা বুরুজ পর্যন্ত।
- আওসাতে মুফাসসাল বা মুফাসসালের মাঝারি সুরাসমূহ। এই প্রকার সুরা তারেক থেকে সুরা লাম ইয়াকুন পর্যন্ত।
- কিসারে মুফাসসাল বা মুফাসসালের ছোট সুরাসমূহ। এই প্রকার সুরা যিলযাল থেকে সুরা নাস পর্যন্ত।[৪৬]

---

[৪৫] আনফাল ও তওবার মাঝখানে যেহেতু বিসমিল্লাহ আনা হয়নি, তাই এই দুটি সুরাকে এক সুরাও ধরা হয়ে থাকে।

[৪৬] মুফাসসালের প্রকারগুলোর শুরু ও শেষ সীমা নিয়ে কিছু মতভেদ আছে।

এই অংশের নাম মুফাসসাল (অধিক বিভক্ত) রাখার কারণ, এই অংশ ছোট ছোট বহুসংখ্যক সুরায় বিভক্ত।[৪৭]

নবীদের নামে যে সুরাগুলোর নাম

১. سورة يونس (সুরা ইউনুস) ২. سورة هود (সুরা হুদ) ৩. سورة يوسف (সুরা ইউসুফ) ৪. سورة إبراهيم (সুরা ইবরাহীম) ৫. سورة محمد (সুরা মুহাম্মাদ) ৬. سورة نوح(সুরা নূহ)

যেসব সুরার শুরু حروف مقطعات দিয়ে

حروف مقطعات হলো, বিভিন্ন সুরার শুরুতে উল্লিখিত কিছু হরফ, যেগুলো আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণ করা হয়। মোট চৌদ্দটি হরফ حروف مقطعات হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে: أ-ح-ر-س-ص-ط-ع-ق-ك-ل-م-ن-ه-ي

মোট ২৯ টি সুরা حروف مقطعات দ্বারা শুরু হয়েছে:

ক্র:	সুরার নাম	ব্যবহৃত حروف مقطعات	পারা
১	সুরা বাকারা	الم	১
২	সুরা আলে-ইমরান	الم	৩
৩	সুরা আ'রাফ	المص	৮
৪	সুরা ইউনুস	الر	১১
৫	সুরা হুদ	الر	১১
৬	সুরা ইউসুফ	الر	১২
৭	সুরা রা'দ	المر	১৩
৮	সুরা ইবরাহীম	الر	১৩
৯	সুরা হিজ্‌র	الر	১৩

[৪৭] দেখুন: মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন, মান্না আল কাত্তান, পৃ: ১৩৮-১৩৯।

ক্র:	সুরার নাম	ব্যবহৃত حروف مقطعات	পারা
১০	সুরা মারইয়াম	كهيعص	১৬
১১	সুরা ত্বা-হা	طه	১৬
১২	সুরা শোয়ারা	طسم	১৯
১৩	সুরা নাম্‌ল	طس	১৯
১৪	সুরা ক্বাসাস	طسم	২০
১৫	সুরা আনকাবূত	الم	২০
১৬	সুরা রোম	الم	২১
১৭	সুরা লোক্বমান	الم	২১
১৮	সুরা সেজদাহ	الم	২১
১৯	সুরা ইয়াসীন	يس	২২
২০	সুরা সোয়াদ	ص	২৩
২১	সুরা মুমিন	حم	২৪
২২	সুরা হা-মীম সেজদা	حم	২৪
২৩	সুরা শূরা	حم عسق	২৫
২৪	সুরা যুখরুফ	حم	২৫
২৫	সুরা দুখান	حم	২৫
২৬	সুরা জাসিয়া	حم	২৫
২৭	সুরা আহক্বাফ	حم	২৬
২৮	সুরা ক্বাফ	ق	২৬
২৯	সুরা ক্বলম	ن	২৯

যেসব পারা সুরা দিয়ে শুরু

ক্র:	পারা	যে সুরা দিয়ে শুরু	ক্র:	পারা	যে সুরা দিয়ে শুরু
১	১৫	সুরা বনী ইসরাঈল	৫	২৮	সুরা মুজাদালাহ
২	১৭	সুরা আম্বিয়া	৬	২৯	সুরা মুলক
৩	১৮	সুরা মুমিনূন	৭	৩০	সুরা নাবা
৪	২৬	সুরা আহক্বাফ			

ঘুমের মধ্যে অবতীর্ণ সুরা

এক বর্ণনা অনুযায়ী সুরা কাওসার ঘুমের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে।[৪৮] তবে এ বিষয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন 'ওহী নাযিলের বিভিন্ন পদ্ধতি' শিরোনামে, পৃষ্ঠা ।

রাতে অবতীর্ণ আয়াত ও সুরা

১. সুরা আনআম (মক্কায় রাতের বেলা অবতীর্ণ হয়েছে); ২. সুরা মারইয়াম; ৩. সুরা মুনাফিকূন; ৪. সুরা মুরসালাত; ৫. সুরা ফালাক; ৬. সুরা নাস; ৭. সুরা আলে-ইমরানের শেষ অংশ; ৮. সুরা হজ্জের প্রথম অংশ; ৯. সুরা মায়েদার আয়াত: والله يعصمك من الناس - ১০. সুরা তাওবার আয়াত: وعلى الثلثة الذين خلفوا - ১১. সুরা আহযাবের আয়াত: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الخ ও ১২. সুরা ফাত্হের প্রথম অংশ।[৪৯]

গুহায় অবতীর্ণ আয়াত ও সুরা

১. সুরা আলাকের আয়াত: اقرأ بسم ربك الذي خلق থেকে علم الإنسان ما لم يعلم পর্যন্ত।

২. সুরা মুরসালাত।[৫০]

---

[৪৮] এ বিষয়ে বিস্তারিত 'ওহী নাযিলের বিভিন্ন পদ্ধতি' শিরোনামে দেখুন। পৃষ্ঠা ০০।
[৪৯] আল-ইতক্বান, পৃ: ২১।
[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩।

যেসব আয়াত রাসূল সা. এর জবানিতে[৫১] নাযিল হয়েছে

১. সুরা আনআমের ১০৪ নং আয়াত: قد جاءكم بصائر من ربكم

২. সুরা আনআমের ১১৪ নং আয়াত: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا

যেসব আয়াত ফেরেশতাদের জবানিতে[৫২] নাযিল হয়েছে

১. সুরা মারইয়ামের ৬৪ নং আয়াত: وما نتنزل إلا بأمر ربك

২. সুরা সাফফাতের ১৬৪ নং আয়াত: وما منا إلا له مقام معلوم

যেসব আয়াত হযরত ওমর রাযি. এর আগ্রহের অনুকূলে নাযিল হয়েছে

১. সুরা বাক্বারার ১২৫ নং আয়াত: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামাজ পড়ার বিধানের ব্যাপারে হযরত ওমর রাযি. আগ্রহী ছিলেন)।

২. সুরা বাক্বারার ৯৮ নং আয়াত: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين (এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগেই হযরত ওমর রাযি. এক ইহুদীকে এমন কথা বলেছিলেন)।

৩. সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াত: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب (পর্দার বিধানের ব্যাপারে আগে থেকেই হযরত ওমর রাযি. এর আগ্রহ ছিলো)।

৪. সুরা তাহরীমের ৫ নং আয়াত: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن (আয়াতটি নাযিল হওয়ার আগেই হযরত ওমর রাযি. উম্মাহাতুল মুমিনীনের উদ্দেশে এমন উক্তি করেছিলেন)।

---

[৫১] অর্থাৎ কথাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের; কিন্তু কুরআন শরিফে এটি এসেছে স্পষ্টভাবে তাঁর দিকে নিসবত করা ছাড়া।

[৫২] পূববর্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

৫. সুরা আনফালের ৬৭ নং আয়াত: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض থেকে ৬৮ নং আয়াত: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم পর্যন্ত। বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে হযরত ওমর রাযি. যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এ আয়াতদু'টিতে তা সমর্থন করা হয়েছে।

যেসব সুরার নাম পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে ছিলো

ক্র:	সুরার নাম	যে কিতাবে ছিলো	পূববর্তী কিতাবে ব্যবহৃত নাম
১	সুরা আলে-ইমরান	তওরাত	طَيِّبَة
২	সুরা কাহ্ফ	তওরাত	المائلة
৩	সুরা ক্বামার	তওরাত	المبيضة
৪	সুরা মুলক	তওরাত	الملك

সূত্র: আল-ইতক্বান পৃ: ৬৩।

যেসব সুরা বা আয়াত পূর্ববর্তী কোনো নবীর উপর নাযিল হয়েছিলো

১. সুরা আলাক্ব (সুরাটি হযরত ইবরাহীম আ. ও মূসা আ. এর কিতাবে ছিলো)।

২. সুরা তওবার ১১২ নং আয়াত: التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ الرَّاكِعُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (হযরত ইবরাহীম আ. এর উপর নাযিল হয়েছিলো)।

৩. সুরা মুমিনূনের শুরু থেকে الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ পর্যন্ত (হযরত ইবরাহীম আ. এর উপর নাযিল হয়েছিলো)।

৪. সুরা আহযাবের ৩৫ নং আয়াত: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ (হযরত ইবরাহীম আ. এর উপর নাযিল হয়েছিলো)।

৫. সুরা মাআরিজের ২৩ নং আয়াত: الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ থেকে ৩৩ নং আয়াত: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ পর্যন্ত (হযরত ইবরাহীম আ. এর উপর নাযিল হয়েছিলো)।

৬. সুরা আনআমের প্রথম আয়াত: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (এটি তওরাতের প্রথম আয়াত)।

৭. সুরা বনী ইসরাইলের শেষ আয়াত: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (এটি তওরাতের শেষ আয়াত)।

৮. সুরা হুদের শেষ আয়াত: فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (এক বর্ণনা অনুযায়ী এটিই তওরাতের শেষ আয়াত)।

৯. সুরা আনআমের ১৫১ ও ১৫২ নং আয়াতে (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا থেকে وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ পর্যন্ত) বর্ণিত দশটি বিষয় তওরাতে সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিলো।

১০. بسم الله الرحمن الرحيم হযরত সুলায়মান আ. এর উপর নাযিল হয়েছিলো।

১১. সুরা জুমআর প্রথম আয়াত: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (এই আয়াতটি তওরাতে সাতশত আয়াতের মাধ্যমে লেখা আছে)।[৫৩]

যেসব সুরা বা আয়াতের সাথে বহুসংখ্যক ফেরেশতা এসেছিলেন

১. সুরা ফাতেহার সাথে আশি হাজার ফেরেশতা এসেছিলেন।
২. সুরা কাহ্ফের সাথে এসেছিলেন সত্তর হাজার ফেরেশতা।
৩. সুরা আনআম নাযিল হওয়ার সময় সত্তর হাজার ফেরেশতা এসেছিলেন।

[৫৩] আল-ইতক্বান পৃ: ৫৩।

৪. সুরা ইউনুস নাযিল হওয়ার সময় এসেছিলেন ত্রিশ হাজার ফেরেশতা।

৫. আয়াতুল কুরসী নিয়ে এসেছিলেন ত্রিশ হাজার ফেরেশতা।

৬. সুরা যুখরুফের ৪৫ নং আয়াত: وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ নিয়ে বিশ হাজার ফেরেশতা এসেছিলেন।[৫৪]

যেসব আয়াত মক্কা-মদিনা ছাড়া অন্যত্র নাযিল হয়েছে

১. সুরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত হেরাগুহায় নাযিল হয়েছে।

২. সুরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে উল্লিখিত তায়াম্মুমের বিধান কোনো এক সফরে[৫৫] নাযিল হয়েছে।

৩. সুরা নিসার ১০২ নং আয়াত: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ উসফান নামক জায়গায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৪. সুরা মায়েদার প্রথমাংশ মিনায় নাযিল হয়েছে।

৫. সুরা মায়েদার ৩ নং আয়াত: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا আরাফাতের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে।

৬. সুরা মায়েদার ১১ নং আয়াত: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ বাতনে নাখল নামক স্থানে নাযিল হয়েছে।

৭. সুরা মায়েদার ৬৭ নং আয়াত: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ গাযওয়া বনী আনমারে নাযিল হয়েছে।

৮. সুরা আনফালের প্রথমাংশ বদরে নাযিল হয়েছে।

৯. সুরা তওবার ৪২ নং আয়াত: لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ তাবুকের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

১০. সুরা তওবার ৬৫ নং আয়াত: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ তাবুকের যুদ্ধে নাযিল হয়েছে।

---

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১।

[৫৫] সেটি কোন সফর, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে অনেকেই গাযওয়ায়ে বনি মুসতালিক (তার অপর নাম গাযওয়ায়ে মুরাইসী')-এর কথা বলেছেন।

১১. সুরা বনী ইসরাইলের ৭৬ নং আয়াত: وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا তাবুকের যুদ্ধে নাযিল হয়েছে।

১২. সুরা ওয়াকেয়ার ৮২ নং আয়াত: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ তাবুকের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

১৩. সুরা তওবার ১১৩ নং আয়াত: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ উসফানের কাছে নাযিল হয়েছে।

১৪. সুরা নাহলের শেষাংশ উহুদ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

১৫. সুরা হজ্জের প্রথম থেকে ولكن عذاب الله شديد পর্যন্ত গাযওয়া বনী মুসতালিকের সফরে অবতীর্ণ হয়েছে।

১৬. সুরা রোমের প্রথম থেকে بنصر الله পর্যন্ত বদর যুদ্ধে নাযিল হয়েছে।

১৭. সুরা ফাতহ হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মদিনা ফেরার পথে নাযিল হয়েছে।

১৮. সুরা মুহাম্মাদের ১৩ নং আয়াত: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরতের উদ্দেশে বের হওয়ার পর যখন পথে মক্কার দিকে ফিরে কেঁদে ফেলেছিলেন, তখন নাযিল হয়।

১৯. সুরা মুমতাহিনার ১০ নং আয়াত: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ হুদাইবিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছে।

২০. সুরা মুরসালাত মিনায় নাযিল হয়েছে।

২১. সুরা মুনাফিকুন গাযওয়া বনী মুসতালিক থেকে ফেরার পথে অবতীর্ণ হয়েছে।[৫৬]

[৫৬] দেখুন: আল-ইতকান, পৃ: ১৮-২০।

কুরআনের সংখ্যা বিষয়ক তথ্যাবলী

১১৪ সুরা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য

ক্রমিক	সুরার নাম	নাযিল নম্বর	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা	শব্দ সংখ্যা	হরফ সংখ্যা	পারা নম্বর	মক্কী/মাদানী
১	ফাতিহা	৫	১	৭	২৯	১৩৯	১	মক্কী
২	বাকারা	৮৭	৪০	২৮৬	৬১৪৪	২৫৬১৩	১	মাদানী
৩	আলে ইমরান	৮৯	২০	২	৩৫০৩	১৪৬০৫	৩	মাদানী
৪	নিসা	৯২	২৪	১৭৬	৩৭১২	১৫৯৩৭	৪	মাদানী
৫	মায়েদা	১১২	১৬	১২০	২৮৩৭	১১৮৯২	৬	মাদানী
৬	আনআ'ম	৫৫	২০	১৬৫	৩০৫৫	১২৪১৮	৭	মক্কী
৭	আ'রাফ	৩৯	২৪	২০৬	৩৩৪৪	১৪০৭১	৮	মক্কী
৮	আনফাল	৮৮	১০	৭৫	১২৪৩	৫২৯৯	৯	মাদানী
৯	তওবা	১১৩	১৬	১২৯	২৫০৬	১০৮৭৩	১০	মাদানী
১০	ইউনুস	৫১	১১	১০৯	১৮৪১	৭৪২৫	১১	মক্কী
১১	হুদ	৫২	১০	১২৩	১৯৪৭	৭৬৩৩	১১	মক্কী
১২	ইউসুফ	৫৩	১২	১১১	১৭৯৫	৭১২৫	১২	মক্কী
১৩	রা'দ	৯৬	৬	৪৩	৮৫৪	৩৪৫০	১৩	মাদানী
১৪	ইবরাহীম	৭২	৭	৫২	৮৩১	৩৪৬১	১৩	মক্কী
১৫	হিজ্‌র	৫৪	৬	৯৯	৬৫৮	২৭৯৭	১৩	মক্কী
১৬	নাহ্‌ল	৭০	১৬	১২৮	১৮৪৫	৭৬৪২	১৪	মক্কী
১৭	বনী ইসরাইল	৫০	১২	১১১	১৫৫৯	৬৪৮০	১৫	মক্কী
১৮	কাহ্‌ফ	৬৯	১২	১১০	১৫৮৩	৬৪২৫	১৫	মক্কী
১৯	মারইয়াম	৪৪	৬	৯৮	৯৭২	৩৮৩৫	১৬	মক্কী
২০	তোয়াহা	৪৫	৮	১৩৫	১৩৫৪	৫২৮৮	১৬	মক্কী

ক্রমিক	সুরার নাম	নাযিল নম্বর	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা	শব্দ সংখ্যা	হরফ সংখ্যা	পারা নম্বর	মক্কী/মাদানী
২১	আম্বিয়া	৭৩	৪	১১২	১১৭৪	৪৯২৫	১৭	মক্কী
২২	হজ্জ	১০৩	১০	৭৮	১২৭৯	৫১৯৬	১৭	মাদানী
২৩	মুমিনুন	৭৪	৬	১১৮	১০৫১	৪৩৫৪	১৮	মক্কী
২৪	নুর	১০২	৯	৬৪	১৩১৭	৫৫৯৬	১৮	মাদানী
২৫	ফুরকান	৪২	৬	৭৭	৮৯৬	৩৭৮৬	১৮	মক্কী
২৬	শুয়ারা	৪৭	১১	২২৭	১৩২২	৫৫১৭	১৯	মক্কী
২৭	নাম্‌ল	৪৮	৭	৯৩	১১৬৫	৪৬৭৯	১৯	মক্কী
২৮	কাসাস	৪৯	৯	৮৮	১৪৪১	৫৭৯১	২০	মক্কী
২৯	আনকাবুত	৮৫	৭	৬৯	৯৮২	৪২	২০	মক্কী
৩০	রূম	৮৪	৬	৬০	৮১৮	৩৩৮৮	২১	মক্কী
৩১	লুকমান	৫৭	৪	৩৪	৫৫০	২১২১	২১	মক্কী
৩২	সেজদা	৭৫	৩	৩০	৩৭৪	১৫২৩	২১	মক্কী
৩৩	আহযাব	৯০	৯	৭৩	১৩০৩	৫৬১৮	২১	মাদানী
৩৪	সাবা	৫৮	৬	৫৪	৮৮৪	৩৫১০	২২	মক্কী
৩৫	ফাতির	৪৩	৫	৪৫	৭৮০	৩১৫৯	২২	মক্কী
৩৬	ইয়াসিন	৪১	৫	৮৩	৭৩৩	২৯৮৮	২২	মক্কী
৩৭	সাফ্‌ফাত	৫৬	৫	১৮২	৮৬৫	৩৭৯০	২৩	মক্কী
৩৮	সোয়াদ	৩৮	৫	৮৮	৭৩৫	২৯৯১	২৩	মক্কী
৩৯	যুমার	৫৯	৮	৭৫	১১৭৭	৪৭৪১	২৩	মক্কী
৪০	মুমিন	৬০	৯	৮৫	১২২৮	৪৯৮৪	২৪	মক্কী
৪১	হা-মীম সেজদা	৬১	৬	৫৪	৭৯৬	৩২৮২	২৪	মক্কী
৪২	শুরা	৬২	৫	৫৩	৮৬০	৩৪৩১	২৫	মক্কী
৪৩	যুখরুফ	৬৩	৭	৮৯	৮৩৭	৩৫০৮	২৫	মক্কী
৪৪	দুখান	৬৪	৩	৫৯	৩৪৬	১৪৩৯	২৫	মক্কী
৪৫	জাসিয়া	৬৫	৪	৩৭	৪৮৮	২০১৪	২৫	মক্কী

ক্রমিক	সুরার নাম	নাযিল নম্বর	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা	শব্দ সংখ্যা	অক্ষর সংখ্যা	পারা নম্বর	মক্কী/মাদানী
৪৬	আহকাফ	৬৬	৪	৩৫	৬৪৬	২৬০২	২৬	মক্কী
৪৭	মুহাম্মাদ	৯৫	৪	৩৮	৫৪২	২৩৬০	২৬	মাদানী
৪৮	ফাত্‌হ	১১১	৪	২৯	৫৬০	২৪৫৬	২৬	মাদানী
৪৯	হুজুরাত	১০৬	২	১৮	৩৫৩	১৪৯৩	২৬	মাদানী
৫০	কাফ	৩৪	৩	৪৫	৩৭৩	১৪৭৩	২৬	মক্কী
৫১	জারিয়াত	৬৭	৩	৬০	৩৬০	১৫১০	২৬	মক্কী
৫২	তুর	৭৬	২	৪৯	৩১২	১২৯৩	২৭	মক্কী
৫৩	নাজম	২৩	৩	৬২	৩৫৯	১৪০৫	২৭	মক্কী
৫৪	কামার	৩৭	৩	৫৫	৩৪২	১৪৩৮	২৭	মক্কী
৫৫	রাহমান	৯৭	৩	৭৮	৩৫২	১৫৮৫	২৭	মাদানী
৫৬	ওয়াকিয়া	৪৬	৩	৯৬	৩৭৯	১৬৯২	২৭	মক্কী
৫৭	হাদিদ	৯৪	৪	২৯	৫৭৫	২৪৭৫	২৭	মাদানী
৫৮	মুজাদালা	১০৫	৩	২২	৪৭৫	১৯৯১	২৮	মাদানী
৫৯	হাশর	১০১	৩	২৪	৪৪৭	১৯১৩	২৮	মাদানী
৬০	মুমতাহিনা	৯১	২	১৩	৩৫২	১৫১৯	২৮	মক্কী
৬১	সফ	১০৯	২	১৪	২২৬	৯৩৬	২৮	মাদানী
৬২	জুমআ'	১১০	২	১১	১৭৭	৭৪৯	২৮	মাদানী
৬৩	মুনাফিকুন	১০৪	২	১১	১৮০	৭৮০	২৮	মাদানী
৬৪	তাগাবুন	১০৮	২	১৮	২৪২	১০৬৬	২৮	মাদানী
৬৫	তালাক	৯৯	২	১২	২৭৯	১১৭০	২৮	মাদানী
৬৬	তাহরীম	১০৭	৩	১২	২৫৪	১০৬৭	২৮	মাদানী
৬৭	মুলক	৭৭	২	৩০	৩৩৭	১৩১৬	২৯	মক্কী
৬৮	কলম	২	২	৫২	৩০১	১২৫৮	২৯	মক্কী
৬৯	হাক্কাহ	৭৮	২	৫২	২৬১	১১০৭	২৯	মক্কী
৭০	মাআ'রিজ	৭৯	২	৪৪	২১৭	৯৪৭	২৯	মক্কী

ক্রমিক	সুরার নাম	নাযিল নম্বর	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা	শব্দ সংখ্যা	বর্ণ সংখ্যা	পারা নম্বর	মক্কী/মাদানী
৭১	নুহ	৭১	২	২৮	২২৭	৯৪৭	২৯	মক্কী
৭২	জিন	৪০	২	২৮	২৮৬	১০৮৯	২৯	মক্কী
৭৩	মুয্যাম্মিল	৩	২	২০	২	৮৪০	২৯	মক্কী
৭৪	মুদ্দাস্‌সির	৪	২	৫৬	২৫৬	১০১৫	২৯	মক্কী
৭৫	কিয়ামাহ	৩১	২	৪০	১৬৪	৬৬৪	২৯	মক্কী
৭৬	দাহ্‌র	৯৮	২	৩১	২৪৩	১০৬৫	২৯	মক্কী
৭৭	মুরসালাত	৩৩	২	৫০	১৮১	৮১৫	২৯	মক্কী
৭৮	নাবা	৮০	২	৪০	১৭৪	৭৬৬	৩০	মক্কী
৭৯	নাযিআ'ত	৮১	২	৪৬	১৭৯	৭৬২	৩০	মক্কী
৮০	আবাসা	২৪	১	৪২	১৩৩	৫৩৮	৩০	মক্কী
৮১	তাকবীর	৭	১	২৯	১০৪	৪২৫	৩০	মক্কী
৮২	ইনফিতার	৮২	১	১৯	৮১	৩২৬	৩০	মক্কী
৮৩	মুতাফ্‌ফিফীন	৮৬	১	৩৬	১৬৯	৭৪০	৩০	মক্কী
৮৪	ইনশিকাক	৮৩	১	২৫	১০৮	৪৩৬	৩০	মক্কী
৮৫	বুরুজ	২৭	১	২২	১০৯	৪৫৯	৩০	মক্কী
৮৬	তারেক	৩৬	১	১৭	৬১	২৪৯	৩০	মক্কী
৮৭	আ'লা	৮	১	১৯	৭২	২৯৩	৩০	মক্কী
৮৮	গাশিয়া	৬৮	১	২৬	৯২	৩৭৮	৩০	মক্কী
৮৯	ফজর	১০	১	৩০	১৩৯	৫৭৩	৩০	মক্কী
৯০	বালাদ	৩৫	১	২০	৮২	৩৩৫	৩০	মক্কী
৯১	শামস	২৬	১	১৫	৫৪	২৪৯	৩০	মক্কী
৯২	লাইল	৯	১	২১	৭১	৩১২	৩০	মক্কী
৯৩	যুহা	১১	১	১১	৪০	১৬৪	৩০	মক্কী
৯৪	ইনশিরাহ	১২	১	৮	২৭	১০২	৩০	মক্কী
৯৫	তীন	২৮	১	৮	৩৪	১৫৬	৩০	মক্কী

ক্রমিক	সুরার নাম	নাযিল নম্বর	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা	শব্দ সংখ্যা	হরফ সংখ্যা	পারা নম্বর	মক্কী/মাদানী
৯৬	আলাক	১	১	১৯	৭২	২৮১	৩০	মক্কী
৯৭	কদর	২৫	১	৫	৩০	১১২	৩০	মক্কী
৯৮	বাইয়িনা	১	১	৮	৯৪	৩৯৪	৩০	মাদানী
৯৯	যিলযাল	৯৩	১	৮	৩৬	১৫৬	৩০	মাদানী
১	আদিয়াত	১৪	১	১১	৪০	১৬৪	৩০	মক্কী
১০১	কারিআ'	৩০	১	১১	৩৬	১৫৮	৩০	মক্কী
১০২	তাকাসুর	১৬	১	৮	২৮	১২২	৩০	মক্কী
১০৩	আসর	১৩	১	৩	১৪	৭০	৩০	মক্কী
১০৪	হুমাযা	৩২	১	৯	৩৩	১৩৩	৩০	মক্কী
১০৫	ফীল	১৯	১	৫	২৩	৯৬	৩০	মক্কী
১০৬	কুরাইশ	২৯	১	৪	১৭	৭৩	৩০	মক্কী
১০৭	মাউন	১৭	১	৭	২৫	১১২	৩০	মক্কী
১০৮	কাউসার	১৫	১	৩	১০	৪২	৩০	মক্কী
১০৯	কাফিরুন	১৮	১	৬	২৭	৯৫	৩০	মক্কী
১১০	নাসর	১১৪	১	৩	১৯	৭৯	৩০	মাদানী
১১১	লাহাব	৬	১	৫	২৯	৮১	৩০	মক্কী
১১২	ইখলাস	২২	১	৪	১৫	৪৭	৩০	মক্কী
১১৩	ফালাক	২০	১	৫	২৩	৭১	৩০	মাদানী
১১৪	নাস	২১	১	৬	২০	৮০	৩০	মাদানী

সূত্র: ইহসাইয়াতুল কুরআনিল কারীম, আলআরকাম ডটকম।

১১৪ সুরা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য

শব্দ	অর্থ	যতবার এসেছে	শব্দ	অর্থ	যতবার এসেছে
الباب	দরজা	১১	سلام	সালাম	২৮
إبليس	শয়তান	৬	السماء	আকাশ	১০৫

أحد	এক	৭৬	سميع	সর্বশ্রোতা	২৫
أحمد	অধিক প্রশংসাকারী	১	سورة	সুরা	৭
آخرة	আখেরাত	৮৭	شر	অনিষ্ট	২৪
أرض	জমিন	২৪০	الشمس	সূর্য	২২
إسلام	ইসলাম	৮	شيطان	শয়তান	৬০
أصحاب	সাথী	৬০	صراط	পথ	৩১
أعمال	আমলসমূহ	৩৫	عالَمين	জগৎসমূহ	৬২
الله	আল্লাহ	২৫৮৪	عدو	শত্রু	২২
أمة	উম্মত	৪৪	عذاب	শাস্তি	.২০২
إنس	মানুষ	১৫	عزيز	সম্মানী	৭০
إنسان	মানুষ	৫৮	عظيم	মহা/মহান	৪৫
أنعام	গৃহপালিত চতুষ্পদ	২৮	علم	জ্ঞান	৬০
أول	প্রথম	২২	عليم	সর্বজ্ঞানী	৬৩
أولاد	সন্তান-সন্ততি	২১	عمل	আমল	২৩
أولياء	বন্ধুগণ	৪০	غضب	রাগ	১৫
إيمان	ঈমান	৬০	غفور	ক্ষমাশীল	৩১
باطل	বাতিল	২৪	غيب	অদৃশ্য	৩৮
بشر	মানুষ	৪৬	فرعون	ফেরাউন	৬৫
بصير	সর্বদ্রষ্টা	৩৬	فيل	হাতি	১
بغال	খচ্চর	১	قدير	সর্বশক্তিমান	৫০
بقر/بقرات	গরু	৫	قرآن	কুরআন	৬৮
توراة	তাওরাত	১৫	قرية	গ্রাম	২২
جنّ	জিন	২০	القمر	চাঁদ	২১
جنة/جنتان/جنات	জান্নাত	৭৬	قوم	জাতি	১৮২
جهنم	জাহান্নাম	৪৬	قهار	মহাপরাক্রান্ত	৬
حديث	কথা	২২	قيوم	স্বপ্রতিষ্ঠিত সংরক্ষণকারী	২
حرام	হারাম	৮	كافر/كافرة	কাফের	৪
حساب	হিসাব	৮	كافرون/كافرين	কাফেরগণ	১২৭
حكيم	প্রজ্ঞাময়	১৭	كبير	বড়	১৫

حلال	হালাল	১	كتاب/كُتُب	কিতাব	৫৮
حليم	সহনশীল	১০	كريم	দয়ালু/সম্মানী	২৭
حمار	গাধা	২	كُفَّار	কাফেরগণ	২০
حور	হূর	৪	كُفر	কুফর	৩৭
حياة	জীবন	৩	كُفران	অকৃতজ্ঞতা	১
خمر	মদ	৫	لطيف	দয়ালু	৪
خنزير	শূকর	৩	مؤمن	মুমিন	৮
خير	কল্যাণ	১১৬	مؤمنة	মুমিন নারী	৬
دنيا	দুনিয়া	৪৬	مؤمنون/مؤمنين	মুমিনগণ	১৭৬
دين	দ্বীন/প্রতিদান	৫৪	محمد	প্রশংসিত	৪
ذباب	মাছি	২	مسجد	মসজিদ	১৯
رب	প্রতিপালক	১০২	مشرق	পূর্ব	৬
رجل	পুরুষ	১২	مغرب	পশ্চিম	৭
رحمة	রহমত	৬৮	بكّة	মক্কা	১
رحمن	পরম করুণাময়	৫৭	ملائكة	ফেরেশতাগণ	৬৭
رحيم	অসীম দয়ালু	১১৪	الناس	মানুষ	২০৮
رسول	রাসুল	৯৪	نجم/نجوم	নক্ষত্র	৮
رقيب	পর্যবেক্ষণকারী	৪	نصارى	খ্রিস্টান	১৫
رمان	আনার	২	نور	জ্যোতি	১৭
روح	রুহ	১৫	واحد	এক	২২
ريح	বায়ু	১৪	يهود	ইহুদি	৯
زكوة	যাকাত	২০			

বিভিন্ন শব্দের উল্লেখ-সংখ্যা

২৯ হরফের হিসাব

হরফ	যতবার এসেছে	হরফ	যতবার এসেছে	হরফ	যতবার এসেছে
أ/ا	৫২৬৫৫	ز	১৫৯৯	ق	৭০৩৪
ب	১১৪৯১	س	৬০১০	ك	১০৪৯৭
ت	১০৫১৯	ش	২১২৪	ل	৩৮১০২
ث	১৪১৪	ص	২০৭৪	م	২৬৭৩৫
ج	৩৩১৭	ض	১৬৮৬	ن	২৭২৬৮
ح	৪১৪০	ط	১২৭৩	و	২৫৬৭৬
خ	২৪৯৭	ظ	৮৫৩	ه	১৭১৯৫
د	৫৯৯১	ع	৯৪০৫	ي	২৫৭৪৬
ذ	৪৯৩২	غ	১২২১		
ر	১২৪০৩	ف	৮৭৪৭		

(সূত্র: ইহসাইয়াতুল কুরআনিল কারীম)

কুরআনের অলৌকিকতা

কুরআনে কারীম রাসুল সা. এর প্রধান মোজেযা। মোজেযা এমন বিষয়, যা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সাধারণভাবে মানুষের সাধ্যাতীত। নবী-রাসুলদেরকে আল্লাহ তায়ালা অলৌকিক কিছু ক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্য দেন, যেগুলো দেখে উম্মত তাঁদের নবুয়ত সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে; পরিভাষায় এগুলোকেই মোজেযা বলে। কুরআন আমাদের নবী সা. এর মোজেযা হওয়ার অর্থ হল, কুরআনের মত গ্রন্থ কোনো মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। বাস্তবিকই এই অলৌকিক গ্রন্থের নজির আজ পর্যন্ত কেউ উপস্থাপন করতে পারেনি। পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ দুরে থাক, এর মত একটি আয়াতও রচনা করতে পারেনি। কুরআনের এই অলৌকিকতার রহস্য কোথায়, কোন বিষয়গুলোতে সে সব গ্রন্থ থেকে আলাদা- ওলামায়ে কেরাম তার কিছু উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে–

অলৌকিক কিছু বৈশিষ্ট্য

- কুরআনে কারীমের অভিনব বাক্যবিন্যাস; যা পদ্যও নয়, আবার ঠিক গদ্যও নয়। এমন রচনাপদ্ধতি আরবজাতি এর আগে দেখেনি।
- কুরআনের গাম্ভীর্য ও শক্তিময় উচ্চারণ; যা কোনো সৃষ্টিজীবের পক্ষে অসম্ভব।
- আরবিভাষায় পবিত্র কুরআন প্রচুর সৃজনশীলতা ও নতুনত্বের জন্ম দিয়েছে; যা সবার কাছেই সমাদৃত হয়েছে। একা কোনো আরবের পক্ষে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এতসব নতুনত্বের জন্ম দেয়া সম্ভব ছিল না।
- বিশাল-গ্রন্থ কুরআনের শুরু-শেষে কোথাও কোনো অমিল বা বৈপরিত্য নেই। মনে রাখতে হবে, কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হয়েছে সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে। এই দীর্ঘ সময়ে মানুষের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও রুচি-প্রকৃতিতে নানাবিধ পরিবর্তন না এসে পারে না। কুরআনের রচয়িতা কোনো মানুষ হলে তার শব্দ ও অর্থে এর প্রভাব পড়ত।
- কুরআনে মানুষের প্রয়োজনীয় বহুমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার। বিভিন্ন বিষয়ে কুরআনের দিকনির্দেশনা থেকে বিধর্মীরাও উপকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতিতে কুরআনের ভূমিকা অসীম। কোনো মানুষের পক্ষে এত এত নির্ভুল জ্ঞানের সমাবেশ ঘটানো অকল্পনীয়।

• কুরআনে বর্ণিত হয়েছে পূর্বযুগের বহু ইতিহাস। রাসুল সা. কখনোই ইতিহাসগ্রন্থ দূরে থাক; সাধারণ কোনো গ্রন্থও পড়েননি। নিজ থেকে পূর্বকালের এমন নির্ভুল ইতিহাস বলা তাঁর জন্য অসম্ভব ছিল।

• বিভিন্ন বিষয়ে কুরআন ভবিষ্যদ্বাণী করার পর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন, সুরা রোমের শুরুতে তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী তখনকার সকল অনুমানের বিপরীতে ছিল। তাই মক্কার কাফেররা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর সাথে এ ব্যাপারে বাজিও লেগেছিল। কিন্তু কাফেরদের হতাশ করে নির্ধারিত সময়ের ভেতর রোমানরা জয়লাভ করে, বাজিতে হযরত আবু বকর রাযি. এর জয় হয়।

• কুরআনে আল্লাহ তায়ালার বিভিন্ন ওয়াদাও যথাযথ বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তায়লা ঘোষণা করেছিলেন, সকল ধর্মের ওপর তিনি ইসলামকে বিজয়ী করবেন। খুব শীঘ্রই সে ওয়াদা পালিত হয়েছে।

(সূত্র: তাইসিরুল আযিযিল মান্নান ফি বায়ানি ইজাযিল কুরআন: পৃ ৩-৪)

১৯ সংখ্যার বিস্ময়

কুরআনে কারীমের অসংখ্য অলৌকিকতার পাশাপাশি কিছুদিন আগে উদঘাটিত একটি গাণিতিক বিস্ময় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিসরের ড. রাশাদ[৫৭] খলিফা কম্পিউটারের সাহায্যে আবিস্কার করেন, পুরো কুরআন ১৯ সংখ্যার এক নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। সংখ্যাগত এই কারিশমা প্রদর্শন করতে যে অসামান্য মেধা ও পরিকল্পনা প্রয়োজন, মানবমস্তিষ্কের জন্য তা অসম্ভব। ১৯ সংখ্যার এই বন্ধন কুরআনের বিকৃতিমুক্তিরও প্রমাণ দেয়। কারণ, একটি হরফের বেশকম হলেও এই গাণিতিক বন্ধনটি নষ্ট হয়ে যেতে পারত।

১৯ মূলত بسم الله الرحمن الرحيم এর হরফ-সংখ্যা। এই সংখ্যার ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছে ওই গাণিতিক বিস্ময়।

কুরআনের প্রত্যেক সুরার শুরুতেই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' আছে। সুরা তাওবার শুরুতে না থাকলেও সুরা নামলের মাঝখানে একবার বিসমিল্লাহ আসায় সুরা ও বিসমিল্লাহর সংখ্যা সমান– ১১৪। আর ১১৪ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

[৫৭] কোনো কোনো বাংলা-ভাষী লেখক তাঁর নাম রশিদ খলিফা লিখেছেন, তা ভুল।

বিসমিল্লাহর আয়াতটি ৪ টি শব্দ ও ১৯ টি হরফ দ্বারা গঠিত। শব্দ চারটি হল, ইসম, আল্লাহ, রহমান ও রহিম।

এখন দেখুন–

- সমগ্র কুরআনে ইসম শব্দটি এসেছে ১৯ বার, যা ১৯ দ্বার বিভাজ্য।
- আল্লাহ শব্দ এসেছে ২৬৯৮ বার, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।
- রহমান এসেছে ৫৭ বার, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।
- রহিম এসেছে ১১৪ বার, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালার সত্তা- বা গুণবাচক নাম উল্লেখ হয়েছে ১১৪ বার, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

আরবি বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণের একটি সংখ্যামান রয়েছে। সে-হিসেবে বিসমিল্লাহর মান ৭৮৬। বিসমিল্লাহর আয়াত থেকে একই বর্ণের পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে বর্ণ থাকে ১০ টি। এই দশটি বর্ণ (ب،س،م،ا،ل،ه،ر،ح،ن،ي) এর মান ৪০৬। ৭৮৬ থেকে ৪০৬ বাদ দিলে থাকে ৩৮০, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত। দেখা যায়–

- এই পাঁচ আয়াতে শব্দ আছে ১৯ টি।
- এই পাঁচ অক্ষর আছে ৭৬ টি, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।
- সুরা আলাকের মোট আয়াতসংখ্যাও ১৯।
- এই ১৯ আয়াতে অক্ষর রয়েছে ২৮৫ টি, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।
- কুরআনে কারীমের শেষদিক থেকে গুণে এলে সুরা আলাক ১৯ নং সুরা হয়।

কুরআন কারীম রাসুল সা. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। 'রাসুল' শব্দটি কুরআনে ৫১৩ বার এসেছে, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

কুরআন যার কাছ থেকে এসেছে তিনি হলেন 'রব'। 'রব' শব্দ কুরআনে এসেছে ১৫২ বার, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

কুরআনে কারীমে বিভিন্ন সুরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন কিছু বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলোকে হুরুফে মুকাত্তায়াত বলে। গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, এই হুরুফে মুকাত্তায়াত মোট ২৯ টি সুরার শুরুতে ১৪ টি হরফে, ১৪ ভাবে এসেছে। এ সংখ্যাগুলোকে পাশাপাশি রাখলে যোগফল হয় ৫৭ (২৯+১৪+১৪=৫৭)। ৫৭,

১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

▶ 'আলিফ-লাম-মীম' এই মুকাত্তায়াতটি মোট ৬ টি সুরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে; প্রত্যেক সুরায় আলিফ, লাম ও মীম যতবার ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের সমষ্টি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

সুরাগুলো হল- বাকারা, আলে-ইমরান, আনকাবুত, রোম, লোকমান ও সাজদাহ।

এবার হিসেব করা যাক-

সুরা	কোন হরফ কতবার			সমষ্টি	১৯ দ্বারা ভাগ দিলে
	আলিফ	লাম	মীম		
বাকারা	৪৫০২	৩২০২	২১৯৫	৯৮৯৯	৫২১
আলে-ইমরান	২৫২১	১৮৯২	১২৪৯	৫৬৬২	২৯৮
আনকাবুত	৭৭৪	৫৫৪	৩৪৪	১৬৭২	৮৮
রোম	৫৪৪	৩৯৩	৩১৭	১২৫৪	৬৬
লোকমান	৩৪৭	২৯৭	১৭৩	৮১৭	৪৩
সাজদাহ	২৫৭	১৫৫	১৫৮	৫৭০	৩০
মোট	৮৯৪৫	৬৪৯৩	৪৪৩৬	১৯৮৭৪	১০৪৬

- সুরা মারইয়ামের মুকাত্তায়াত গঠিত হয়েছে পাঁচটি বর্ণে- কাফ, হা, ইয়া, আইন ও সোয়াদ। এই সুরায় 'কাফ' এসেছে ১৩৭ বার, 'হা' এসেছে ১৭৫ বার, 'ইয়া' এসেছে ৩৪৩ বার, 'আইন' এসেছে ১১৭ বার আর 'সোয়াদ' এসেছে ২৬ বার। এই পাঁচটি হরফের মোট যোগফল (১৩৭+১৭৫+৩৪৩+১১৭+২৬=) ৭৯৮, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

- সুরা আরাফের মুকাত্তায়াত হল- আলিফ, লাম, মীম ও সোয়াদ। এই সুরায় 'আলিফ' এসেছে ২৫২৯ বার, 'লাম' এসেছে ১৫৩০ বার, 'মীম' এসেছে ১১৬৪ বার আর 'সোয়াদ' এসেছে ৯৭ বার। মোট যোগফল (২৫২৯+১৫৩০+১১৬৪+৯৭=) ৫৩২০, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

- সুরা ইয়াসিন এর মুকাত্তায়াত 'ইয়া' ও 'সীন'। সুরাটিতে এই দুই অক্ষর

ব্যবহৃত হয়েছে ২৮৫ বার, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

- সুরা মুমিন থেকে আহকাফ পর্যন্ত সাতটি সুরার শুরুতে 'হা-মীম' রয়েছে। এই সুরাগুলোয় 'হা' ও 'মীম' বর্ণদুটি মোট ২১৪৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।
- সুরা ইউনুস ও হুদ শুরু হয়েছে 'আলিফ-লাম-রা' দিয়ে। সুরা-দুটিতে এই তিন হরফ মোট ২৪৮৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।
- তেমনি সুরা ইউসুফ, ইবরাহীম ও হিজরের শুরুতেও 'আলিফ-লাম-রা' এসেছে। এই তিনটি হরফ মোট এসেছে সুরা ইউসুফে ২৩৭৫ বার, ইবরাহিমে ১১৯৭ বার, হিজরে ৯১২ বার; এই সবগুলো সংখ্যাই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।
- মুকাত্তায়াত-সম্বলিত সর্বশেষ সুরা হল সুরা কলম। এই সুরার শুরুতে এক-হরফবিশিষ্ট মুকাত্তায়াত রয়েছে; হরফটি হচ্ছে 'নুন'। সুরাটিতে নুন এসেছে মোট ১৩৩ বার, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।
- সুরা কাফ শুরু হয়েছে 'কাফ' হরফটি দিয়ে। এই সুরায় কাফ এসেছে ৫৭ বার, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

লক্ষণীয় হচ্ছে, কুরআনে কারীমে কোনো নবীর সম্প্রদায় বোঝানোর জন্য 'কওম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। লুত আ. এর সম্প্রদায়ের কথাও ১২ জায়গায় 'কওমু লুত' বলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সুরা কাফের ১৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 'ইখওয়ানু লুত'। দুটির অর্থ একই, কিন্তু এখানে ভিন্ন শব্দ ব্যবহারের কারণ হয়তো এটাই যে, এখানে 'কওমু লুত' বললে এ সুরায় কাফের সংখ্যা ৫৮ হয়ে যেত, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়।

(সূত্রঃ কেন উনিশ সংখ্যাটি তাৎপর্যপূর্ণ: টেকটিউনস। ঈষৎ সংশোধিত)

অন্যান্য সংখ্যাগত সামঞ্জস্য

ড. রাশাদ খলিফার ১৯-সংখ্যাগত এই আবিস্কারের উপর অনেকে আপত্তি করেছেন। তাঁদের মতে, এই গবেষণায় বিভিন্ন ত্রুটি রয়েছে।[৫৮] তাঁরা বলেন, এর পরিবর্তে কুরআনের বিভিন্ন সংখ্যাগত সামঞ্জস্য তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন–

[৫৮] দেখুন: শায়খ হুসাইন নাজী'র কিতাব 'তিসআতা আশারা মালাকান'।

১. কুরআনে কারীমে বিভিন্ন বিপরীত শব্দ সমান-সংখ্যায় উল্লেখ হয়েছে। যথা–

বিপরীত শব্দযুগল		যতবার এসেছে
الدنيا	الآخرة	১১৫
الشيطان	الملائكة	৮৮
الحياة	الموت	১৪৫
النفع	الفساد	৫০
الصالحات	السيئات	১৬৭
الضيق	الطمأنينة	১৩
الصيف والحر	الشتاء والبرد	৫
الكفر	الإيمان	১৭

২. বিভিন্ন বিপরীত বা নিকটবর্তী শব্দের উল্লেখ-সংখ্যায় সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন–

ক্র:	১ম শব্দ	উল্লেখ-সংখ্যা	২য় শব্দ	উল্লেখ-সংখ্যা	মন্তব্য
১	الأبرار	৬	الفجار	৩	প্রথমটি দ্বিতীয়টির দ্বিগুণ
২	السر	৩২	الجهر	১৬	ঐ
৩	اليسر	৩৬	العسر	১২	প্রথমটি তিনগুণ
৪	فرعون	৭৪	سلطان	৩৭	প্রথমটি দ্বিগুণ
৫	المغفرة	২৩৪	الجزاء	১১৭	ঐ

• কুরআনে شهر শব্দটি উল্লেখ হয়েছে ১২ বার, যা বছরের মাসের সংখ্যার সমান।

• দ্বিবচন বা বহুবচনে يومين বা أيام শব্দদুটি উল্লেখ হয়েছে ৩০ বার, যা মাসের দিনের সংখ্যা।

• একবচনে يوم শব্দ উল্লেখ হয়েছে ৩৬৫ বার, যা বছরের দিনের সংখ্যা।

(সূত্র: তানাসুকুল আ'দাদি ফিল কুরআন, মাজাল্লাতু মারকাজি বাবিল, ডিসেম্বর ২০১২। ঈষৎ সংশোধিত)

কুরআন ও বিজ্ঞান

পবিত্র কুরআনের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক কেমন, সামঞ্জস্যের না বিরোধের, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অনেকেই এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ির শিকার হয়ে থাকেন। কোনো কোনো গবেষক বিজ্ঞানের প্রতিটি কথা কুরআন শরিফে প্রয়োগ করতে চান। তারা কুরআনে কারীমের কোনো বক্তব্যকে বাহ্যত প্রচলিত বিজ্ঞানের যে-কোনো বক্তব্যের বিপরীত পেলে আয়াতের নতুন ব্যাখ্যা খুঁজতে থাকেন। যে-কোনোভাবে আয়াতকে বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করাই তাদের লক্ষ্য। অপরদিকে কেউ কেউ বিজ্ঞানের প্রতি সামান্যতম মনোযোগ দিতেও আগ্রহী নন। তারা আধুনিক বিজ্ঞানকে সমূলে অস্বীকার করতে চান।

এই দুটি অবস্থানই ত্রুটিপূর্ণ। প্রকৃত কথা হল, বিজ্ঞানের বক্তব্যগুলো দুই ভাগে বিভক্ত:

১. অকাট্য বিষয়াবলী, যেগুলো পঞ্চ-ইন্দ্রীয়ের সাহায্যে চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত। যেমন, পৃথিবী গোলাকার হওয়া, পৃথিবীর সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করা ইত্যাদি। এ বিষয়গুলোতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো মতভেদ থাকে না।

বিজ্ঞানের এমন বিষয়গুলোকে তত্ত্ব (law) বলে।

২. ধারণাপ্রসূত বিষয়াবলী, যেগুলো কোনো বিজ্ঞানীর চিন্তা-ভাবনার ফল। এগুলোকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যায় না। ফলে এসব বিষয়ে বিজ্ঞানীরাও কখনও একমত হন, কখনও হন না। যেমন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, বিগব্যাং থিওরি ইত্যাদি।

এগুলোকে বলা হয় মতবাদ (theory)।

বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো কখনও কুরআনের বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়, আজ পর্যন্ত এমন পাওয়া যায়ও নি। তাই এগুলোকে কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখাতে কোনো সমস্যা নেই, বরং সেটাই কাম্য। এগুলো কুরআনের কুরআনের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ। এসব তত্ত্বকে অস্বীকার করা সঠিক নয়। প্রত্যক্ষ বিষয়কে অস্বীকার করা বিবেকের দাবির পরিপন্থী।

কিন্তু বিজ্ঞানের মতবাদ বা থিওরি নিজেই নিশ্চিত নয়। সময়ের সাথে সাথে সেগুলো বদলে যায়। এগুলোর কোনোটি কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত হলে কিছুই যায়-আসে না। এসব মতবাদকে কুরআনের সাথে মেলাতে যাওয়া এবং

সে লক্ষ্যে আয়াতের ব্যাখ্যায় হেরফের করা খুবই বিপদজনক কাজ। একসময় যখন থিওরি নিজেই বদলে যাবে, তখন ওই ব্যাখ্যাদাতা কী করবেন? আবার আয়াতের নতুন ব্যাখ্যা করবেন? তাই এ বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, কুরআন কোনো বিজ্ঞানগ্রন্থ নয়। বিজ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করা তার উদ্দেশ্যও নয়। কুরআন তার নিজ লক্ষ্যে নিজস্ব ধারায় কথা বলেছে। হ্যাঁ, আসমান-যমিন সৃষ্টি, বিভিন্ন নেয়ামতের বিবরণ ও অন্যান্য আলোচনায় বিজ্ঞান-সম্পর্কিত কোনো কোনো বিষয় হয়তো চলে এসেছে, কিন্তু তা এসেছে পার্শ্ব-বিষয় হিসেবে, কুরআনে কারীমের মূল আলোচ্য হিসেবে নয়।

কুরআনের অলৌকিকতা বিষয়ে লিখিত কয়েকটি কিতাব

১. ইজাযুল কুরআন, মুহাম্মাদ বিন যায়েদ ওয়াসেতী (মৃত: ৩০৭ হি.)
২. আন-নুকাত ফিল ইজায, আবুল হাসান আলি বিন হুসাইন আর-রুম্মানী (মৃত: ৩৮৪ হি.)
৩. ইজাযুল কুরআন, আবু সুলাইমান হাম্দ বিন মুহাম্মাদ আল-খাত্তাবী (মৃত: ৩৮৮ হি.)
৪. ইজাযুল কুরআন, আবু বকর বাকিল্লানী (মৃত: ৪০৩)
৫. কিতাবুল আ'দাদ, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন সুরাকা[৫৭] (মৃত: ৪১০ হি.)
৬. ইজাযুল কুরআন, আব্দুল কাহের জুরজানী (মৃত: ৪৭১ হি.)
৭. নিহায়াতুল ঈজায ফি দিরায়তিল ই'জায, ফখরুদ্দিন রাযী (মৃত: ৬০৬ হি.)
৮. ইজাযুল কুরআন, আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. (মৃত: ১৩৬৯ হি.)
৯. আল-ইজাযুল লুগাবী ওয়াল বায়ানী ফিল কুরআন, আলী বিন নায়েফ আশশাহুদ (সমকালীন)
১০. আল-মাওসুয়াতুয যাহাবিয়া ফি ইজাযিল কুরআনি ওয়াস সুন্নাহ, আহমাদ মুসতাফা মুতাওয়াল্লী (সমকালীন)

[৫৭] তিনি সংখ্যাগত দিক থেকে কুরআনের অলৌকিকত্ব বর্ণনা করেছেন। (কাশফুয যুনুন)

কুরআনের খেদমত যুগে যুগে

ওহী-লেখক সাহাবীদের নামের তালিকা[৬০]

হযরত ওসমান গনী রাযি.
১. হযরত আলী মুরতাযা রাযি.
২. হযরত আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবূ সারহ রাযি.[৬১]
৩. হযরত উবাই বিন কা'ব রাযি.
৪. হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাযি.
৫. হযরত মুআবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান রাযি.
৬. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.
৭. হযরত ওমর ফারূক রাযি.
৮. হযরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আস রাযি.
৯. হযরত হানজালা বিন রবী' আসাদী রাযি.
১০. হযরত মুআইকীব বিন আবূ ফাতেমা রাযি.
১১. হযরত যুবাইর বিন আওয়াম রাযি.
১২. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আরক্বাম রাযি.
১৩. হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ রাযি.
১৪. হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযি.
১৫. হযরত আবান বিন সাঈদ রাযি.
১৬. হযরত মুগীরা বিন শো'বা রাযি.
১৭. হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাযি.
১৮. হযরত সাবেত বিন ক্বায়েস রাযি.

---

[৬০] অনেকের মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেখকের সংখ্যা ২৬ জন; তবে তাঁদের সবাই ওহী লেখতেন কিনা- তা নিশ্চিত নয়। তবে যেহেতু তাঁরা লিখতে জানতেন তাই প্রবলতম সম্ভাবনা হলো, কোনো না কোনো সময় নিশ্চয়ই তাঁরা ওহী লিখেছেন। এখানে উল্লেখিতদের মধ্যে প্রথম ছয়জন ওহী লেখায় বিশেষ প্রসিদ্ধি পেয়েছেন।

[৬১] ইনি প্রাথমিক যুগে কিছুদিন ওহী লিখে একসময় মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন বলে বেড়াতেন, 'মুহাম্মদের ওহী লেখায় আমি ওলট-পালট করতাম; আর তিনি বলতেন, 'তোমার যেভাবে ইচ্ছে লিখ।'' পরে ফতহে মক্কার পর আবার তিনি মুসলমান হন। -আসসীরাতুল হালাবিয়্যা ৭/৩৬।

২০. হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাযি.
২১. হযরত আমের বিন ফুহাইরা রাযি.
২২. হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান রাযি.
২৩. হযরত আলা বিন হাজরামী রাযি.
২৪. হযরত আমর বিন আস রাযি.
২৫. হযরত মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাযি.
২৬. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল রাযি.[৬২]
(সূত্রঃ আসসীরাতুল হালাবিয়্যা ৭/৩৭)

ক্বারী সাহাবীদের নাম[৬৩]

১. হযরত ওসমান বিন আফফান রাযি.
২. হযরত আলী বিন আবু তালেব রাযি.
৩. হযরত উবাই বিন কা'ব রাযি.[৬৪]
৪. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.
৫. হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাযি.
৬. হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি.
৭. হযরত আবুদ দারদা রাযি.

সাহাবীদের মধ্যে যারা হাফেজ[৬৫] ছিলেন

ক. মুহাজিরদের থেকেঃ ১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ২. হযরত ওমর ফারুক রাযি. ৩. হযরত ওসমান গনী রাযি. ৪. হযরত আলী রাযি. ৫. হযরত তালহা রাযি. ৬. হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি. ৭. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. ৮. হযরত হুজাইফা রাযি. ৯. হযরত সালেম রাযি. (মাওলা আবি হুজাইফা) ১০. হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. ১১. হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি. ১২. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. ১৩. হযরত আমর বিন আস রাযি. ১৪.

---

[৬২] প্রসিদ্ধ মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের পুত্র।
[৬৩] দেখুনঃ তাবাকাতুল কুররা, আল্লামা যাহাবী, পৃঃ ৫-১৯।
[৬৪] হযরত উবাই বিন কা'ব থেকে বহুসংখ্যক সাহাবি কুরআন শিখেছেন; যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ প্রমুখ।
[৬৫] অর্থাৎ সম্পূর্ণ কুরআন যাদের মুখস্থ ছিলো।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাযি. ১৫. হযরত মুয়াবিয়া রাযি. ১৬. হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাযি. ১৭. হযরত আব্দুল্লাহ বিন সায়েব রাযি. ১৮. হযরত আয়শা রাযি. ১৯. হযরত হাফসা রাযি. ২০. হযরত উম্মে সালামা রাযি.।

খ. আনসারদের থেকে: ১. হযরত উবাই বিন কাব রাযি. ২. হযরত মুআজ বিন জাবাল রাযি. ৩. হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাযি. ৪. হযরত আবুদ্দারদা রাযি. ৫. হযরত মুজাম্মা' বিন জারিয়া রাযি. ৬. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. ৭. হযরত আবু যায়েদ রাযি. (হযরত আনাস রাযি. এর আত্মীয়)।[৬৬]

কুরআন সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

* ১২ হিজরী সনে ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেজ সাহাবী শহীদ হওয়ার পর হযরত ওমর রাযি. এর পরামর্শে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. বিভিন্নজনের কাছে সংরক্ষিত বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে কুরআন শরিফ এক জায়গায় সংকলিত করার সিদ্ধান্ত নেন।

* এই সংকলনের দায়িত্ব দেয়া হয় হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাযি. কে। তিনি ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে কারও কাছে বিভিন্ন ধাতুতে লিখিত, কারও মুখস্থ- সব সূত্র থেকে সংগ্রহ করে কুরআনে কারীমের একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। এক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সাক্ষী-সবুদেরও বাধ্যবাধকতা রাখা হয়।

* হযরত আবূ বকর রাযি. এর আমলে সংকলিত কুরআনের কপিতে আয়াত ও সুরাগুলোকে ক্রমানুসারে বিন্যাস্ত করা হয়েছিলো। তবে তাতে أحرف سبعة বা আরবের যে কয়টি গোত্রের ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিলো, তার সবগুলোই বহাল রাখা হয়েছিলো। এই সংকলিত কপিটির বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার উপর সাহাবায়ে কেরাম একমত হয়েছিলেন।

* হযরত আবূ বকর রাযি. এর সংকলিত কপি ছাড়াও অনেক সাহাবীর কাছে নিজস্ব কিছু কপি ছিলো। সেগুলোর বিন্যাসেও কিছু পার্থক্য ছিলো।

* হযরত আবূ বকর রাযি. এর সংকলিত কপিটি ওফাত পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিলো। তাঁর ওফাতের পর এটি হযরত ওমর রাযি. এর কাছে যায়। তাঁর

---

[৬৬] দেখুন: মানাহিলুল ইরফান ১/১৮১।

ইন্তেকাল হলে এটি যায় তাঁরই কন্যা হযরত হাফসা রাযি. এর কাছে। পরবর্তীতে হযরত ওসমান রাযি. কুরআন সংকলনের ইচ্ছা করলে হযরত হাফসা রাযি. থেকে এই কপিটি চেয়ে নেন এবং প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পর আবার ফেরত দেন। মৃত্যু পর্যন্ত এটি তাঁর কাছেই ছিলো। মারওয়ান বিন হাকাম একবার চেয়ে পাঠালেও তিনি দেননি। তাঁর ইন্তেকালের পরপরই মারওয়ান হযরত হাফসা রাযি. এর ভাই হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি. এর কাছে আবার সেটা চেয়ে পাঠান। এবার কপিটি তার হস্তগত হলো। কিন্তু কপিটি পাওয়ার পর মারওয়ান সেটি টুকরো টুকরো করে ফেলেন। কারণ হিসেবে বলেন, 'এই কপি মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।' বিভ্রান্তির আশংকার কারণ হলো, সেটিতে একাধিক রীতি (أحرف سبعة) উল্লেখ ছিলো, যা হযরত ওসমান রাযি. এর কপিতে বাদ দেয়া হয়েছিলো।

* দ্বিতীয় দফায় কুরআন সংকলনের কাজ শুরু করেন হযরত ওসমান রাযি.। তখন ইসলাম দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো; আর কোনো কোনো সাহাবীর ভিন্ন ভিন্ন মুসহাফ[৬৭] থাকায় একেক অঞ্চলে একেক রীতির তেলাওয়াত চলতে লাগলো। তাই অভিন্ন একটি মুসহাফ প্রবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়েছিলো। এই প্রয়োজন থেকেই ২৪ হিজরী সনে হযরত ওসমান রাযি. অভিন্ন মুসহাফ প্রচলনের উদ্যোগ নেন।

* হযরত ওসমান রাযি. এই কাজের দায়িত্ব দেন চারজন সাহাবীকে। ১. হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাযি. ২. হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাযি. ৩. হযরত সাঈদ বিন আস রাযি. ৪. হযরত আব্দুর রহমান বিন হারেস রাযি.। তাঁদের কাজ ছিলো, হযরত আবূ বকর রাযি. এর যুগে প্রস্তুতকৃত মুসহাফ থেকে অনুলিপি করে নতুন মুসহাফ তৈরি করা এবং সেখানে যে একাধিক রীতি (أحرف سبعة) উল্লেখ ছিলো সেগুলো পরিহার করে শুধু কুরায়শের (হেজাযের) রীতি উল্লেখ করা। সবগুলো রীতি উল্লেখ করলে সাধারণ মুসলমানদের জন্য জটিলতা তৈরি হতে পারে এই আশংকা থেকে এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়।

* এভাবে চূড়ান্ত মুসহাফ তৈরি হওয়ার পর তাকে আরও চার কপি করে মোট পাঁচ কপি করা হয়। এক কপি হযরত ওসমান রাযি. নিজের কাছে রাখেন। আরেকটি সাধারণ মদিনাবাসীর জন্য দিয়ে দেন। আর বাকি তিনটি কুফা, বসরা

[৬৭] কুরআনের কপিকে মুসহাফ বলা হয়।

ও শামে[৬৮] পাঠিয়ে সবাইকে এই মুসহাফ অনুসরণের নির্দেশ দেন। এবং এই মুসহাফ ছাড়া যার কাছে যত মুসহাফ ছিলো সব পুড়িয়ে দেয়ার আদেশ দেন। ফলে পুরো মুসলিম জাহানে অভিন্ন মুসহাফ প্রবর্তিত হয়।[৬৯]

উসমানি মুসহাফগুলো এখন কোথায়

এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ তথ্য অজানা। বিভিন্ন দেশে যাদুঘরে রক্ষিত কোনো কোনো মুসহাফ 'মুসহাফে উসমানি' হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও অনেকক্ষেত্রেই তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তাছাড়া এ মুসহাফগুলোতে এমন কারুকাজ আর নকশা রয়েছে যা মুসহাফে উসমানিতে ছিলো না। তবে শামে যে কপিটি পাঠানো হয়েছিলো সেটার মোটামুটি খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এই মুসহাফটি দিমাশকের জামে উমাবীতে সংরক্ষিত ছিলো। আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, তিনি সেটা নিজে দেখেছেন। ইবনে কাসীরের মতে মুসহাফটি ৫১৮ হিজরীতে তাবারিয়া থেকে জামে উমাবীতে স্থানান্তরিত হয়। ইবনে বতুতাও এই মুসহাফটি দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। হিজরী ১৪ শতকের শুরু পর্যন্ত কপিটি সেখানেই বিদ্যমান ছিলো। এরপর এটি হারিয়ে যায়। কারও কারও ধারণা, ১৩১০ হিজরীতে জামে উমাবীতে যে অগ্নিকাণ্ড হয়, তাতে এটি পুড়ে যায়। আবার অনেকে মনে করেন, এটি এখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে কিছুদিন লেলিনগ্রাদে রুশ সম্রাটদের অধীনে ছিলো; তারপর এটি ইংল্যান্ডে চলে যায়।[৭০]

হযরত ওসমান রাযি. নিজের কাছে যে কপিটি রেখেছিলেন এবং যেটি তেলাওয়াতরত অবস্থায় শহীদ হয়েছিলেন, তার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হলো, সেটি তুরস্কের তোপকাপি যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে এবং রক্তমাখা একটি পৃষ্ঠার ছবিও অনেক জায়গায় দেখা যায়। কতটুকু সত্য- আল্লাহই ভালো জানেন।

কুরআনের লিখন-পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য

আমরা খেয়াল করে থাকব, আমাদের মুসহাফের অনেক শব্দ প্রচলিত বানানে লেখা হয়নি। এই বিশেষ লিখন-পদ্ধতি এমনি-এমনি আসেনি। এটি মুসহাফে

---

[৬৮] কেউ কেউ বলেন, মোট আট কপি ছিলো। মক্কা, ইয়ামান ও বাহরাইনেও একটি করে কপি পাঠানো হয়েছিলো।

[৬৯] জামউল কুরআন ফী আহদিল খুলাফাইর রাশিদীন, ড. ফাহদ বিন আব্দুর রহমান রুমী।

[৭০] মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন: ড. সুবহী সালেহ।

উসমানির লিখন-পদ্ধতি, যা এখনও পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে আসছে। হযরত উসমান রাযি.-কর্তৃক কুরআন সংকলিত হওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমত্যে এই লিখন-পদ্ধতি বা রসমে খত গৃহীত হয়েছে। এই বিশেষ পদ্ধতিকে 'রসমে উসমানী' বলা হয়।

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী 'রসমে উসমানী'র ব্যতিক্রম করে সাধারণভাবে প্রচলিত লিখন-পদ্ধতিতে কুরআনে কারীম লেখা বৈধ নয়।[৭১]

সাধারণ লিখন পদ্ধতির ব্যতিক্রম 'রসমে উসমানী'র কিছু নিয়ম এই:

- বিশেষ জায়গা[৭২] থেকে কোনো বর্ণ বিলুপ্ত করা। যেমন:

সাধারণ নিয়ম	রসমে উসমানী	সাধারণ নিয়ম	রসমে উসমানী
يا أيها الناس	يٰٓأَيُّهَا الناس	أنجيناكم	انجينٰكم
الرحمان	الرحمٰن	الشياطين	الشيٰطين
أطيعوني	اطيعونِ	يستوون	يستوٗن
باسم الله	بسم الله	إبراهيم	ابراهٖم

- কোনো জায়গায় অতিরিক্ত বর্ণ বৃদ্ধি করা। যেমন:

সাধারণ নিয়ম	রসমে উসমানী	সাধারণ নিয়ম	রসমে উসমানী
مئة	مائة	أطعنا الرسول	اطعنا الرسولا
بنو إسرائيل	بنوا اسراءيل	تفتأ	تفتؤا

- এক বর্ণকে অন্য বর্ণে রূপান্তরিত করা। যেমন:

সাধারণ নিয়ম	রসমে উসমানী	সাধারণ নিয়ম	রসমে উসমানী
الصلاة	الصلوة	الزكاة	الزكوة
يتوفاكم	يتوفّٰكم	لعنة الله	لعنت الله[৭৩]

[৭১] দেখুন: মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন, মান্না আল কাত্তান, পৃ: ১৩৯-১৪২।
[৭২] বিশেষ জায়গাগুলো বিস্তারিত দেখুন 'মানাহিলুল ইরফান, পৃ: ২৭২-২৭৩'-এ।
[৭৩] কোথাও কোথাও, সর্বত্র নয়।

- একাধিক কেরাতের সুযোগ রাখা। অর্থাৎ কোনো শব্দে যদি একাধিক কেরাত প্রমাণিত থাকে, তাহলে মুসহাফে সে শব্দ এমন বানানে লেখা হয়েছে, যাতে সবগুলো কেরাত তাতে ধারণযোগ্য হয়। যেমনঃ

সাধারণ নিয়ম	রসমে উসমানী	একাধিক সম্ভাবনা
مالك	مٰلك	ফলে শব্দটিকে مَلِك (মদ ছাড়া)-ও পড়া যায়, যেমনটি অন্য কেরাতে রয়েছে।
يخادعون	يُخٰدِعون	ফলে শব্দটিকে يَخْدَعُوْن ও পড়া যায়, যেমন অন্য কেরাতে রয়েছে।
غيابة الجب	غَيَٰبَتِ الجب	ফলে শব্দটিকে غَيَابْتِ الجب (বহুবচন করে)-ও পড়া যায়, যেমন অন্য কেরাতে রয়েছে।

(সূত্রঃ মানাহিলুল ইরফান, পৃঃ ২৭২-২৭৪)

ইলমে তাফসিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নবীযুগে তাফসীর

পবিত্র কুরআনের প্রথম মুফাসসির স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তিনি নিজেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কুরআন বোঝানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ثم إن علينا بيانه

'অতপর তার (কুরআনের) ব্যাখ্যা আমারই দায়িত্বে।' (সুরা কিয়ামাহঃ ১৯)

তাই রাসুলুল্লাহ সা. কুরআনের যাবতীয় ব্যাখ্যা জানতেন। তার দায়িত্ব ছিল, উম্মতকেও প্রয়োজনমতো তাফসীর শিক্ষা দেয়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শুনে শুনে সাহাবায়ে কেরাম তাফসিরের বিভিন্ন বিষয় জানতে থাকলেন। আবার অনেক বিষয় তারা কুরআনের অন্যান্য আয়াত, নিজস্ব চিন্তা-গবেষণা ও ভাষাজ্ঞানের সাহায্যেও সমাধান করতেন।

সাহাবীদের যুগে তাফসীর

সাহাবায়ে কেরামের তাফসীর বোঝার উৎস ছিল ৩ টি:

১. কুরআনে কারীম। কারণ, অনেক আলোচনা কুরআনের এক জায়গায় সংক্ষিপ্ত, আবার আরেক জায়গায় বিস্তারিত এসেছে।

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোনো কিছু বুঝে না এলে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর শরণাপন্ন হতেন। প্রয়োজন মনে হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা করে দিতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হল, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم... অর্থাৎ, 'যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে কোনো জুলুমের মিশ্রণ ঘটায়নি, তাদের জন্য নিরাপত্তা...', সাহাবায়ে কেরামের কাছে বিষয়টি কঠিন মনে হল। তারা বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমাদের কে এমন আছে, যে নিজের উপর জুলুম করেনি!' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা যা বুঝেছ, তা নয়। নেককার বান্দা (হযরত লুকমান আ.) তার ছেলেকে কী বলেছেন শোননি? ' إن الشرك لظلم عظيم অর্থাৎ শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।' ওই আয়াতেও জুলুম বলতে শিরক উদ্দেশ্য। (বুখারি ও মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তাফসীরগুলো বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে 'তাফসীর অধ্যায়' শিরোনামে উল্লেখ আছে।

৩. চিন্তা-গবেষণা। যদি কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা সাহাবায়ে কেরাম কুরআনেও না পেতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায়ও না পেতেন, তবে নিজেরা ইজতেহাদ করতেন।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা তাফসিরের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন চার খলিফা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, উবাই বিন কা'ব, যায়েদ বিন সাবেত, আবু মুসা আশআরি, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আনাস বিন মালেক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস, আয়শা রাযি. প্রমুখ। এই সাহাবীদের থেকে তাফসিরের অনেক বর্ণনা রয়েছে।

সাহাবীদের যুগ পর্যন্ত তাফসিরের কোনো গ্রন্থ লেখা হয়নি। তাফসীর তখন হাদিসেরই একটি অংশ ছিল। যেহেতু হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দির আগে হাদিস সংকলিত হয়নি, তাফসিরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়।

তাবেয়ীদের যুগে তাফসীর

সাহাবীদের যুগে যেমন অনেকে তাফসিরের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাবেয়ীদের মধ্যেও অনেকে এই শাস্ত্রে অগ্রগামী হলেন। তাফসিরের ক্ষেত্রে তারা কুরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের বাণী, আহলে কিতাব থেকে প্রাপ্ত তাদের আসমানি কিতাবের বিভিন্ন বক্তব্য ও নিজস্ব চিন্তা-গবেষণার উপর নির্ভর করতেন।

এ সময় ইসলামি রাষ্ট্রের আয়তন অনেক বেড়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় তাদের ছাত্রমহল গড়ে ওঠে, তাফসিরেরও বিভিন্ন কেন্দ্র তৈরি হয়।

মক্কায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সেখানে তার প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে আছেন হযরত সাঈদ বিন জুবাইর, মুজাহিদ, ইকরিমা মাওলা ইবনে আব্বাস, তাউস বিন কাইসান, আতা বিন আবি রাবাহ রহ. প্রমুখ।

মদিনায় তৈরি হয় হযরত উবাই বিন কাবের কেন্দ্র। তার ছাত্রদের মধ্যে আছেন হযরত যায়েদ বিন আসলাম, আবুল আলিয়া রহ. প্রমুখ।

ইরাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ছাত্রদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়েছেন হযরত আলকামা ইবনে কাইস, মাসরুক, আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ, শা'বী, হাসান বসরী, কাতাদা রহ. প্রমুখ।

তাবেয়ীদের যুগে এরাই ছিলেন প্রসিদ্ধ তাফসীরবিদ, যাদের থেকে তাবে তাবেয়ীন তাফসীর শিখেছেন। উল্লেখ্য, এই যুগেও তাফসীর মূলত বর্ণনা-নির্ভর ছিল। হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাই ছিল তার মূল চালিকাশক্তি।

সংকলনের যুগে তাফসীর

বনু উমাইয়ার খেলাফতের শেষদিকে হাদিস ও তার সাথে তাফসীর সংকলন শুরু হয়। হাদিসের বিভিন্ন কিতাবের অন্তর্ভুক্ত তাফসিরের অধ্যায়ে তাফসিরের বর্ণনাগুলো লিপিবদ্ধ হতে থাকে। প্রথমদিকে তাফসিরের পৃথক কিতাব লেখা হয়নি।

সর্বপ্রথম সুরা ও আয়াতের বিন্যাসে তাফসিরের পৃথক কিতাবে লিখেন, ইমাম ইবনে মাজা (মৃত্যু ২৭৩ হি.), ইবনে জারির তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হি.), ইবনে আবী হাতেম (মৃত্যু ৩২৭ হি.), হাকিম নাইসাবুরী (মৃত্যু ৪০৫ হি.) প্রমুখ। এদের তাফসিরের ভিত্তি ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীন থেকে বর্ণিত বাণী। তবে কিছু কিছু জায়গায় আয়াত থেকে বিধান আহরণ, ব্যাকরণিক বাক্য-বিশ্লেষণ, দ্বন্দ্বপূর্ণ একাধিক বর্ণনার সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে তারা নিজস্ব গবেষণা কাজে লাগিয়েছেন।

উল্লেখ্য, বর্ণনানির্ভর তাফসীরকে 'তাফসীর বির রিওয়ায়াহ' বলে। প্রথমযুগে শুধু এই প্রকারের তাফসীরই বিদ্যমান ছিল। এরপর ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যে নানা মতবাদ ও মাজহাব গড়ে ওঠে, নতুন নতুন শাস্ত্রের চর্চা হতে থাকে। ফলে নিজ মাজহাব বা শাস্ত্রকে উপজীব্য করে তাফসীর লেখার প্রচলন শুরু হয়। আকলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানসমূহের আলিমের তাফসিরে গুরুত্ব পেল তার সেসব শাস্ত্র; এর উদাহরণ ইমাম ফখরুদ্দিন রাযির তাফসীর। ইমাম জাসসাস ও কুরতুবির মতো ফকিহদের তাফসিরে প্রাধান্য পেল ফিকহী মাসআলা-মাসায়েল। ইতিহাসবিদের তাফসিরে গুরুত্ব পেল বিভিন্ন ঘটনা ও ইতিহাস, যেমন সা'লাবীর তাফসীর। বিভিন্ন ভ্রান্ত মতাদর্শে বিশ্বাসী আলিম কুরআনের আয়াতকে তাদের পক্ষে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, যেমনটা করেছেন মুতাযিলা মাজহাবের অনুসারী আল্লামা যমখশরি। এছাড়া নাহু-সরফ বা আরবি ব্যাকরণকে মূল উপজীব্য করেও তাফসীর লেখা হল, যেমন আবু হাইয়ানের তাফসীর।

এভাবে নিজস্ব চিন্তা ও জ্ঞানের আলোকে যে তাফসীর করা হয়, তাকে 'তাফসীর বিদ দিরায়াহ' বলে। পরবর্তী যুগে এই প্রকারের তাফসীরই অধিক প্রচলিত হয়েছে। এই ধারা এখনও অব্যাহত। সাম্প্রতিককালেও আধুনিক যুগের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকার, কুরআনের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন তাফসীর লেখা হয়েছে, যেমন সাইয়েদ কুতুবের 'ফী যিলালিল কুরআন' ও সাইয়েদ রশিদ রেযার 'তাফসীরুল মানার'। এছাড়া আরেকটি তাফসীর লেখা হয়েছে শুধু বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে, সেটি হল শাইখ তানতাবী জাওহারীর 'জাওয়াহেরুল কুরআন'।[৭৪]

---

[৭৪] মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন, মান্না আল কাত্তান, পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৫৩ (পরিমার্জিত)।

মুফাসসির সাহাবীদের নাম

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.
২. হযরত ওমর ফারূক রাযি.
৩. হযরত ওসমান গনী রাযি.
৪. হযরত আলী মুরতাযা রাযি.
৫. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.
৬. হযরত উবাই বিন কা'ব রাযি.
৭. হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাযি.
৮. হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি.
৯. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.
১০. হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাযি.
১১. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি.
১২. হযরত আবূ হুরায়রা রাযি.
১৩. হযরত জাবের রাযি.
১৪. হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.

মুফাসসির তাবেয়ীদের নাম

ক. মক্কায়:

১. হযরত মুজাহিদ রহ. ২. হযরত আতা বিন আবু রাবাহ রহ. ৩. হযরত ইকরিমা রহ. (তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের গোলাম ছিলেন) ৪. হযরত সাঈদ বিন জুবাইর রহ. ৫. হযরত তাউস বিন কাইসান রহ.।

খ. মদিনায়:

১. হযরত যায়েদ বিন আসলাম রহ. ২. হযরত আবুল আলিয়া রহ. ৩. হযরত মুহাম্মাদ বিন কা'ব কুরাযী রহ.।

গ. ইরাকে:

১. হযরত আলকামা বিন কায়েস ২. হযরত আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ ৩. হযরত আমের শা'বী ৪. হযরত মাসরূক বিন আজদা' রহ. ৫. হযরত ক্বাতাদা বিন দিয়ামা রহ. ৬. হযরত হাসান বসরী রহ. ৭. হযরত আতা বিন মুসলিম খুরাসানী রহ. ৮. হযরত মুররা হামদানী রহ.।

মুফাসসিরের জন্য যে ইল্‌মগুলো অপরিহার্য

১. علم اللغة (ভাষার জ্ঞান) ২. علم النحو (আরবী বাক্যগঠনশাস্ত্র) ৩. علم الصرف (আরবী শব্দগঠনশাস্ত্র) ৪. علوم البلاغة (আরবী অলংকারশাস্ত্র) ৫. علم أصول الفقه (ফেকাহর মূলনীতি) ৬. علم التوحيد (তাওহিদের জ্ঞান) ৭. أسباب النزول (শানে নুযূলের জ্ঞান) ৮. علم القصص (অতীত ঘটনাবলীর জ্ঞান) ৯. علم الناسخ والمنسوخ (নাসেখ-মানসূখের জ্ঞান) ১০. علم الحديث (হাদীসের জ্ঞান) ১১. علم القراءة (কেরাতের জ্ঞান) ১২. العلم الوهبي (আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান)।[৭৫]

প্রসিদ্ধ কয়েকটি তাফসীরগ্রন্থের নাম

১. তাফসিরে বাকী বিন মাখলাদ, লেখক: বাকী বিন মাখলাদ বিন ইয়াযীদ আন্দালুসী কুরতুবী, মৃত্যু: ২৭৬ হি.।

এই তাফসিরের কোনো পাণ্ডুলিপি এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। ইবনে হাযম জাহিরি রহ. ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যে কিতাবটির প্রশংসা পাওয়া যায়। তাফসীরটি পাওয়া গেলে তা সবচেয়ে প্রাচীন তাফসীরগ্রন্থ হতো।

২. তাফসিরে ইবনে জারীর তাবারী, লেখক: আবূ জাফর মুহাম্মাদ বিন জারীর তাবারী, মৃত্যু: ৩১০ হি.। এই তাফসীরগ্রন্থটির আসল নাম 'জামেউল বায়ান'। বর্ণনানির্ভর তাফসিরের মৌলিক কিতাব হিসেবে গণ্য।

৩. আহকামুল কুরআন, লেখক: ইমাম আবু বকর জাসসাস রাযী, মৃত্যু: ৩৭০ হি.।

এই তাফসিরে মূলত শুধু আহকাম-সম্পর্কিত আয়াতগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আবু বকর জাসসাস বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ও উসুলবিদ। তিনি হানাফী উসুলের আলোকে আয়াত থেকে মাসআলার ইস্তিম্বাত (উদ্ভাবন) দেখিয়েছেন।

৪. তাফসিরে সমরকন্দী, লেখক: ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দী, মৃত্যু: ৩৭৩ হি.। এটি একটি রেওয়ায়েতনির্ভর তাফসীরগ্রন্থ। তাফসীরটির মূল নাম 'বাহরুল উলূম'।

---

[৭৫] মানাহিলুল ইরফান ১/৩৮৩।

৫. তাফসিরে বাগাবী, লেখক: আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ হুসাইন বিন মাসউদ বাগাবী শাফেয়ী, মৃত্যু: ৫১০ হি.। তাফসীরটির মূল নাম 'মাআলিমুত তানযীল' (معالم التنزيل)।

৬. তাফসিরে কাবির, লেখক: আল্লামা ফখরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ওমর রাযী, মৃত্যু: ৬০৬ হি.। তাফসীরটির মূল নাম, 'মাফাতীহুল গাইব'।

ইলমে কালামকে মূল উপজীব্য করে লেখা প্রসিদ্ধ তাফসীর।

৭. তাফসিরে কুরতুবী, লেখক: আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ খাযরাজী কুরতুবী, মৃত্যু: ৬৭১ হি.। তাফসীরটির মূল নাম, আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন'।

মালেকী মাজহাবের ফেকাহকে মূল উপজীব্য করে লিখিত।

৮. তাফসিরে বায়যাবী, লেখক: আল্লামা নাসিরুদ্দীন বায়যাবী, মৃত্যু: ৬৮৫/৬৯১ হি.।

৯. তাফসিরে মাদারিকুত তানযীল, লেখক: আল্লামা আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ নাসাফী, মৃত্যু: ৭১০ হি.।

১০. তাফসিরে খাযেন, লেখক: আল্লামা আলাউদ্দীন আলী বিন মুহাম্মাদ খাযেন, মৃত্যু: ৭৪১ হি.।

১১. আলবাহরুল মুহীত, লেখক: আবূ হাইয়ান মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আন্দালুসী, মৃত্যু: ৭৪৫ হি.।

আরবি ব্যাকরণ-বিষয়ক আলোচনা এই তাফসিরের বৈশিষ্ট্য।

১২. তাফসিরে ইবনে কাসীর, লেখক: আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন কাসীর শাফেয়ী, মৃত্যু: ৭৭৪ হি.। তাফসীরটির মূল নাম 'তাফসীরুল কুরআনিল আজীম'।

বর্ণনানির্ভর তাফসিরের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব।

১৩. তাফসিরে গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান, লেখক: আল্লামা নিজামুদ্দীন হাসান বিন মুহাম্মাদ নাইসাবুরী, মৃত্যু: ৮৫০ হিজরীর পর।

১৪. তাফসিরে জালালাইন, লেখক: আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ মহল্লী, মৃত্যু:

৮৬৪ হি. ও আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সুয়ূতী, মৃত্যুঃ ৯১১ হি.।

প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ। তাফসীরটি উপমহাদেশের প্রচলিত দরসে নেযামিরও পাঠ্যভূক্ত।

১৫. আদ্‌দুররুল মানসূর, লেখকঃ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, মৃত্যুঃ ৯১১ হি.।

এই কিতাব তাফসীর-সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েত এক মলাটে সন্নিবেশিত করার জন্য বিখ্যাত।

১৬. তাফসিরে আবুস সুঊদ, লেখকঃ আল্লামা আবুস সাউদ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুস্তাফা ইমাদী, মৃত্যুঃ ৯৮২ হি.।

এই তাফসীর প্রয়োজনীয় তাহকিক ও তারকিবসহ আয়াতের মর্ম বুঝতে সহায়ক। তরজমায়ে কুরআনের ছাত্রদের জন্য এই গ্রন্থ বিশেষ উপকারী।

১৭. তাফসিরে মাজহারী, লেখকঃ আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, মৃত্যুঃ ১২২৫ হি.।

১৮. তাফসিরে রূহুল মাআনী, লেখকঃ আল্লামা শিহাবুদ্দীন মাহমূদ বিন আব্দুল্লাহ আলূসী, মৃত্যুঃ ১২৭০ হি.।

এই তাফসীরকে সকল তাফসীরগ্রন্থের জামে' বা সমষ্টি বলা হয়ে থাকে।

১৯. তাফসিরে বয়ানুল কুরআন, লেখকঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মৃত্যুঃ ১৩৬২ হি.।

উর্দুভাষায় লিখিত গবেষণামূলক ও বরকতময় তাফসীর।

২০. তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন, লেখকঃ মুফতি মুহাম্মাদ শফী, মৃত্যুঃ ১৩৯৬ হি.।

এই তাফসিরে কুরআনে কারীমের শিক্ষা, মর্ম ও আয়াত সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলেম ও গায়রে আলেম সবার জন্য উপকারী।

বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের প্রথম তাফসীরলেখক

ক্রঃ	ভাষা	প্রথম তাফসীরলেখক	সাল
১	বাংলা	মাওলানা বাবর আলী[৭৬]	১৮৯৫ ঈ.
২	উর্দু	শাহ আব্দুল কাদের	১২৪৫ হি.
৩	ফার্সি	শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী	৮৪৮ হি.
৪	হিন্দি	আহমদ শাহ মাসিহী	১৯১৬ ঈ.
৫	কাশ্মিরী	মুহাম্মদ ইয়াহইয়া শাহ	১৯৮৭ ঈ.
৬	ইংরেজি	আলেকজান্ডার রোস	১৬৪৮ ঈ.
৭	জার্মান	মার্টিন লুথার	১৫ ঈ.
৮	ফরাসি	আন্দ্রে ডুর‍্যেয়ার	১৬৪৭ ঈ.
৯	ইটালিয়ান	আন্দ্রে অ্যারি ভ্যারিনি	১৫৪৭ ঈ.
১০	রুশ	সিনেট পিন্টার থেকে প্রকাশিত	১৭৭৬ ঈ.
১১	চীনা	পাও মেন চেং	১৯২৩ ঈ.
১২	কোরিয়ান	মং সান কিম	১৯৭১ ঈ.
১৩	আফ্রিকান	ইসমাঈল আব্দুর রাজ্জাক	১৯৬০ ঈ.
১৪	সুদানি	এইচ কামরুদ্দীন সালেহ	১৯৭১ ঈ.
১৫	রুমানিয়ান	ইউসুফ কুল	১৯১২ ঈ.

কুরআন বোঝায় সহায়ক আরও কিছু কিতাব

১. আসবাবুন নুযূল, লেখক: আল্লামা আবুল হাসান আলী বিন আহমাদ ওয়াহেদী, মৃত্যু: ৪৬৮ হি.।

[৭৬] মাওলানা আব্বাস আলী কৃত অনুবাদের উপর তিনি টিকা সংযোজন করেছিলেন; এটাকেই প্রথম তফসির হিসেবে ধরে নেয়া যায়। তবে প্রথম পূর্ণাঙ্গ তফসির হিসেবে গণ্য করা যায় তাফসিরে বয়ানুল কুরআনের অনুবাদকে। কয়েকজন অনুবাদক ১৯৪৯ সালে এর অনুবাদ শুরু করে ১৯৬১ সালে সমাপ্ত করেন। আর অনুবাদ ছাড়া বাংলায় রচিত প্রথম মৌলিক তাফসির হলো মাওলানা আমীনুল ইসলাম রহ. রচিত 'তাফসিরে নূরুল কুরআন'। ১৯৮৮ সালে এর প্রকাশ শুরু হয়।

২. লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবিন নুযূল, লেখক: আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, মৃত্যু: ৯১১ হি.।

৩. আন-নাসিখু ওয়াল মানসূখ, লেখক: আল্লামা আবূ জাফর নাহ্‌হাস, মৃত্যু: ৩৩৮ হি.। এ বিষয়ে আরও অনেকের কিতাব রয়েছে।

৪. আল-মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন, লেখক: আল্লামা রাগেব আসফাহানী, মৃত্যু: ৫০২ হি.।

৫. ইরাবুল কুরআন ওয়া বায়ানুহু, লেখক: শাইখ মুহিউদ্দীন দরবেশ। এটি এ বিষয়ে আধুনিককালে লেখা কিতাব এবং সবচেয়ে সুবিন্যাস্ত। এরাবুল কুরআন বিষয়ে পূর্ববর্তী অনেক আলেমেরও কিতাব রয়েছে।

৬. আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন, লেখক: আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, মৃত্যু: ৯১১ হি.। উলূমুল কুরআন বিষয়ক আরও অনেকের কিতাবের মধ্যে সাম্প্রতিককালে লেখা মান্না আল ক্বাত্তানের 'মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন'ও রয়েছে, যা সহজবোধ্য ও সুবিন্যাস্ত।

৭. কাসাসুল কুরআন, লেখক: মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবী, মৃত্যু: ১৩৮২ হি.। এ কিতাবে কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

৮. আতলাসুল কুরআন, লেখক: ড. শওকী আবূ খলীল। এ কিতাবে কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন স্থান ও ঘটনার মানচিত্র দেখানো হয়েছে।

কুরআন অনুবাদের কয়েকটি মূলনীতি

১. কুরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালার নিজ কথা হিসেবে উল্লিখিত 'عسى' ও 'لعل' শব্দদুটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে تعليل বা কারণ-বর্ণনার অর্থ দেয়। তবে যেখানে মানুষের কথার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভিন্ন।

২. কুরআনে ব্যবহৃত 'كان'-এর ৫ ধরনের অর্থ হতে পারে[৭৭]:

(ক) চিরকাল আছে ও থাকবে- এমন অর্থ। যেমন, وكان الله عليما حكيما।

(খ) পূর্বে ছিল, এখন নেই- এমন অর্থ। যেমন, وكان في المدينة تسعة رهط।

(গ) বর্তমানে আছে- এমন অর্থ। যেমন, كنتم خير أمة أخرجت للناس।

---

[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৫।

(ঘ) ভবিষ্যতে হবে- এমন অর্থ। যেমন, يخافون يوما كان شره مستطيرا।

(ঙ) রূপান্তরিত হয়েছে (صار)- এমন অর্থ। যেমন,

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين

৩. কুরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালার জন্য ব্যবহৃত বহুবচনের যমিরগুলোর অনুবাদ একবচনে হওয়া চাই। কারণ, আরবিতে সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহারের প্রচলন থাকলেও বাংলায় তেমনটি নেই।[৭৮]

৪. কুরআনে কারীমের অনুবাদগ্রন্থের সাথে প্রয়োজনীয় টীকা সংযুক্ত থাকা কাম্য। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ছাড়া শুধু অনুবাদ ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে।

বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের প্রথম অনুবাদক

ক্রঃ	ভাষা	প্রথম অনুবাদক	সাল
১	বাংলা	গোলাম আকবর[৭৯]	১৮৬৮ ঈ.
২	উর্দু	আব্দুস সালাম মুহাম্মদ	১৮২৮ ঈ.
৩	ফার্সি	কামালুদ্দীন হুসাইন	১৮৩৭ ঈ.
৪	হিন্দি	আহমদ শাহ মাসিহী	১৯১৬ ঈ.
৫	কাশ্মিরী	মুহাম্মদ ইয়াহইয়া শাহ	১৯৮৭ ঈ.
৬	ইংরেজি	আলেকজান্ডার রোস	১৬৪৮ ঈ.
৭	জার্মান	সলোমন স্কেইজার	১৫৪৭ ঈ.

[৭৮]মাসিক আলকাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

[৭৯] জনাব গোলাম আকবর শুধু আমপারার অনুবাদ করেছিলেন। এরপর মাওলানা আমীরুদ্দীন বসুনিয়া ১৮৮৬ সালে শুধু আমপারার অনুবাদ করেন। মওলবী নাঈমুদ্দীন নামেও একজন আলেম অনুবাদ শুরু করেছিলেন ১৮৮৭ সালে। কিন্তু অনুবাদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। প্রথম সম্পূর্ণ কুরআনের অনুবাদ করেন গিরিশ চন্দ্র সেন; ১৮৮১ সালে। তবে তাঁর অনুবাদে বেশকিছু সমস্যা ছিলো। যেমন, তিনি 'আল্লাহ' শব্দের অর্থ লিখেছেন 'ঈশ্বর'; 'রাহীম' অর্থ করেছেন 'রাম'। এ
ছাড়া তাঁর অনুবাদে অনেক আয়াতের অর্থও বিকৃত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে যিনি প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন তিনি হলেন মাওলানা আব্বাস আলী। তিনি অনুবাদ শুরু করেন ১৮৯৫ সালে। - তারীখু তারজামাতি মাআনিল কুরআনিল কারীম ইলা লুগাতিন উখরা।

ক্র:	ভাষা	প্রথম অনুবাদক	সাল
৮	ফরাসি	আন্দ্রে ডুরেয়োয়ার	১৬৪৭ ঈ.
৯	ইটালিয়ান	আন্দ্রে অ্যারি ভ্যারিনি	১৫৪৭ ঈ.
১০	রুশ	পিওটর ভি পোস্টানিকভ	১৭১৬ ঈ.
১১	চীনা	টিয়েং লি	১৯২৭ ঈ.
১২	কোরিয়ান	মং সান কিম	১৯৭১ ঈ.
১৩	আফ্রিকান	ইসমাঈল আব্দুর রাজ্জাক	১৯৬০ ঈ.
১৪	সুদানি	এইচ কামরুদ্দীন সালেহ	১৯৭১ ঈ.
১৫	রুমানিয়ান	ইউসুফ কুল	১৯১২ ঈ.

কুরআনের উল্লেখযোগ্য বঙ্গানুবাদ

১. আল কুরআনের বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এটি দক্ষ ওলামায়ে কেরাম ও বাংলা ভাষায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ড-কর্তৃক অনূদিত। সামগ্রিকভাবে এই অনুবাদ নির্ভরযোগ্য বলেই ওলামায়ে কেরাম মনে করেন।

২. আসান তরজমায়ে কুরআন। এটি মুফতি তাকী উসমানী দা. বা. এর উর্দু অনুবাদ থেকে বঙ্গানুবাদকৃত। বঙ্গানুবাদ করেছেন মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম। এর সাথে 'তাওযিহুল কুরআন' নামে মুফতি তাকী উসমানী দা. বা. এর সংক্ষিপ্ত তাফসীরও সংযুক্ত রয়েছে।

৩. তাফসিরে বুরহানুল কুরআন। এটি হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান দা. বা. এর তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় মাওলানা হেমায়েত উদ্দিন-কর্তৃক অনূদিত। সাথে রয়েছে প্রয়োজনীয় টীকা ও আয়াতের সাথে সম্পর্কিত আহকাম ও শিক্ষা। এই অনুবাদের বৈশিষ্ট হল, তা আয়াতের তারকিবের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে, যাতে তরজমা বুঝতে ছাত্রদের সুবিধা হয়। তরজমায়ে কুরআনের ছাত্রদের জন্য এই অনুবাদ যথেষ্ট উপকারী।

সাত হরফ ও সাত কেরাত

বিভিন্ন হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أنزل القرآن على سبعة أحرف অর্থাৎ কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হয়েছে। আবার আমরা জানি, কুরআনের সাত কেরাত রয়েছে। অনেকের ধারণা, হাদিসে বর্ণিত সাত হরফ আর আমাদের পরিচিত সাত কেরাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটি একটি বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা।

আমরা জানি, আরবরা নানান গোত্রে বিভক্ত ছিলো। এই গোত্রগুলোর সবার ভাষা আরবি হলেও তাদের আরবির মধ্যে আবার কিছুটা পার্থক্য ছিলো। কুরআন শরিফ শুধু কুরায়শের ভাষায় হলে অন্যান্য গোত্রের জন্য সেটা কঠিন হয়ে যেতে পারে- এই বিবেচনায় আরও ছয়টি উপভাষায় আলাদা আলাদা রীতি অবতীর্ণ হয়েছিলো। এ ব্যাপারেই أنزل القرآن على سبعة أحرف এই কথাটি বলা হয়েছে। আর যে কয়টি উপভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় 'সাত হরফ'। সে সাতটি ভাষা হলো, হেজায, হুজাইল, হাওয়াযেন, ইয়ামান, তাই, সাকীফ ও বনী তামিমের ভাষা। এই সাত হরফ এখন আর নেই। হযরত ওসমান রাযি. এর যুগে সাহাবীরা দেখলেন, প্রাথমিক যুগে নতুন মুসলমানদের জন্য সে ভাষাগুলো জরুরি হলেও তখনকার মুসলমানরা শুধু হেজাযের ভাষায়ই কুরআন শিখতে সক্ষম। তাই জটিলতা দূর করার স্বার্থে তাঁরা শুধু হেজাযের ভাষাই বহাল রাখেন।[৮০]

সাত কেরাত নামে আমরা যেটা জানি, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সাত কেরাত হল মূলত আরবি উচ্চারণরীতির বিভিন্ন নিয়ম যথা- মদ করা-না করা, তাশদিদ দেয়া-না, ইজহার-ইদগাম, পুর-বারিক ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন পাঠপদ্ধতি। সাহাবায়ে কেরাম স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসব পাঠপদ্ধতি শিখেছেন। এগুলো সবই মুসহাফে উসমানির অন্তর্ভুক্ত। মুসহাফে উসমানিকে এমনভাবেই লেখা হয়েছে, যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে প্রমাণিত সবগুলো পাঠপদ্ধতি তাতে ধারণযোগ্য হয়।[৮১]

---

[৮০] শরহু সুনানি আবী দাউদঃ আব্দুল মুহসিন আব্বাদ।

[৮১] যেমন, সুরা ফাতেহার 'মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন'; এখানে মুসহাফে উসমানিতে "ملِكِ" (মা-লিকি) লেখা হয়েছে মীমের পর আলিফ না দিয়ে, শুধু খাড়া যবর দিয়ে। ফলে এটাকে 'মালিকি' (মদ ছাড়া)-ও পড়া যায়, যেমনটি কোনো কোনো কেরাতে রয়েছে।

এসব পাঠপদ্ধতি প্রসিদ্ধ কারী সাহাবা ও তাবেয়ীদের সূত্রে বর্ণিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়েছে, এগুলোকে একেকটি কেরাত বলা হয়। যেসব কেরাত নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং বিশেষ প্রসিদ্ধি পেয়েছে, সেগুলোকে 'মুতাওয়াতির' বা 'সহিহ' কেরাত বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব কেরাতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়, সেগুলোকে বলা হয় 'শায' কেরাত।[৮২]

মুতাওয়াতির বা সহিহ কেরাতের সংখ্যা ১০ টি, যার মধ্যে ৭ টি অধিক প্রসিদ্ধ। এছাড়া বাকি কেরাতগুলো শায। শায কেরাতসমূহের মধ্যে আবার ৪ টি কেরাত বিশেষভাবে পরিচিত। এভাবে উল্লেখযোগ্য কেরাতসংখ্যা মোট ১৪ টি গণ্য করা হয়। (এই ১৪ কেরাতের পরিচিতি সামনের দুই শিরোনামে আসছে)।

এই কেরাতগুলোর কোনো বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ৩ টি শর্ত, ১। উসমানি মুসহাফগুলোর কোনো একটিতে তা ধারণযোগ্য হতে হবে। যদি কোনো বর্ণনা উসমানি মুসহাফের কোনো কপির সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে তা গ্রহণ করা হবে না। ২। আরবি ব্যাকরণ-কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে। ৩। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হতে হবে।[৮৩]

উল্লেখ্য, মুসহাফে উসমানী লিপিবদ্ধ হওয়ার পর থেকে সকল মুসহাফ 'রাসমে উসমানী'তে লেখা বাঞ্চনীয় হলেও সেগুলোতে নির্দিষ্ট কেরাত অনুযায়ী নুকতা ও হরকত লাগানোর সুযোগ রয়েছে। সেমতে বর্তমানে প্রচলিত মুসহাফগুলোর বেশিরভাগেরই নুকতা ও হরকত হযরত হাফস বিন সুলাইমান রহ. এর কেরাত অনুযায়ী লাগানো হয়ে থাকে। এই কেরাতের সনদ এই: হাফস বিন সুলাইমান রাযি.> তার উস্তাদ হযরত আসিম বিন আবুন নাজুদ রহ.> তার উস্তাদ আবু আব্দির রহমান আস-সুলামী রহ.> তার উস্তাদ হযরত আলী রাযি.> তার উস্তাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[৮৪]

---

[৮২] দেখুন: মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন, মান্না আল কাত্তান, পৃ: ১৬৩-১৬৭ ও উলুমুল কুরআন, মুফতি তাকি উসমানী, পৃ: ২০২-২০৩।

[৮৩] প্রাগুক্ত।

[৮৪] তাবাকাতুল কুররা, আল্লামা যাহাবী, পৃ: ১৪২ ও গায়াতুন নিহায়া ফী তাবাকাতিল কুররা, পৃ: ১১১।

প্রসিদ্ধ সাত কারীর নাম

ক্রঃ	নাম	মৃত্যুসন	রাবীদের নাম[৮৫]	যে অঞ্চলে তার কেরাত প্রসিদ্ধ হয়েছিল
১	আব্দুল্লাহ বিন কাসীর দারী মক্কী	১২০ হি.	১. আবুল হাসান বায্যী (মৃ: ২৪৩) ২. আবূ ওমর কুনবুল (মৃ: ২৯১)	মক্কা
২	নাফে বিন আব্দুর রহমান মাদানী	১৬৯ হি.	১. আবূ মূসা ক্বালূন (মৃ: ২২০) ২. আবূ সাঈদ ওয়ার্‌শ (মৃ: ১৯৭)	মদিনা
৩	আব্দুল্লাহ বিন আমের ইয়াহসিবী	১১৮ হি.	১. আবুল ওয়ালীদ হিশাম (মৃ: ২৪৫) ২. আবূ আমর ইবনে জাকওয়ান (মৃ: ২৪২)	শাম
৪	আবূ আমর যাব্বান বিন 'আলা বসরী	১৫৪ হি.	১. আবূ আমর দূরী (মৃ: ২৪৬) ২. আবূ শুয়াইব সূসী (মৃ: ২৬১)	বসরা
৫	হামযা বিন হাবীব যাইয়াত কূফী	১৫৬ হি.	১. আবূ মুহাম্মাদ খালাফ বাযযার (মৃ: ২২৯) ২. আবূ ঈসা খাল্লাদ (মৃ: ২২০)	কূফা
৬	আসিম বিন আবুন নাজুদ কূফী	১২৭/১২৮ হি.	১. আবূ বকর শুবা বিন আইয়াশ কূফী (মৃ: ১৯৪) ২. হাফস বিন সুলাইমান কূফী (মৃ: ১৮০)	কূফা

[৮৫] এই রাবীদের থেকেই তাঁদের কেরাত বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা রেওয়ায়েত না করলে পরবর্তীরা সেগুলো শিখতে পারতো না।

ক্র:	নাম	মৃত্যুসন	রাবীদের নাম[৮৫]	যে অঞ্চলে তার কেরাত প্রসিদ্ধ হয়েছিল
৭	আবুল হাসান আলী বিন হামযা কিসায়ী	১৮৯ হি.	১. আবুল হারেস লাইস (মৃ: ২৪০) ২. আবূ আমর দূরী (মৃ: ২৪৬)[৮৬]	কুফা

(দেখুন: উলুমুল কুরআন, তাকি উসমানী[৮৭] ও আল-আ'লাম, যিরিকলী)

অন্য কারীদের নাম

ক্র:	নাম	মৃত্যুসন	অঞ্চল
১	ইয়াকূব বিন ইসহাক হাজরামী	২০৫ হি.	বসরা
২	খালাফ বিন হিশাম বায্যার[৮৮]	২২৯ হি.	কূফা
৩	আবূ জাফর ইয়াযীদ বিন কা'কা'	১২৭/১৩২ হি.	মদিনা

এই তিনজনের কেরাতকেও মুতাওয়াতির কেরাত হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪	হাসান বসরী	১১০ হি.	বসরা
৫	মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন মুহাইসিন	১২৩ হি.	মক্কা
৬	ইয়াহইয়া বিন মুবারক ইয়াযীদী	২০২ হি.	বসরা
৭	আবুল ফারাজ শানাবূজী	৩৮৮ হি.	বাগদাদ

এই চারজনের কেরাতকে শাজ কেরাত বলা হয়। এভাবে মুতাওয়াতির ও শাজ মিলে মোট ১৪ কেরাত হয়।

---

[৮৬] ইনি কারী আবূ আমর বসরীরও রাবী।

[৮৭] উলুমুল কুরআনে কিছু কিছু মৃত্যুসনে মুদ্রণপ্রমাদ রয়েছে, সেগুলোর জন্য আল-আ'লাম বা সিয়ারু আলামিন নুবালার সাহায্য নেয়া হয়েছে।

[৮৮] ইনি কারী হামযার রাবী।

কেরাত ও তাজবীদ বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ

১. আবু বকর আহমাদ বিন মুসা বিন আব্বাস- ইবনে মুজাহিদ তামীমী রহ. (মৃঃ ৩২৪ হি.) এর সাত কেরাত-বিষয়ক কিতাব। মূলত তার কিতাবে সাত কেরাত উল্লিখিত হওয়ার কারণেই সাধারণভাবে সাত কেরাত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[৮৭]

২. মূসা বিন উবাইদুল্লাহ খাক্বানী (মৃঃ ৩২৫ হি.) রচিত গ্রন্থ। এটি তাজবীদ বিষয়ক সর্বপ্রথম কিতাব। কিতাবটি 'আল-কাসীদাতুল খাক্বানিয়্যাহ' নামে পরিচিত।

৩. আবূ আলী হাসান বিন আহমাদ ফারিসী (মৃঃ ৩৭৭ হি.) রচিত 'আল-হুজ্জাহ'। এটি ইবনে মুজাহিদ তামীমী রচিত সাত কেরাত-বিষয়ক কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

৪. উবাইদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আসাদী (মৃঃ ৩৮৭ হি.) রচিত 'আল-মুফসিহ ফিল কিরাআ-ত' (المفصح في القراءات)।

৫. মক্কী বিন আবূ তালিব (মৃঃ ৪৩৭ হি.) রচিত "الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة" - নাম থেকেই কিতাবের ধরণ বোঝা যায়। উল্লেখ্য, মক্কী বিন আবূ তালিবের সাত কেরাত-বিষয়ক কিতাবও রয়েছে, তার নাম 'আত-তাবসিরা'।

৬. উসমান বিন সাঈদ দানী (মৃঃ ৪৪৪ হি.) রচিত "التيسير في القراءات السبع" - সাত কেরাত-বিষয়ক কিতাব।

৭. আবূ তাহের ইসমাঈল বিন খালাফ আনসারী (মৃঃ ৪৫৫ হি.) রচিত "العنوان في القراءة" - এটিও সাত কেরাত-বিষয়ক।

৮. আবূ মুহাম্মাদ কাসেম বিন ফীরূরুহ শাতেবী (মৃঃ ৫৯০ হি.) রচিত "حرز الأماني ووجه التهاني" - এটি 'আল-কাসীদাতুশ শাতিবিয়্যা' নামে প্রসিদ্ধ। এই কিতাবকে সাত কেরাত বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব গণ্য করা হয়। কিতাবটির অনেক শরাহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) রয়েছে।

---

[৮৭] উলুমুল কুরআন, মফতি তাকি উসমানী, পৃঃ ২০৩।

৯. ইবনুল জাযারী আদ-দিমাশকী (মৃ: ৮৩৩ হি.) রচিত 'النشر في القراءات العشر'। এটি দশ কেরাত-সম্বলিত কিতাব।

১০. শিহাবুদ্দীন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-বান্না (মৃ: ১১১৭ হি.) রচিত 'إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر'। এটিতে চৌদ্দ কেরাতের সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কুরআনের খেদমত বিষয়ক টুকরো তথ্য

* হিজরী ১৪ সনে হযরত ওমর রাযি. জামাতের মাধ্যমে তারাবীতে কুরআন খতম করার প্রচলন করেন।[৯০]

* হযরত ওসমান রাযি. এর আমলে মুসহাফে নুকতা বা হরকত দেয়া হয়নি। তখন এগুলোর প্রচলনও ছিলো না। আরবীভাষী হওয়ার কারণে সাহাবীদের এগুলো প্রয়োজনও হয়নি।

* সর্বপ্রথম মুসহাফে নুকতা সংযোজন করেন, এক মতে বিশিষ্ট তাবেয়ী আবুল আসওয়াদ দুআলী রহ. ও আরেক মতে কুফার গভর্নর যিয়াদ বিন আবূ সুফিয়ান।[৯১]

* সর্বপ্রথম মুসহাফে হরকত সংযোজন করেন, এক মতে আবুল আসওয়াদ দুআলী ও আরেক মতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।[৯২]

* হাজ্জাজ বিন ইউসুফের যুগে সম্পূর্ণ কুরআন শরিফকে ত্রিশ পারায় ভাগ করা হয়। পাশাপাশি প্রত্যেক পারাকে রুবু' (এক চতুর্থাংশ), নিস্‌ফ (অর্ধেক) ও সালাসাতু আরবা' (তিন চতুর্থাংশ) তে ভাগ করা হয়।[৯৩]

---

[৯০] আল-আওয়াইল, আসকারি, পৃ: ৪১।
[৯১] কুরআনী মালূমাত: মুহাম্মাদ তাইয়িব পৃ: ১১৪।
[৯২] প্রাগুক্ত।
[৯৩] মাজমূয়ুল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ১৩/৪০৯।

কুরআন বিষয়ক ১০১ তথ্য

১. পবিত্র কুরআনের প্রথম ওহি নাযিল হয় ৬১০ খৃষ্টাব্দের ১৭ ই রমজান।

২. কুরআনে কারীম নাযিল হয়েছে ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিন ধরে। প্রথম ওহি নাযিল হওয়ার সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৪০ বছর ৬ মাস।

৩. সর্বপ্রথম সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় ওহি হিসেবে নাযিল হয়েছে সুরা মুদ্দাসসিরের প্রথম পাঁচ আয়াত।[৯৪] প্রথম ও দ্বিতীয় ওহির মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় আড়াই বছর[৯৫], যাকে 'ফাতরাতের সময়' বলা হয়।

৪. সর্বশেষে নাযিল হয়েছে- এক মতে সুরা বাকারার ২৮১ নং আয়াত-

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون

হযরত উবাই বিন কাব রাযি. এর বর্ণনানুযায়ী সুরা তওবার ১২৮ ও ১২৯ নং আয়াত-

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ۞ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب

---

[৯৪] কেউ কেউ বলেছেন, 'দ্বিতীয় ওহি ছিল সুরা কলম। দেখুন: আল-ইতকান, পৃ: ২২ ও তাফসিরে ইবনে আশুরের সুরা মুযযাম্মিল ও সুরা মুদ্দাসসিরের ভূমিকা।

[৯৫] ফাতরাতের সময়কাল সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। অনেকে চল্লিশ দিন হওয়াকে অধিকতর সহিহ বলেছেন।

৫. প্রথম ওহির লেখক ছিলেন হযরত খালেদ বিন সাঈদ রাযি. ও শেষ ওহির লেখক হযরত উবাই বিন কাব রাযি.[৯৬]।

৬. প্রথম ওহি গারে হেরায় ও শেষ ওহি মদিনা মুনাওয়ারায় নাযিল হয়েছে।

৭. কুরআনের প্রথম বা মক্কী যুগ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের ৪১ তম বছরের ১৭ রমজান থেকে জন্মের ৫৪ তম বছরের ১ রবিউল আউয়াল পর্যন্ত। এরপর থেকে ৩ রবিউল আউয়াল ১১ হিজরি[৯৭] পর্যন্ত কুরআনের দ্বিতীয় যুগ।

৮. কুরআনের প্রথম যুগ ছিল ১২ বছর ৫ মাস ১২ দিন; আর দ্বিতীয় যুগ ১০ বছর ২ দিন।

৯. প্রথম উচ্চস্বরে জনসমক্ষে কুরআন তেলাওয়াত করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.।

১০. কুরআনে প্রথম নুকতা লাগিয়েছেন বিশিষ্ট তাবেয়ী আবুল আসওয়াদ দুআলী রহ.।

১১. কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৩ বছর জীবিত ছিলেন- ১৩ বছর মক্কায় আর ১০ বছর মদিনায়।

১২. কুরআনের প্রথম অনুবাদ হয়েছে ল্যাটিন ভাষায়; ১১৪১ খ্রিষ্টাব্দে[৯৮]। ভারত উপমহাদেশে প্রথম ফারসি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

১৩. ভারত উপমহাদেশে প্রথম কুরআনের ফারসি অনুবাদ করেন শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.।[৯৯]

---

[৯৬] হযরত উবাই বিন কাব রাযি. শেষ ওহির লেখক হবেন, যদি উপরে উল্লিখিত তাঁর বর্ণিত আয়াতদুটিকে সর্বশষ আয়াত ধরা হয়। অবশ্য অগ্রগণ্য মত হল, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত সুরা বাকারার ২৮১ নং আয়াত।

[৯৭] সুরা বাকারার واتقوا يوما ترجعون... আয়াতটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের নয় রাত আগে নাযিল হয়েছে। (ইবনে কাসির)

[৯৮] মাজাল্লাতুল ওয়া'ইল ইসলামি: সংখ্যা ৫৩২।

[৯৯] কুরআনী মালুমাত, মুহাম্মাদ তাইয়িব, পৃ: ১২৫।

****

১৪. কুরআন কারীমে জিবরাইল আ. কে 'রুহুল আমীন' ও 'রুহুল কুদ্স'ও বলা হয়েছে।

১৫. কুরআন কারীমে কেবল একজন নারীর নাম স্পষ্টভাবে আছে- তিনি হযরত মারইয়াম আ.।

১৬. কুরআনে নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হযরত মুসা আ. এর নাম ও তাঁর ঘটনা উল্লেখ হয়েছে।

১৭. কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সবচেয়ে অবাধ্য জাতি ছিল বনী ইসরাইল।

১৮. কুরআনে মক্কাকে 'বাক্কা', 'বালাদে আমীন বা নিরাপদ শহর' ও 'ওয়াদিয়ে গায়রে জী যারঅ' বা ফসলহীন শহর' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১৯. কুরআনে মদীনাকে 'ইয়াসরিব' নামে ব্যক্ত করা হয়েছে।

২০. কুরআনে স্পষ্টভাবে দুই নামাজের কথা আছে; ফজর ও আসর।

২১. হযরত ইবরাহীম আ. কে কুরআনে 'ইমাম বা মানবজাতির ধর্মীয় আদর্শব্যক্তি' বলা হয়েছে।

২২. কুরআনে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. কে 'সানিস্নাইনি ইজ হুমা ফিল গার বা সওর গুহার দুইজনের একজন' ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সাহিব বা সাথী' বলা হয়েছে।

****

২৩. কুরআনে সর্বাধিক ব্যবহৃত বর্ণ হল আলিফ।

২৪. সবচেয়ে কম ব্যবহৃত বর্ণ সোয়াদ; তারপর তোয়া।

২৫. সুরা কাউসারে 'দাল' বর্ণটি নেই।

২৬. সুরা ইখলাসে 'রা' হরফটি নেই।

২৭. সুরা ইখলাসে মাত্র একবার 'যের' হরকত এসেছে।

২৮. সুরা কাউসারে দুইবার 'পেশ' এসেছে।

২৯. সুরা ফাতিহা, আলাম নাশরাহ, ফীল, কুরাইশ ও ফালাকে চারবার করে 'পেশ' এসেছে।

৩০. সুরা নাসর ও লাহাবে 'পেশ' এসেছে ছয়বার করে।

৩১. সুরা যুহা ও নাসে সাতবার করে 'পেশ' এসেছে।

৩২. সুরা আসরের মতো ছোট একটি সুরায় দশবার 'ওয়াও' হরফ ব্যবহার হয়েছে।

৩৩. সুরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতে (যা কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত) ২৩ টি 'কাফ' ব্যবহার হয়েছে।

৩৪. করআন কারীমের 'أُفٍّ' শব্দটিকে প্রায় ৫০ ভাবে পড়া যায়।[১০০]

৩৫. সুরা মায়েদার ৬০ নং আয়াতের 'عبد الطاغوت' কে ২০ ভাবে পড়া যায়।

৩৬. সুরা ফাতেহার 'ملك يوم الدين' কে ১০ ভাবে পড়া যায়।

৩৭. কুরআনে কারীমের দুটি আয়াতে সকল আরবি হরফ ব্যবহৃত হয়েছে:

১. সুরা আলে ইমরানের ১৫৪ নং আয়াত:

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

[১০০] আল-বাহরুল মুহিত, যারকাশি: ১/৪০৭।

২. সুরা ফাতহের ২৯ নং আয়াত:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

৩৮. সুরা নাযিআ'তের 'فحشر فنادى' এই আয়াতে সাকিন ও তাশদিদ নেই।

৩৯. কুরআনের দুই জায়গায় পরপর দুটি 'ح' এসেছে: ১। عقدة النكاح ২। لا أبرح حتى حتى

৪০. কুরআনের দুই জায়গায় পরপর দুটি 'ك' এসেছে: ১। مناسككم ২। ما سلككم

৪১. পরপর দুটি 'غ' এসেছে মাত্র এক জায়াগায়: ومن يبتغ غير الإسلام دينا

৪২. কুরআনের দুটি আয়াত 'غ' দ্বারা শুরু হয়েছে: ১। غير المغضوب عليهم ২। غلبت الروم

৪৩. কুরআনের সবচেয়ে বড় শব্দ- فأسقيناكموه (সুরা হিজর: ২২)।

****

৪৪. সুরা মুজাদালা একমাত্র সুরা- যার প্রত্যেক আয়াতে 'আল্লাহ' শব্দ রয়েছে।

৪৫. সুরা তওবা একমাত্র সুরা- যা বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু হয়নি।

৪৬. সুরা নামল একমাত্র সুরা- যাতে দুটি বিসমিল্লাহ রয়েছে।

****

৪৭. সর্বসম্মত মক্কী সুরার সংখ্যা ৮২ টি, মাদানী সুরা ২০ টি। আর ১২ টি সুরা নিয়ে মতভেদ আছে।[১০১]

৪৮. মক্কায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সুরা- সুরা আনকাবুত।

৪৯. মদিনায় অবতীর্ণ সর্বপ্রথম সুরা- সুরা বাকারা আর সর্বশেষ সুরা মায়িদা।

৫০. সুরা কাসাসের ৮৫ নং আয়াত- إِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ إِلٰى مَعَادٍ ۚ قُلْ رَّبِّىْٓ أَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ এই আয়াত হিজরতের সময় পথে অবতীর্ণ হয়েছে।

৫১. যেসব সুরায় হুদুদ (বিশেষ শাস্তির বিধান) বা ফারায়েজের আলোচনা রয়েছে, সেগুলো সব মাদানী।

৫২. যেসব সুরায় মুনাফিকদের কথা রয়েছে, সেগুলো মাদানী। তবে সুরা আনকাবুত ব্যতিক্রম।

৫৩. যেসব সুরায় সেজদা রয়েছে, সেগুলো মক্কী।

৫৪. যেসব সুরায় নবী-রসুল ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা রয়েছে, সেগুলো মক্কী। তবে সুরা বাকারা ব্যতিক্রম।

৫৫. যেসব সুরায় আহলে কিতাবের কথা এসেছে এবং তাদেরকে গোঁড়ামি পরিত্যাগ করার আহবান জানানো হয়েছে, সেগুলো মাদানী।

৫৬. যেসব সুরা হুরুফে মুকাত্তায়াত দ্বারা শুরু হয়েছে, সেগুলো মক্কী। তবে সুরা বাকারা ও আলে ইমরান ব্যতিক্রম।

৫৭. যেসব সুরায় 'يا أيها الناس' রয়েছে- অথচ 'يا أيها الذين آمنوا' নেই, সেগুলো মক্কী। তবে সুরা হজ্জে 'يا أيها الناس' এর পাশাপাশি 'يا أيها الذين آمنوا' থাকা সত্ত্বেও অনেকে এই সুরাকে মক্কী বলেছেন।[১০২]

---

[১০১] মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন, মান্না আল কাত্তান, পৃ: ৫০।

[১০২] মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন, মান্না আল কাত্তান, পৃ: ৬২; আল-বুরহান, যারকাশী, পৃ: ১৮৮।

****

৫৮. কুরআনে ৯৯ বার নামাযের কথা এসেছে। ৩০ বার যাকাতের কথা এসেছে। ২৭ বার নামায ও যাকাতের কথা একসাথে এসেছে।[১০৩]

৫৯. কুরআনে দোয়ার কথা বলা হয়েছে ৭০ বারের বেশি।

৬০. কুরআনে কারীমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ১৩ বার "يا أيها النبي" বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

৬১. কুরআনে হযরত আদম আ. এর নাম এসেছে ২৫ বার।

৬২. হযরত নুহ আ. এর উল্লেখ এসেছে ৪৩ বার।[১০৪]

****

৬৩. করআনের মোট আয়াত-সংখ্যা ৬২৩৬।

৬৪. কুরআনে কারীমের সবচেয়ে বড় আয়াত সুরা বাকারার ২৮২ নং আয়াত- يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلخ।

৬৫. কুরআনের সবচেয়ে ছোট আয়াত মুদ্দাসসিরের আয়াত- ثم نظر। তবে হুরুফে মুকাত্তায়াতসহ হিসেব করলে طه বা حم।

****

৬৬. হযরত ইবরাহীম আ. একবার চারটি পাখি জবাই করে একত্রে মিশিয়ে চার পাহাড়ের উপর রেখে এসেছিলেন, সে পাখিগুলো ছিল- ময়ূর, কবুতর, মোরগ ও কাক।

৬৭. কুরআনে উল্লিখিত আসমানি কিতাবগুলোর নাম- ১। কুরআন ২। ইবরাহীম আ. এর সহিফাসমূহ ৩। তাওরাত ৪। যবুর ৫। ইঞ্জিল।

---

[১০৩] ৮২ বার নামাজের কথা আসার যে কথা প্রচলিত আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

[১০৪] সূত্রঃ শামেলা-অনুসন্ধান।

৬৮. কুরআনের সুরা বাকারায় যে নবীকে ১ বছর পর জীবিত করার কথা আছে, তিনি হযরত উযাইর আ.।

৬৯. কুরআনে বর্ণিত হযরত মুসা আ. এর সময়ে প্রকাশিত আল্লাহর ৯ টি নিদর্শন হল- ১। উজ্জ্বল হাত ২। লাঠি ৩। দুর্ভিক্ষ ৪। ফলমূলের ঘাটতি ৫। প্লাবন ৬। টিড্ডি ৭। উকুন ৮। ব্যাঙ ৯। রক্ত।

৭০. পবিত্র কুরআনে প্রায় ৪৩ টি উপমা রয়েছে।[১০৫] উপমা বা দৃষ্টান্ত দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা যেসব জিনিস উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এইঃ ১। মাছি ২। মশা ৩। কুকুর ৪। মৌমাছি ৫। মাকড়শার জাল।

৭১. কুরআনে উল্লিখিত সবচেয়ে বড় সংখ্যা- একলক্ষ (সুরা সাফফাতের ১৪৭ নং আয়াত- (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون)।

****

৭২. সুরা ফাতেহার অপর নাম- বাবুল কুরআন (কুরআনের দরজা), উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল) ইত্যাদি।

৭৩. সুরা বাকারাকে 'কুরআনের কুঁজ' বলা হয়েছে।

৭৪. সুরা বাকারার অন্তর্ভুক্ত আয়াতুল কুরসিকে কুরআনের আয়াতসমূহের সর্দার বলা হয়েছে।[১০৬]

৭৫. সুরা ইউসুফে বর্ণিত ঘটনাকে পবিত্র কুরআন স্বয়ং 'আহসানুল কাসাস' বা 'সুন্দরতম ঘটনা' বলেছে।

৭৬. সুরা ইয়াসিনকে 'কুরআনের হৃদয়' বলা হয়েছে।

৭৭. সুরা আর-রাহমানকে (ব্যতিক্রমী সৌন্দর্য বিবেচনায়) 'কুরআনের বধূ' বলা হয়েছে।

৭৮. সুরা ফালাক ও নাসকে একত্রে 'মুআওয়িজাতাইন' বলা হয়।

---

[১০৫] দেখুনঃ আমসালুল কুরআন, ইবনুল কায়্যিম ও আল-মুদহিশ, ইবনুল জাওযী।
[১০৬] তিরমিজিঃ ২৮৭৮।

৭৯. একবার সুরা ইয়াসিন পড়লে দশবার পুরো কুরআন পড়ার সওয়াব পাওয়া যায়।[১০৭]

৮০. তিনবার সুরা ইখলাস পড়লে একবার পুরো কুরআন পড়ার সওয়াব পাওয়া যায়।[১০৮]

****

৮১. সুরা আর-রাহমানের মূল আলোচ্যবিষয় আল্লাহ তায়ালার গুণকীর্তন।

৮২. সুরা নুর নাযিলের উদ্দেশ্য হযরত আয়শাকে নির্দোষিতার সনদ প্রদান।

৮৩. সুরা বাকারায় সবচেয়ে বেশি হুকুম-আহকামের বর্ণনা রয়েছে।

৮৪. সুরা তাহার প্রথমাংশের তেলাওয়াত শুনে হযরত ওমর রাযি. মুসলমান হয়েছেন।

৮৫. সুরা তুর শুনে হযরত জুবাইর বিন মুতইম ঈমান এনেছেন।

৮৬. কুরআনের সবচেয়ে বড় সুরা- সুরা বাকারা। সবচেয়ে ছোট সুরা কাউসার।

৮৭. সুরা মুতাফফিফীন, হুমাযা ও লাহাবের শুরু বদদোয়া দিয়ে হয়েছে।

৮৮. একমাত্র সুরা ইখলাস ও ফাতিহায় ওই সুরার নাম উল্লেখ নেই।

৮৯. কুরআনের সবচেয়ে বড় পারা ৩০ নং পারা।

৯০. আয়াতসংখ্যা হিসেবে সবচেয়ে ছোট ২য় পারা।

৯১. সবচেয়ে বড় রুকু সুরা আলে ইমরানের ৮ নং রুকু।

৯২. সবচেয়ে বড় মনযিল ৭ নং মনযিল।

৯৩. সুরা কাহাফের 'وليتلطف' শব্দে হরফসংখ্যা হিসেবে কুরআনে

---

[১০৭] প্রাগুক্ত: ২৮৮৭।

[১০৮] বুখারি: ৫০১৩; মুসলিম: ৮১১।

কারীমের প্রথমার্ধ পূর্ণ হয়েছে। এই শব্দের 'তা' বর্ণটি প্রথম অর্ধেকে পড়েছে আর তার পরের 'লাম' বর্ণটি পড়েছে দ্বিতীয় অর্ধেকে।

****

৯৪. কুরআনে কারীমে সবজায়গায় 'يَهْدِي' শব্দের 'দালে' তাশদিদ ছাড়া যের রয়েছে। কিন্তু সুরা ইউনুসের ৩৫ নং আয়াতের أَمَّن لَا يَهِدِّي إِلَّا أن يهدى -এখানে 'দালে' তাশদিদ রয়েছে।

৯৫. 'عليه' শব্দে সবজায়গায় 'হা'-তে যের থাকলেও সুরা ফাতহের ১০ নং আয়াত- ومن عاهد عليه الله -এখানে 'عليه' এর 'হা'-তে পেশ রয়েছে।

৯৬. 'لِي' শব্দে সবজায়গায় 'ইয়া'-তে সাকিন রয়েছে; তবে সুরা ইবরাহিমের ২২ নং আয়াত- وما كان لِيَ عليكم من سلطان -এখানে যবর রয়েছে।

৯৭. পরে ফেল বা ক্রিয়াবাচক শব্দ আছে এমন 'يوم' শব্দের 'মিমে' সবজায়গায় যবর থাকলেও সুরা মায়েদার ১১৯ নং আয়াত- هذا يومُ ينفع الصادقين صدقهم -এখানে পেশ রয়েছে।

****

৯৮. পবিত্র কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

৯৯. কুরআন সবচেয়ে বেশি অনূদিত হয়েছে উর্দু ভাষায়।

১০০. কমপক্ষে ১২০ টি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ হয়েছে।

১০১. সর্বপ্রথম কুরআন ছাপা হয়েছে ইতালির রোমে ১৫৩০ সালে; প্যানিনাস ব্রিক্সেনসিসের হাতে। তবে এই মুদ্রণ তেমন প্রচার পায়নি।

এরপর ১৬৯৪ সালে জার্মানির হামবুর্গ শহরে হিঙ্কেলম্যানের হাতে পুনরায় পবিত্র কুরআন ছাপা হয়। (উল্লেখ্য, মুসলিম বিশ্বে তখনও মুদ্রণশিল্প পরিচিত হয়নি।)[১০৯]

****

স মা প্ত

---

১০৯ স্টুডেন্ট'স ব্রিটানিকা ইন্ডিয়া (ইংরেজি), এন্ট্রি: Quran, ৪/২৩০।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

- আল কুরআনুল কারীম
- সহীহ বুখারী
- সুনানে তিরমিজি
- রুহুল মাআনী, মাহমুদ আলুসী
- তাফসিরে ইবনে আশুর
- তাফসিরে বয়ানুল কুরআন
- তাফসিরে তাওযীহুল কুরআন, মুফতি তাকি উসমানী, অনুবাদঃ মাওলানা আবম সাইফুল ইসলাম, মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা
- শরহু সুনানি আবী দাউদ, আব্দুল মুহসিন আব্বাদ, মাকতাবা শামেলা
- আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, জালালুদ্দীন সুয়ুতী, ঐ
- মানাহিলুল ইরফান, আব্দুল আজিম যুরকানী, ঐ
- আল-ফাওযুল কাবির, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, দারুল গাওসানি দিমাশক
- উলুমুল কুরআন, মুফতি তাকি উসমানী, মাকতাবা দারুল উলুম করাচি
- আল-বাহরুল মুহিত, বদরুদ্দীন যারকাশী, মাকতাবা শামেলা
- আসসীরাতুল হালাবিয়্যা, আলী ইবনে বুরহানুদ্দীন হালাবী, ঐ
- সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আস-সালিহী, ঐ
- মাজমূয়ুল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ঐ
- কুরআনী মালুমাত, আব্দুল মাবুদ কাসেমী, রশিদিয়া লাইব্রেরী চট্টগ্রাম
- কুরআনী মালুমাত, মুহাম্মাদ তাইয়িব, সৌদি আরবের ধর্ম-মন্ত্রণালয়

কর্তৃক প্রকাশিত

- মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন, মান্না আল কাত্তান, মাকতাবাতু ওয়াহবাহ কায়রো
- মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন, ড. সুবহী আস-সালেহ, মাকতাবা শামেলা
- তালাক্কিন্নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলফাযাল কুরআনিল কারীম, আব্দুস সালাম মাজিদী, ঐ
- তাইসিরুল আযিযিল মান্নান ফি বায়ানি ইজাযিল কুরআন, আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ হারফী, ঐ
- আমসালুল কুরআন, ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়া, ঐ
- আল-মুদহিশ, ইবনুল জাওযী, ঐ
- কাশফুয যুনুন, হাজী খলিফা, ঐ
- তাবাকাতুল কুররা, আল্লামা যাহাবি, মারকাযুল মালিকি ফায়সাল লিল-বুহুস
- গায়াতুন নিহায়া ফী তাবাকাতিল কুররা, ইবনুল জাযারী, মাকতাবা শামেলা
- আল-আওয়াইল, আবু হেলাল আসকারি, ঐ
- ইহসাইয়াতুল কুরআনিল কারীম, আলআরকাম ডটকম
- তানাসুকুল আ'দাদি ফিল কুরআন, মাজাল্লাতু মারকাজি বাবিল, ডিসেম্বর ২০১২ ইং
- তারীখু তারজামাতি মাআনিল কুরআনিল কারীম ইলা লুগাতিন উখরা, মাকতাবা শামেলা
- জামউল কুরআন ফী আহদিল খুলাফাইর রাশিদীন, ড. ফাহদ বিন আব্দুর রহমান রুমী, ঐ

■ আহকামে যিন্দেগী, মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন, মাকতাবাতুল আবরার, ১৯৯৮ ইং

■ কানযুল হুসাইন, মাকতাবা আরাবিয়া কোয়েটা

■ স্টুডেন্ট'স ব্রিটানিকা ইন্ডিয়া (ইংরেজি), এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা (ইন্ডিয়া) প্রা. লি., নয়াদিল্লি, ভারত

■ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা
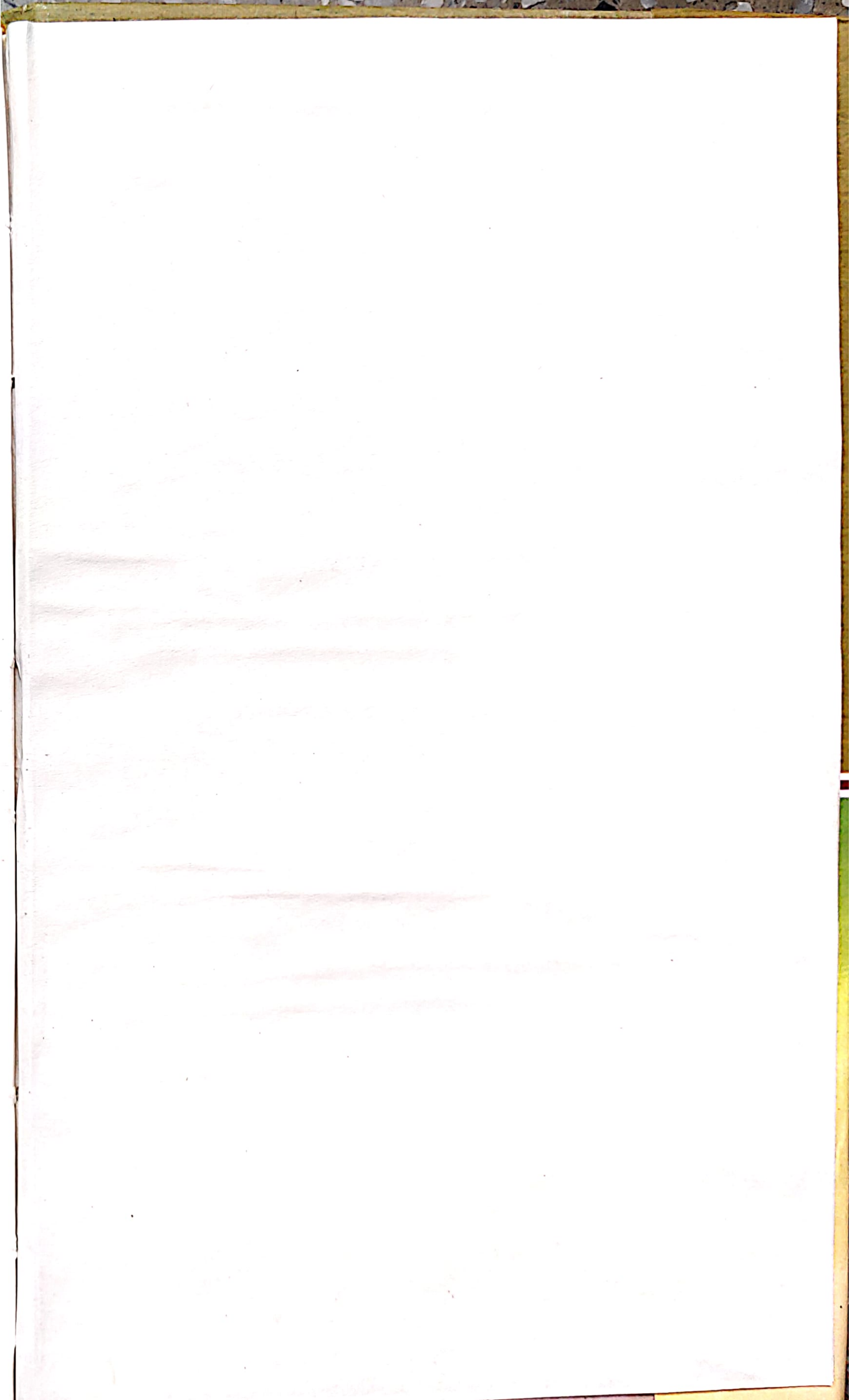
তিরমিজী শরিফের হাদীসে আছে– 'পবিত্র কুরআনের রহস্য কখনও শেষ হওয়ার নয়।' *[তিরমিজী: ২৯০৬]*

কুরআনে কারীমের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এ কিতাবের খুঁটিনাটি সব বিষয়ে যে পরিমাণ তাহকীক বা গবেষণা হয়েছে, এমনটি দ্বিতীয় কোনো কিতাবে হয়নি। অতীতে উলামায়ে কেরাম কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রচুর আলোকপাত করেছেন ও বর্তমানেও করে যাচ্ছেন। পবিত্র কুরআন সম্পর্কিত মালুমাতের কোনো শেষ নেই।

স্নেহভাজন *মাওলানা নাঈম আবু বকর* কুরআনে কারীমের মা'লুমাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়াদি নিয়ে *'কুরআনের জানা-অজানা'* নামে এই রচনা তৈরি করেছে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমি পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশ পড়েছি। আশা করি কিতাবটি তালিবে ইলমসহ দ্বীনদার আগ্রহী ভাইদের উপকারে আসবে।

হযরত মাওলানা মুফতী আবূ সাঈদ দা. বা.

প্রধান মুফতী, জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম, ফরিদাবাদ, ঢাকা

প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, দারুল ফিকরি ওয়াল ইরশাদ,

আরসিন গেইট, ঢাকা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
৯৮৮১৫৩২, ০১৯২৪০৭৬৩৬৫

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র
দোকান নং-১ আন্ডার গ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭১৫০২৩১১৮

maktabatulazhar@yahoo.com